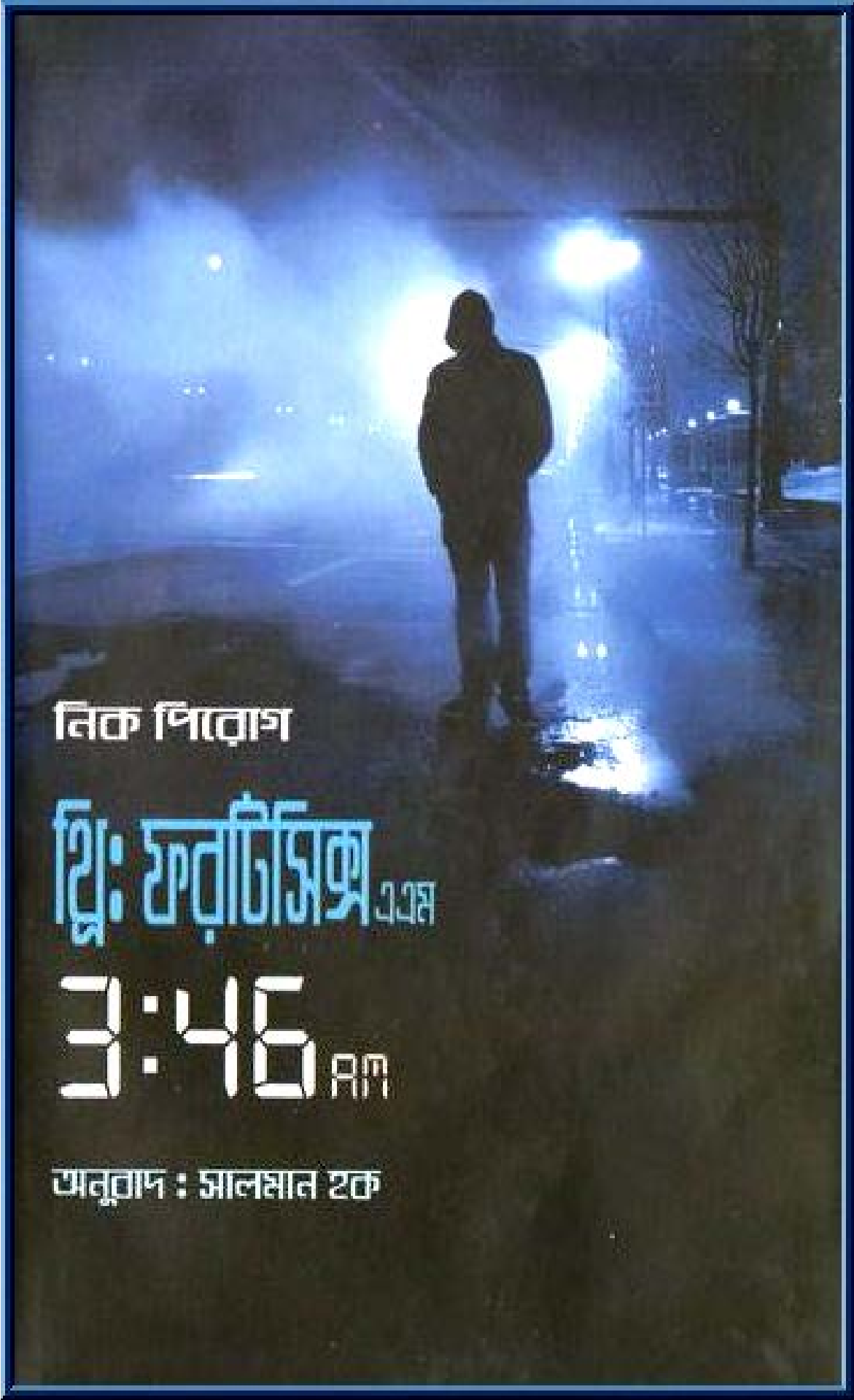

নিক পিরোগ

থ্রি: ফর্টিসিক্স এএম

3:46 AM

অনুবাদ : সালমান হক

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬। যে দিনটার জন্যে অপেক্ষা করে আছে সবাই–হেনরি বিনস আর ইনগ্রিডের বিয়ে। আপনিও আমন্ত্রিত।

কিন্তু হেনরির জীবনে যে স্বাভাবিকতা বলে কিছু নেই তা এতদিনে জেনে গেছেন পাঠক। কি এমন হয়েছিলো তার বিয়ের অনুষ্ঠানে যা কাঁপিয়ে দেয় পুরো বিশ্বকে?

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠককে ধরে রাখবে নিক পিরোগের হেনরি বিনস সিরিজের পঞ্চম কিস্তির রুদ্ধশ্বাস এই গল্পটি।

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

ISBN 984872944-0
9 789848 729410

আমেরিকান ঔপন্যাসিক নিক পিরোগের জন্ম ১৯৮৪ সালে। পড়াশোনা করেছেন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসা প্রশাসনে। বেস্টসেলার ১১টি থৃলার উপন্যাসের রচয়িতা তিনি। আমাজনে প্রতিটি উপন্যাসই অন্যতম বেস্টসেলার হিসেবে স্বীকৃত। হেনরি বিনস তার সৃষ্ট ব্যতিক্রমি একটি চরিত্র।

বর্তমানে তিনি আমেরিকার সান ডিয়েগোতে বসবাস করছেন।

সালমান হকের পৈতৃক নিবাস সিরাজগঞ্জে হলেও জন্ম ও বেড়ে ওঠা এই ঢাকা শহরে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও রাজউক কলেজ থেকে পাশ করে বর্তমানে তিনি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে অণুজীববিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নরত আছেন। ছোটবেলা থেকেই বই পড়ার নেশায় আসক্ত, সেই থেকেই লেখালেখির শুরু। থৃলার গল্প-উপন্যাসের প্রতি আলাদা ঝোঁক রয়েছে তার।

নিক পিরোগের *থ্রি: এএম* তার প্রথম অনুবাদগ্রন্থ। এপর *থ্রি: টেন এএম*, *থ্রি: টোয়েন্টিওয়ান এএম*, *থ্রি: থার্টিফোর এএম*, কিয়েগো হিগাশিনোর বহুল আলোচিত থৃলার-উপন্যাস *দ্য ডিভোশন অব সাসপেক্ট এক্স* এবং *দ্য বয় ইন দি স্ট্রাইপ্‌ড পাজামাস* তার অন্যতম জনপ্রিয় অনুবাদ কর্ম।

নিখোঁজকাব্য তার প্রথম মৌলিক থৃলার।

নিক পিরোগ

থ্রি: ফরটিসিক্স এএম

3:46 AM

অনুবাদ : সালমান হক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বাতিঘর প্রকাশনী

থ্রি: ফরটিসিক্স এএম

মূল : নিক পিরোগ

অনুবাদ : সালমান হক

3:46 AM

Copyright©2017 by Nick Pirog

অনুবাদস্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রচ্ছদ : ডিলান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ: অনুবাদক

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

লেখকের কথা

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের বইগুলো পড়ার জন্যে। গল্পগুলো লিখতে ভীষণ ভালো লাগে আমার। বিশেষ করে যখন ল্যাসি, আর্চি আর মারডকের মত বিশেষ চরিত্রগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেই আপনাদের।

যদি এই বইটা শেষ করার পরেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায় আপনাদের মনে তাহলে জানবেন, সেটাই স্বাভাবিক। অমনটাই হবার কথা।

হেনরিকে নিয়ে আরো দুটো বই আসবে সামনে। *থ্রি:ফিফটিথ্রি এএম* আর *ফোর এএম*। সেখানে অনেক কিছু অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্যে। সবচেয়ে বড় চমকটার দেখা পাবেন আগামি বইয়ে।

নিক পিরোগ

ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১৬
সাউথ লেক তাহো

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১

বিছানায় উঠে বসে ঘড়ির দিকে তাকালাম।

৩:০১।

শুক্রবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারি।

তাপমাত্রা–ছাব্বিশ । ডিগ্রি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

কিন্তু কী যেন একটা সমস্যা মনে হচ্ছে ঘড়িটায়। একটু বাঁকা হয়ে আছে , আর টেবিলের একদম কিনারার কাছে চলে এসেছে ওটা।

কয়েক সেকেন্ড লাগলো কারণটা বুঝতে।

ঘড়ির ঠিক পেছনটাতে একটা ছোট্ট সাদা থাবা দেখতে পেলাম। আমাদের পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য।

আর্চি।

কমলা আর সাদার মিশেলে তুষারের বলের মত লাগে ওকে। এখন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এরপর থাবাটা বাড়িয়ে দিল ঘড়ির দিকে।

"ফেলবি না!" চিল্লিয়ে উঠলাম।

তিন সপ্তাহ আগে আমাদের বাসায় আগমন ঘটেছে আর্চির। তখন থেকে তিনটা ওয়াইন গ্লাস, দুটো ছবির ফ্রেম, ইনগ্রিডের পছন্দের কফি মগ আর একটা স্যামসাং গ্যালাক্সি এস সিক্স ভেঙেছে ও।

কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো আর্চি, এরপর আবার থাবা বাড়িয়ে দিল সামনে।

"খবরদার, আর্চি!"

আবার তাকিয়ে থাকলো আমার দিকে। এরপর আরেকটা ধাক্কা।

"আরেকবার ধাক্কা দিলে কিন্তু ভালো হবে না।"

সাথে সাথে আবার ধাক্কা দিল ব্যাটা। মেঝেতে পড়ে গেল ঘড়িটা।

"ধুর, আর্চি!"

বিছানা থেকে নেমে ঘড়িটা তুললাম।

ওটার এলসিডি স্ক্রিনটা ফেঁটে গেছে।

ঘড়িটা আগের জায়গায় রেখে দিয়ে তিনমাস বয়সি বিড়াল ছানাটাকে

টেবিল থেকে উঠিয়ে নিলাম। এখনও এক হাতে ধরা যায় ওকে। ওর চোখের সবুজ রঙ হয়ত মা'র কাছ থেকে পেয়েছে কিন্তু এই চোখে যে দুষ্টুমির একটা ভাব খেলা করে সবসময় সেটা নিশ্চিতভাবেই বাবার দিক থেকে এসেছে।

"এভাবে জিনিসপত্র ভাঙা বন্ধ করতে হবে তোকে," বললাম।

চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকালো ও। ছোট্ট নাকের কাছটা মৃদু কাঁপছে।

"আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে লাভ নেই।"

ছোট্ট মুখটা ঘষতে লাগল আমার আঙুলে। এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে, না হেসে পারলাম না।

"এসব ভাঙছিস, ঠিক আছে," বললাম, "কিন্তু ইনগ্রিডের আরেকটা মগ ভাঙলে তোকে রাস্তায় থাকতে হবে।"

এমনিই ভয় দেখাচ্ছি ওকে। আমার চেয়ে ইনগ্রিডের সাথে ওর সম্পর্ক আরও বেশি ভালো। এসেই ওর হৃদয় দখল করে নিয়েছে ব্যাটা। আর্চির এখানে আসার পর প্রথম সপ্তাহের পুরোটা আমাকে কাটাতে হয়েছে ওর ছবি আর ভিডিও দেখে। পুরো ষাট মিনিট ! ইনগ্রিড সারাদিন ওর পেছন পেছন মোবাইল হাতে নিয়ে ঘুরতো আর ছবি তুলতো পরদিন আমাকে দেখানোর জন্যে।

'এখানে দেখো, কী সুন্দর করে ঘুমাচ্ছে।'

'এখানে আমার চাবিটা নিয়ে খেলছে, সুন্দর না' !

'এই দেখো আজকে তোমার কার্পেট ভিজিয়ে ফেলেছিল!'

পরের মিনিটটা ওর সাথে মেঝেতে হুটোপুটি করে কাটালাম। চার হাত পায়ে ভর করে তাড়া করে বেড়ালাম পুরো ঘরে। গুটিগুটি পায়ে বিছানার নিচে গিয়ে লুকায় আর আমি ওকে বের করে আমার বুকের ওপর বসিয়ে দেই। এরপর ছোট্ট মাথাটায় হাত বুলিয়ে দিলে আরামে চোখ বন্ধ করে ফেলে।

"ঠিক আছে চল, নিচে গিয়ে তোর বাপকে খুঁজে বের করি। তোর নামে নালিশও করতে হবে।"

আমার ছোটবেলার শোবার ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম আমরা। ছোটবেলা বললে অবশ্য ভুল হবে। সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত এখানে ছিলাম আমি।

BanglaBook.org

হলওয়ের কিনারায় বাবার ঘরের দিকে যাচ্ছি আমরা। সেখানে গিয়ে পেলাম না বাবাকে। তার অনুপস্থিতিতে মারডক–আমার বাবার একশ ষাট পাউন্ড ওজনের বিশাল ইংলিশ ম্যাস্টিফ কুকুর–বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছে। ওর বিশাল বপু বিছানার প্রায় পুরোটাই দখল করে আছে। ল্যাসি আয়েশ করে ঘুমাচ্ছে মারডকের পেটের ওপর। সন্দেহ নেই, ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার আগে এখানেই ছিল আর্চি।

"কিরে, উঠবি না তোরা?"

দু-জনেই নড়ে উঠলো একটু।

ল্যাসি একবার আড়মোড়া ভেঙে আবার শুয়ে পড়ল বিছানার কিনারায় গিয়ে।

মারডক আমার কোলে আর্চিকে দেখে ডেকে উঠলো মৃদু স্বরে।

"ঠিক আছে, সাবধানে," এই বলে নিচে নামিয়ে দিলাম আর্চিকে। দ্রুত ওর মারডক আঙ্কেলের কাছে চলে গেল সে।

দু-বার ওর বিশাল জিহ্বা বের করে আর্চিকে চেটে দিল মারডক, এরপর থাবা বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলো।

"আর্চি টেবিল থেকে ঘড়ি ফেলে দিয়েছে," ল্যাসির উদ্দেশ্যে বললাম আমি।

মিয়াও।

"কতবার ধাক্কা দিতে হয়েছে? ঠিক মনে নেই আমার, এই তিনবার।"

মিয়াও।

"ওকে আরও পরিশ্রম করতে হবে?!"

মিয়াও।

"আমি এই জন্যে রাগ করিনি যে, ওকে ঘড়িটা ফেলতে তিনবার ধাক্কা দিতে হয়েছে। আমার রাগের কারণ হল ঘড়িটা ভেঙে ফেলেছে ও!"

মিয়াও।

"হ্যাঁ, স্ক্রিন ফেটে গেছে ওটার।"

মিয়াও।

"আমি জানি না ওটার দাম কত। দশ বছর আগে আমার জন্যে ঘড়িটা কিনেছিলেন বাবা। সময়ের সাথে তাপমাত্রা আর আবহাওয়ার অবস্থাও দেখা যেত ওটাতে।"

মিয়াও।

BanglaBook.org

"আচ্ছা, বাবাকে জিজ্ঞেস করবো আমি।"

মিয়াও।

"এখনই তাকে খুঁজে বের করে জিজ্ঞেস করতে পারবো না," ওর উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বললাম,

শোন্, তোর সাথে কথা বলার উদ্দেশ্য হল এটা জানানো যে, তুই যখন ঘুমাস তখন তোর পুত্র পুরো ঘরবাড়ি মাথায় তোলে। ওকে শাসন করতে হবে তোকে।"

আমি নিজে শাসন করতে চাই না আর্চিকে। তাহলে ওর সামনে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট হবে।

ল্যাসি একবার আর্চির দিকে তাকিয়ে আবার আমার দিকে তাকালো।

মিয়াও।

"এক সপ্তাহের জন্যে ওর প্লে-স্টেশনে খেলা বন্ধ? আমাদের বাসায় তো কোন প্লে স্টেশনই নেই!।"

মিয়াও।

"তুই ওকে একটা প্লে-স্টেশন কিনে দিতে চাস, যাতে ওটা আবার ছিনিয়ে নিতে পারিস?" হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম। "তুই আসলে নিজের জন্যে একটা প্লে-স্টেশন কিনতে চাস। ক্রিসমাসে তোকে সান্তা ক্লজ প্লে-স্টেশন এনে দেয়নি বলে যা করলি!"

মিয়াও।

"না, সারা বছর মোটেও ভালো হয়ে ছিলি না তুই। বরং জ্বালিয়ে মেরেছিস গোটা সময়।"

মিয়াও।

"যেমন? একবার পাঁচটা খরগোশ নিয়ে এসেছিলি বাসায়, মনে আছে? কি করেছিস ওদের সাথে কে জানে! আর উল্টোদিকের বাসার বিড়ালটাকে উত্যক্ত করে এমন অবস্থা করেছিস যে, মামলা করতে বসেছিল ওটার মালিক।"

মিয়াও।

"হ্যাঁ, বুঝলাম খুব সুন্দরি বিড়ালটা, তাই বলে ওরকম করবি? বদ কোথাকার!"

মিয়াও।

"আর কি? তুই আর মারডক মিলে দুটো ছাগলকে তাড়া করে

BanglaBook.org

একজনের বাসা তছনছ করেছিলি, ভুলে গেছিস? তার বিড়ালের সাথেই তো..."

আর্চির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমার দিকে তাকালো ও। বুঝলাম কি চিন্তা করছে।

"হ্যাঁ, জানি আমি তুই ওসব না করলে আর্চিকে পেতাম না আমরা।"

আর্চিকে ছাড়া আমাদের জীবন এখন চিন্তাই করা যায় না। আসলে যত ইচ্ছে আমাদের জিনিসপত্র ভাঙতে পারে ও, কেউ কিচ্ছু বলবে না।

বিছানায় বসলে ল্যাসি আমার কোলের উপর এসে উঠলো। এরপর আমরা দু-জন যোগ দিলাম মারডকের সাথে। সবার মনোযোগ ছোট্ট আর্চির দিকে।

কিছুক্ষণ পরপর মারডকের কান কামড়ে ধরে ঝোলে ও, এরপর আবার ছুটোছুটি করে বিছানা জুড়ে।

দারুণ মজার দৃশ্যটা!

দুই মিনিট পরে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম।

তিনটা আট বাজছে।

বাদবাকি বাহান্ন মিনিটে অনেক কাজ করতে হবে আমাকে।

আগামিকাল আমার বিয়ে।

3:48 AM

সিঁড়ি বেয়ে অর্ধেক নেমে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

গতকাল পর্যন্ত যেটা আমার বাবার লিভিংরুম ছিল, এখন সেটা একটা বিয়ের মঞ্চ। সব আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বিশাল টিভিটার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা বেদি। ওপরে সাদা ছাউনি ওটার। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো সাদা রঙের চেয়ার।

ভেবেছিলাম এক ঘন্টার একটা বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন কী আর এমন কঠিন কাজ। বড্ড ভুল ছিল সেটা।

আমাদের হাতে সময় মাত্র ষাট মিনিট, তাই সবকিছু একদম ঠিকভাবে হতে হবে। যদি কোন অনুষ্ঠানে একটু দেরি হয় তাহলে হয়তো দেখা যাবে কনে-পিতার নাচের জন্যে বরাদ্দকৃত সময় কমে যাচ্ছে। ছবি তুলতে বেশি সময় লাগালে খাবার সময় পাওয়া যাবে না। কেক কাটার জন্যে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় নিলে শ্যাম্পেইন টোস্টের সময় কমে যাবে।

BanglaBook.org

মাঝে মাঝে আমি অবশ্য সাহায্য করেছি। কোন রঙের ফুল, কিংবা বিয়ের কেক কোন স্বাদের হবে। কিন্তু বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইনগ্রিড আর আমার বাবা।

যাইহোক, নিচে নেমে রান্নাঘরের দিকে গেলাম। বাবা চুলোর ওপর ঝুঁকে আছেন।

"কি খবর হেনরি," হেসে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

একটা ফ্ল্যানেলের পাজামা আর লাল রঙের স্লিপার তার পরনে। চশমা নিচে নেমে নাকের ডগায় ঝুলছে।

"ভালোই লাগছে বাবা," লিভিংরুমের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, "সবকিছু ঠিকভাবেই এগোচ্ছে মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ," ফ্রাইপ্যানের ওপর থাকা প্যানকেক উল্টে দিতে দিতে বললেন। "সবকিছু হয়ে গেলে আরও সুন্দর লাগবে।"

"ইনগ্রিড কখন গিয়েছে?"

"সাড়ে আটটার দিকে। ওর বাবা-মা আর ও প্রায় তিনঘন্টা এখানে থেকে সাহায্য করেছে সবকিছু গোছাতে," কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন তিনি, এরপর বললেন, "ওর মা'র অবস্থা বেশ ভালোই মনে হল।"

ইনগ্রিডের মা স্ট্রোক করেছিলেন গত জুলাইয়ে। কিছুদিন কোমায় থাকার পর জ্ঞান ফেরে তার। কিন্তু বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। গত আটমাস ধরে একজন স্পিচ থেরাপিস্টের কাছে যেতে হচ্ছে তাকে। বেশ উন্নতি এই হয়েছে এতদিনে।

ইনগ্রিডের বাবা-মা'র সাথে আমার প্রথমবারের মত দেখা হয় তিন দিন আগে। মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে আটলান্টা থেকে উড়ে এসেছেন তারা।

ইসাবেলের চমৎকার পাস্তা খাবার ফাঁকে ফাঁকে ইনগ্রিডের মা বলছিলেন, "প্রায় চ-চ-চল্লিশ বছর পর এত রা-রা-ত জেগে আছি আমি।"

বেশ হেসেছিলাম আমরা তার কথাগুলো শুনে।

ইনগ্রিডের বাবা আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন মাত্র এক ঘন্টা জেগে থাকা সত্ত্বেও কিভাবে স্টক মার্কেটে এত টাকা কামাই করি আমি। তিনি নিজেও একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার ছিলেন আগে। তবে এসব ছোটোখাটো ব্যাপার ছাড়া আমার অদ্ভুত অসুখটার প্রসঙ্গে আর কিছু জিজ্ঞেস করেননি তারা।

আমি জানি ইনগ্রিড তাদের আগেই আমার অবস্থা সম্পর্কে সবকিছু

BanglaBook.org

খুলে বলেছিল। অবশ্য কিছুদিন আগে আমার নেয়া সিদ্ধান্তটার কথা জানিয়েছে কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আট মাস আগের কথা।

মস্তিষ্কে ইলেক্ট্রো-শক থেরাপির মাধ্যমে আমি স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফেরত আসতে পারতাম। যত ঘন্টা খুশি জেগে থাকতে পারতাম। কিন্তু এর জন্যে চড়া মূল্য দিতে হতো আমাকে। স্মৃতি থেকে সব কিছু মুছে যেতো চিরতরে। ইনগ্রিডের মা'র ক্ষেত্রে যেমনটা হয়েছে অনেকটা সেরকম, তবে আমার ক্ষেত্রে জেগে ওঠার পরে বাকশক্তি, চলনশক্তি, স্মৃতিশক্তি–অতীতের সবই হারাতাম। বাচ্চাদের মত একদম শুরু থেকে শিখতে হত সবকিছু। আমার যা যা স্মৃতি আছে–বাবার কাছে অঙ্ক করতে শেখা, ল্যাসিকে খুঁজে পাওয়া, ইনগ্রিডের সাথে প্রথম দেখা হওয়া, ওকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া–এসব কিছুই হারিয়ে যেত অতল গহ্বরে। সদ্যোজাত শিশুর মত অবস্থা হত আমার।

অথবা, যেমন আছি তেমনই থাকতে হবে চিরকাল।

বাকি জীবন হেনরি বিনসে ভুগেই কাটাতে হবে।

এক ঘন্টার জীবন।

যদি আশি বছর বাঁচি আমি তাহলে পার্থক্যটা হবে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ঘন্টা জেগে থাকা নয়তো পনের হাজার ঘন্টা জেগে থাকা।

পনের হাজার ঘন্টাই বেছে নেই আমি।

আর সেটার জন্যে পস্তাই না একটা মুহূর্তও।

পস্তানোর মত সময়ও নেই আমার কাছে।

"অবিবাহিত জীবনের শেষ খাবার," বাবার কথা শুনে বাস্তবে ফেরত আসলাম। আমাকে রান্নঘরের টেবিলটায় বসার ইঙ্গিত করে সেখানে এক প্লেট ভর্তি সদ্য তৈরি করা প্যানকেক নামিয়ে রাখলেন। সাথে ডিম, বেকন আর একটা লম্বা গ্লাস ভর্তি কমলার জ্যুস।

প্যানকেকের ওপর সিরাপ ছড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, "ইনগ্রিড তোমাকে ফোন করতে না বলেছে। কাল একেবারে তোমার সাথে দেখা হবে। বিয়ের আগে হবু বরের সাথে কথা বলাটা নাকি অশুভ।"

মুখের প্যানকেকটুকু গিলে বললাম, "সে বোধহয় বিয়ের আগের রাতটা ঘুমিয়ে কাটাতে চায়। যা ধকল গেছে এই কয়দিন।"

"তাই হবে হয়তো," তিনি বললেন।

BanglaBook.org

আরেক কামড় কেক মুখে দিলাম।

বাবা আমার পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, "আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না আমার ছেলের কালকে বিয়ে।"

হেসে তার হাতের ওপর আমার হাতটা দিলাম।

আট মাস আগে জানতে পারি আমি, এই যে এখানে দাঁড়িয়ে আমার বিয়ের কথা ভেবে আবেগতাড়িত হচ্ছেন যিনি, তিনি আমার আসল বাবা নন।

আমার আসল বাবা সিডনি ওয়েন, এক খ্যাপাটে বৈজ্ঞানিক। সিআইএ'র প্রজেক্টের নামে মানুষের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানোই যার কাজ। হাজার হাজার আমেরিকাকান নাগরিক তার এক্সপেরিমেন্টের শিকার হয়েছে। আমি নিজেও তাদের একজন। আমার ডিএনএ'র অর্ধেকটা হয়তো সিডনির কাছ থেকে পেয়েছি, কিন্তু আমাকে বড় করে তুলেছেন এখানে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে। তিনিই আমার বাবা।

"হ্যাঁ," আমি বললাম জবাবে, "আমার নিজেরও বিশ্বাস হয় না।"

"ইনগ্রিডের চেয়ে ভালো কাউকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না তোমার পক্ষে। চমৎকার একটা মেয়ে।"

"আপনাকেও ভীষণ পছন্দ করে ও।"

পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম হাসছেন তিনি। এরপর বললেন, "তোমাকে কালকের শিডিউল ইমেইল করে দিয়েছি আমি।"

বিয়ের সব অনুষ্ঠানের জন্যে সময় নির্ধারণের দায়িত্ব বাবার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল ইনগ্রিড। আমরা যাতে একটা নির্দিষ্ট শিডিউল অনুযায়ি সবকিছু করতে পারি এ দায়িত্বটুকুও তার।

তাকে বললাম খাওয়া শেষ করে ওটা দেখবো আমি।

"আরেকটা ব্যাপার," তিনি বললেন, "আগামি দু-দিন তুষারপাত হতে পারে। কাল দুপুর থেকে শুরু হবার সম্ভাবনা আছে।"

"তাতে কি সমস্যা হবে নাকি?"

"না হবার সম্ভাবনাই বেশি। যারা দূর থেকে এখানে প্লেনে করে আসবে তারা এরইমধ্যে চলে এসেছে। কাছেই একটা হোটেলে উঠেছে তারা। আর রবার্টের বাসাও খুব বেশি দূরে নয়।"

রবার্ট ইউলি বাবার পুরনো বন্ধু। সেই সাথে তিনি একজন 'অর্ডেইন মিনিস্টার।' আমার আর ইনগ্রিডের বিয়ে পড়াতে পারবেন তিনি।

BanglaBook.org

"আর ইসাবেলের কি খবর?" জানতে চাইলাম।

"ওদের তো বড় পিকআপ ট্রাক আছে একটা। সমস্যা হবে না।"

আমরা বিয়েতে ইসাবেলের বিখ্যাত লাসানিয়া পরিবেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অবশ্য ইনগ্রিডের বুদ্ধি ছিল এটা।

"ঠিক আছে তাহলে," আরেকবার আমার পিঠে চাপড় মেরে বললেন তিনি। "আমি শুয়ে পড়ি এখন। কাল অনেক কাজ।"

আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন তিনি।

সেদিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। গত আট মাসে হাজারবার তাকে পেছন থেকে ডাক দিয়ে অতীত নিয়ে প্রশ্ন করতে চেয়েছি আমি। জানার ইচ্ছে কেন সেনাবাহিনীর দু-জন গোয়েন্দা তার সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এসেছিল এখানে। ইসাবেলকে একটা চুলের ডিএনএ টেস্ট করার জন্যে ল্যাবে পাঠাতে বলি আমি। সেটার প্রেক্ষিতেই এখানে এসেছিলেন তারা। কিন্তু আমার জানামতে কখনো সেনাবাহিনীতে ছিলেন না বাবা।

সৌভাগ্যবশত ইসাবেল খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল তার এক চাচার চুল ওটা। যিনি অনেক আগেই মেক্সিকো ফেরত চলে গিয়েছেন। বড় একটা ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিল ইসাবেল। ওর মিথ্যেটা সহজেই ধরে ফেলা সম্ভব। এরপর আমার সংশ্লিষ্টতা বেরিয়ে আসা সময়ের ব্যাপার মাত্র। আর এভাবে রিচার্ড বিনস সম্পর্কে জানতেও দেরি হতো না ওদের।

এরপরের এক দু-মাস খুব দুশ্চিন্তায় কেটেছে আমার। কিন্তু ওরকম কিছুই ঘটেনি। আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ভুলে যাই আমি। হয়তো গোটা ব্যাপারটাই কোন ধরণের ভুল ছিল। আর এরপরেই বিয়ের কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবার কারণে বাবাকেও কিছু জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি।

আমার ল্যাপটপটা খুলে বাবার পাঠানো ইমেইলটাইয় ক্লিক করলাম।

৩:০০-৩:০৩–স্যুট পরা/দাঁত ব্রাশ/চুল আঁচড়ানো

তিন মিনিট? যদি বাথরুমে এর চেয়ে বেশি সময় লাগে আমার?

৩:০৩-৩:০৮–অতিথিদের সাথে হালকা আলাপচারিতা।

৩:০৮-৩:১৭–বিয়ের মূল পূর্ব।

৩:১৭-৩:২০–ছবি তোলা।

৩:২০-৩:২৩–শ্যাম্পেইন টোস্ট।

৩:২৩-৩:৩১–রাতের খাবার।

BanglaBook.org

৩:৩১-৩:৩৪–কেক কাটা।

৩:৩৪-৩:৩৯–বর-কণে নাচ (জন লেজেন্ড/অল অফ মি)

৩:৩৯-৩:৪৪–কণে-পিতা নাচ (স্টিভ ওয়ান্ডার/লাভলী)

৩:৪৪-৩:৫৮–সবার জন্যে উন্মুক্ত নাচ (ইনগ্রিডের প্লেলিস্ট দ্রষ্টব্য)

৩:৫৮-৪:০০–হেনরি আর ইনগ্রিডের একান্ত সময়

হেনরি আর ইনগ্রিডের একান্ত সময়?

দুই মিনিট?

হেসে ফেললাম।

এটা বাবার সংযুক্তি নাকি ইনগ্রিডের সেটা বুঝতে পারছি না।

এরপর পরীক্ষা করে দেখলাম ওয়েবক্যামটা ঠিকঠাক আছে কিনা। আগেরদিন একটা ভিডিও রেকর্ডিং প্রোগ্রাম ডাউনলোড করে রেখেছিলাম আমি। সেটা চালু করে ল্যাপটপটাকে স্লিপ মোডে দিয়ে রাখলাম।

তিনটা বেয়াল্লিশ বাজছে।

সিঁড়ির দিক থেকে হুটোপুটির আওয়াজ ভেসে আসলে সেদিকে তাকালাম।

তিন মাস্তান।

ল্যাসি, আর্চি আর মারডক।

তিনজনই টেবিলের ওপর উঠে পা ভাজ করে বসে পড়লো।

"কি চাই তোদের?" হেসে জিজ্ঞেস করলাম।

সবাই আমার দিকে তাকালো।

যেন সবার একসাথে তাকানোর ফলে ওদের কথা ফেলতে পারবো না আমি।

"ঠিক আছে।"

আমার অবিবাহিত জীবনের শেষ খাবারের অর্ধেকটা এখনও রয়ে গিয়েছে। তিনটা বাটি নিয়ে এসে ওগুলোতে ভাগ করে দিলাম ওটুকু।

তিনজনই লাফিয়ে পড়লো খাবারের ওপর।

খেয়াল করে দেখলাম ল্যাসি ওর প্লেটে ব্যাকনের ছোট্ট একটা টুকরা রেখে দিয়েছে। আর্চি মাথায় আলতো ছোঁয়া দিয়ে সেদিকে নির্দেশ করলো একবার। মুহূর্তের মধ্যে সেটুকু সাবাড় করে ফেলল আর্চি। ল্যাসি লাফিয়ে চলে আসলো আমার কোলে।

"খুব ভালো করেছিস।"

BanglaBook.org

মিয়াও।

"এই যে তোর ব্যাকন থেকে আর্চির জন্যে রেখে দিলি কিছুটা।"

মিয়াও।

"তাকিয়ে ছিল? বাচ্চারা ওরকম সবকিছুর দিকেই তাকিয়ে থাকে।"

আমরা দু-জনেই আর্চির দিকে তাকালাম। মারডক শুয়ে আছে আর তার লেজ দিয়ে খেলছে সে।

"ওকে কি শাস্তি দিবি ঠিক করেছিস?" ল্যাসিকে জিজ্ঞেস করলাম। "ঘড়িটা ভেঙে ফেলার জন্যে?"

মিয়াও।

"দু-দিন জাস্টিন টিম্বারলেকের গান শোনা বন্ধ ওর জন্যে? এটা আবার কেমন শাস্তি?"

মিয়াও।

"এটা তোর জন্যে সাক্ষাৎ দুঃস্বপ্ন? নিকোলাস কেইজের সাথে একটা জাহাজে বন্দি হয়ে পড়ে থাকার চেয়েও বড় দুঃস্বপ্ন?"

মিয়াও।

"আমি জানি তুই ভলডেমর্ট হিসেবে নিকোলাস কেইজকেই কল্পনা করিস।"

মিয়াও !

"আচ্ছা বাবা, ওনার নাম মুখে নেবো না আমি।"

কিছুক্ষণ পরে আমার দিকে তাকালো ও।

দুই থাবা আমার বুকের ওপর রেখে চোখজোড়া কুঁচকিয়ে তাকিয়ে আছে। এতটা গম্ভীর হতে দেখিনি আগে কখনও।

মিয়াও।

"তোর মতে বিয়ের অনুষ্ঠান বাতিল করে দেয়া উচিৎ আমার?"

মিয়াও।

"হ্যাঁ, এটা ভালোভাবেই জানি, ইনগ্রিডকে বিয়ে করার পর অন্য কোন মেয়ের দিকে তাকাতে পারবো না আমি।"

মিয়াও।

"কারণ কখনো প্রেমে পড়িসনি তুই।"

মিয়াও।

"ব্রেন্ডা?"

BanglaBook.org

মিয়াও।

"একটা গিনিপিগ? আসলেই?"

মিয়াও।

"যতবেশি দৌড়াতে পারে তত ভালো?"

মিয়াও।

"তোর বাল্যকালের প্রেমিকা?" হেসে বলে উঠলাম। "তাহলে ব্রেন্ডাকে খুঁজে পেলে বুঝতে পারবি ভালোবাসা কি জিনিস।"

আমার ফোনের অ্যালার্ম বেজে উঠলো এই সময়।

তিনটা পঞ্চাশ।

"এসব নিয়ে পরে কথা বলতে হবে আমাদের।"

ওকে নিচে নামিয়ে রেখে আমার ঘরে চলে গেলাম আমি। পরের পাঁচ মিনিট ধরে গোসল করলাম আর দাড়ি কামালাম।

আলমারি খুলে দেখলাম স্যুটটা ঠিক আছে কিনা।

তিনটা আটান্নয় বিছানায় উঠে পড়লাম।

আর্চি আর ল্যাসি দু-জনেই আমার বিছানায় উঠে দুপাশে এসে শুয়ে পড়ল।

ওরা জানে আজকের রাতটা আমার জন্যে বিশেষ কিছু।

অবিবাহিত জীবনের শেষ রাত।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২

গত কয়েকমাসের মধ্যে প্রথমবারের মত এক মিনিট আগে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম।

দুইটা উনষাট বাজছে এখন।

এটা নিশ্চয়ই একটা শুভ লক্ষণ।

উঠে বসে জানালার বাইরে তাকালাম। দুই ইঞ্চি তুষারের আস্তরণে ঢাকা পড়েছে সবকিছু। এখনও তুষার ঝরছে অঝোর ধারায়। বাবার বাসার সামনে পাচ-ছয়টা গাড়ি পার্ক করে রাখা আছে। বিশালাকায় ফোর্ড পিকআপটা নিশ্চয়ই ইসাবেলের স্বামীর।

হেসে উঠলাম আপনমনে।

তিন মিনিট লাগলো গায়ে স্যুট চাপিয়ে, জুতো আর বো টাই পরে ঠিক হতে।

দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে দাঁত ব্রাশ করে নিলাম। তেইশ ঘন্টা ঘুমোনোর পর মুখে যেরকম দুর্গন্ধ হয়, ইনগ্রিড হয়তো বিয়ের অনুষ্ঠানই বন্ধ করে দেবে।

সিঁড়ির কাছে গিয়ে নিচে তাকালাম।

বাবার লিভিংরুমটা চেনাই যাচ্ছে না এখন। ছোট ছোট উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে সবজায়গায়। এতে করে বিয়ে উপলক্ষে লাগানো ইনগ্রিডের পছন্দের বেগুনি ফুলগুলোর ঔজ্জ্বল্য বেড়ে গেছে আরও বহুগুণে। দুটো উঁচু টেবিল পাশাপাশি রাখা। একটা নানা রকম খাবারে ভর্তি আর অন্যটায় বিয়ের কেক শোভা পাচ্ছে। একটা সরু কার্পেট বারোটা চেয়ারকে পাশাপাশি আলাদা করে রেখেছে। সিঁড়ির উপরিভাগ থেকে নিচ পর্যন্ত আইভি লতা দিয়ে সাজানো। কিনারার দিকে একটা কিবোর্ড আর ট্রাইপডের ওপর একটা ভিডিও ক্যামেরা রাখা আছে।

এরপর উপস্থিত লোকজনের দিকে মনোযোগ দিলাম, বেশিরভাগের হাতেই ওয়াইনের গ্লাস। নিচে নামা শুরু করলে সবার দৃষ্টি আমার দিকে ঘুরে গেল। দুয়েকজন তালিও দিয়ে উঠলো।

বাবা ছুটে আসলেন আমার দিকে, "পাঁচ মিনিট সবার সাথে

BanglaBook.org

আলাপচারিতা। শুরু করে দাও,।" দারুণ দেখাচ্ছে তাকে। মানে, বিশ বছরের পুরনো স্যুট পরনে একজনকে যতটা সুন্দর দেখানো যায় আর কি।

"ঠিক আছে," মৃদু হেসে বললাম। "ইনগ্রিড কোথায়?"

"আমার ঘরে।"

"ওহ, ওর সাথে তো এখনও দেখা করা যাবে না আমার।"

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে আমাকে ইনগ্রিডের বাবা-মা আর বোনের দিকে ঠেলে দিলেন তিনি।

ওর বাবা আগে অ্যাথলেট ছিলেন, কিন্তু গত তিন যুগে চর্বি জমেছে গায়ে। মাথাভর্তি বাদামি চুল তার (বাবা এজন্যে একটু ঈর্ষান্বিত)। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "তৈরি তুমি?"

কাঁধ ঝাকিয়ে বললাম, "তৈরি না হলেই বা কি, সবাই এই ভোররাতে জড়ো হয়েছে এখানে। বিয়েটা করতেই হবে।"

আমার কৌতুকটা ধরতে পারলেন তিনি। হেসে উঠলেন সশব্দে।

এরপর ইনগ্রিডের বড় বোনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনগ্রিডের বাবার প্রথম পক্ষের সন্তান সে। ওর চেয়ে প্রায় বারো বছরের বড়। আমাকে একবার জড়িয়ে ধরে তিনি জানালেন, ইনগ্রিডের কাছে অনেক কিছু শুনেছেন আমার সম্পর্কে। জবাবে আমিও তাই বললাম, যদিও এর আগে মাত্র একবার তার সম্পর্কে আমার সাথে কথা বলেছে ইনগ্রিড। যদি আমার এক দিন মানে এক ঘন্টা না হতো তাহলে নিশ্চয়ই তার সম্পর্কে আসলেই অনেক কিছু জানতাম আমি। ইনগ্রিড আমার একঘন্টার একটা সেকেন্ডও অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে দিতে চায় না।

ইসাবেলের মা'র হাতে উল্টোপিঠে একবার চুমু খেয়ে বললাম তাকে বেগুনি ড্রেসটায় ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে। এরপর অন্যদের দিকে মনোযোগ দিলাম।

ইসাবেল আর ওর স্বামী।

হিল পরা অবস্থাতেও আমার চেয়ে দুই ইঞ্চি খাটো সে। বাদামি ড্রেসটাতে দারুণ লাগছে ওকে। নিচু হয়ে ওর কপালে একটা আলতো চুমু খেয়ে ধন্যবাদ জানালাম সবকিছুর জন্যে, বিশেষ করে লাসানিয়ার জন্যে। ও বললো চার প্লেট লাসানিয়া নিয়ে এসেছে, তিরিশ জন মানুষের জন্যেও যা বেশি হয়ে যাবে। এরপর পাশে দাঁড়ানো গোফওয়ালা লোকটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

BanglaBook.org

জর্জ।

আমাকে শক্ত করে একবার জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদ জানালো সে। ক্রিসমাসে ওদের পরিবারের জন্যে বিশেষ একটা উপহারের ব্যবস্থা করেছিলাম। ডিজনিল্যান্ডে দু-দিনের ভ্রমণ। দুটো ছোট বাচ্চা আছে ওদের।

"আর্চি কোথায়?" ইসাবেল জিজ্ঞেস করলো।

আমার অদ্ভুত রুটিন আর ইনগ্রিডের কাজের চাপের ফাঁকে আর্চির সাথে সবচেয়ে বেশি সময় কাটায় ইসাবেল।

আশেপাশে তাকিয়ে তিন মাস্তানকে খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না। মনে হয় বাবার ঘরে ইনগ্রিডকে সঙ্গ দিচ্ছে ওরা।

হাত নেড়ে আমাকে চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিল ইসাবেল। পরের দলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

সারি করে রাখা চেয়ারগুলোর একদম পেছনে বসে আছে একজন ভদ্রমহিলা আর একজন ভদ্রলোক। দু-জনের বয়সই সত্তুরের ওপর। খুব সহজেই তাদের দম্পতি বলে চালিয়ে দেয়া যাবে, কিন্তু আলাদা আলাদা এসেছেন তারা। ভদ্রলোক হচ্ছেন রবার্ট ইউলি, বাবার বন্ধু, ওনার সাথে আগে কখনো দেখা হয়নি আমার। চুল একদম সাদা হয়ে গিয়েছে তার। পরনের কালো আলখেল্লাটার কারণে একদম অর্ডেইন মিনিস্টারের মতনই লাগছে ওনাকে। কোলে থাকা বাইবেলটার ওপর একটা ওয়াইনের গ্লাস রেখে দিয়েছেন তিনি। আর ভদ্রমহিলার নাম বনি, বাবার বাসার উল্টোদিকের বাসায় থাকেন। নিজের আকারের চেয়ে দুই সাইজ ছোট একটা ড্রেস তার পরনে। ছোট থাকতে বাবা যখন কোন কাজে শহরের বাইরে যেতেন তখন আমার খেয়াল রাখতেন তিনি। সেই এক ঘন্টায় আমার জন্যে আগে থেকেই কিছু না কিছু পরিকল্পনা করে রাখতেন বনি। বোর্ড গেম আর বেকিং সবচেয়ে বেশি পছন্দ তার। ইমেইলে তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ হয় আমার।

তাদের সাথে আলাপ সেরে ইনগ্রিডের বয়সি তিনজন মেয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনজনই সোনালিচুলো আর একই ধরণের সবুজ ড্রেস পরে আছে। ইনগ্রিডের ব্রাইডসমেইড ওরা। শার্লট (মেইড অব অনর), রেবেকা আর মেগান। প্রত্যেকেই ওর হাইস্কুলের বন্ধু।

তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে এরকম উদ্ভট সময়ে এই অনুষ্ঠানে আসার জন্যে ধন্যবাদ জানালাম।

BanglaBook.org

এরপর আলেক্সান্দ্রিয়া পুলিশ ডিপার্টমেন্টের দু-জন অফিসার। তরুণ অফিসারের নাম বিলি টরেলি, ইনগ্রিডের নতুন পার্টনার। একটা জিন্সের প্যান্ট আর সবুজ পোলো শার্ট তার পরনে। দু'হাতে দুটো বিয়ার ধরা।

গত এক বছরে তার সাথে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে আমার। অমায়িক একটা ছেলে, আমার খুব পছন্দের।

"এভাবে ফর্মাল ড্রেসে আসার জন্যে ধন্যবাদ," বললাম তাকে।

"আরে," হেসে জবাব দিলো সে, "আমার আলমারিতে এর চেয়ে ভদ্র আর কিছু ছিলো না।"

"সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই," কাঁধ দিয়ে একটা ধাক্কা মেরে বললাম।

দু-জনেই হেসে উঠলাম আমরা।

বয়স্ক অফিসারের দিকে তাকালাম আমরা দু-জনেই। হালকা নীল রঙের একটা স্যুট তার পরনে।

"আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি আমি," তার বাড়িয়ে দেয়া হাত মিলিয়ে বললাম।

"আমিও," তিনি জবাব দিলেন।

"আসার জন্যে ধন্যবাদ।"

"কোনভাবেই এটা বাদ দেয়ার কথা চিন্তা করতে পারি না আমি।"

আমি জানি জেমস মার্শাল আর ইনগ্রিড কতটা ঘনিষ্ঠ। ডিপার্টমেন্টে যোগদানের পর ওর প্রথম পার্টনার ছিলেন তিনি। সে প্রায় বারো বছর আগের কথা।

"দুঃখিত, আপনার স্ত্রী আসতে পারলেন না।"

"হ্যাঁ, লিন্ডারও মন খারাপ না আসতে পেরে। আমার ছোট ছেলেটার কাল সকালে পরীক্ষা। তাই ওকে রেখে আসা সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে," এরপর হাতের আইফোনটা দেখিইয়ে বললেন, "ও আমাকে বিশ মিনিট ধরে শিখিয়েছে কিভাবে এটাতে ভিডিও করতে হয়। কোন গড়বড় করে ফেললে বিপদে পড়তে হবে আমাকে।"

হেসে আর কিছুক্ষণ ওদের সাথে গল্প করলাম।

এসময় মূল দরজায় কারো কড়া নাড়ার আওয়াজ ভেসে এলে সবার দৃষ্টি ওদিকে ঘুরে গেলো।

আর কেউ আসবে বলে জানতাম না। বাবা দরজার দিকে গেলে

BanglaBook.org

কৌতুহলি দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকলাম।

যারা ভেতরে ঢুকলেন তাদের দেখে পুরো ঘরে একটা উত্তেজনার আমেজ বয়ে গেল। এরপরেই পিন পতন নীরবতা।

প্রতিদিন তো আর আমেরিকাকার প্রেসিডেন্টকে সচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয় না।

3:46 am

পেছন থেকে গুঞ্জন ভেসে এলো।

প্রেসিডেন্ট এসেছেন!

সামনাসামনি আরও সুন্দর দেখা যায় তাকে।

কত লম্বা তিনি !

হেনরি আর ইনগ্রিডের সাথে কিভাবে পরিচয় তার?

পাশের লোকটা কে?

আমি তো ভেবেছিলাম তিনি এখন ক্যাম্পেইনের কাজে ফ্লোরিডায়।

কনর সুলিভান আর রেড–প্রেসিডেন্টের সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইলের প্রধান–দু-জনের গায়েই হালকা তুষারের আস্তরণ।

ছয় ফিট পাঁচ ইঞ্চির কনর সুলিভান ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লম্বা প্রেসিডেন্ট। রেড তার চেয়ে পাঁচ ইঞ্চি খাটো। কিন্তু তার দেহের গড়ন প্রেসিডেন্টের চেয়ে ভালো। পরনের গাঢ় নীল রঙের স্যুটটা সত্ত্বেও তাকে দেখতে একদম আদর্শ বডিগার্ডের মত লাগছে।

বাবা তাদের বড় কোটগুলো হাতে নিয়ে ভেতরে আসার অনুরোধ করলেন।

বাবার সাথে আগেও বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে ওনাদের। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজ বাসায় প্রেসিডেন্টের উপস্থিতি অন্যরকম একটা ব্যাপার। মুখে চওড়া হাসি লেগে আছে তার।

আমি নিজেও অবাক হয়ে গেছি।

আমি আর ইনগ্রিড হোয়াইট হাউজের ঠিকানায় একটা বিয়ের কার্ড পাঠিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু এক সেকেন্ডের জন্যেও এটা আমাদের মাথায় আসেনি যে তিনি আসলেই আসবেন। সামনেই আবার নির্বাচন। খুব গুরত্বপূর্ণ সময় তার জন্যে।

কিন্তু এসেছে তিনি।

BanglaBook.org

এরকম একটা দেশ চালাতে হলে রাতের ঘুম হারাম হবেই। প্রায়ই আমাকে ফোন করতেন তিনি। আমাদের মধ্যে সর্বশেষ কথা হয়েছে তিন সপ্তাহ আগে। সুপার বোউলের দু-দিন আগে। প্যান্থারদের পক্ষে ছিলেন তিনি আর আমি ব্রঙ্কসদের।

এক বোতল টাকিলার বাজি ধরেছিলাম আমরা।

হেরে গিয়েছিলেন তিনি।

দু-দিন পর একটা প্যাকেজ আসে আমার বাসায়।

সবচেয়ে দুর্লভ ধরণের টাকিলার একটা বোতল। স্বয়ং মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ওটা উপহার দিয়েছিলেন তাকে।

তবে আমাদের মধ্যকার সম্পর্কটা সবসময়ই যে এরকম বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল তা নয়।

আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ দু'বছর আগে। আমার বাসার উল্টোদিকে একটা মহিলাকে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তাকে। ঘটনাক্রমে আমিও সেই তদন্তে জড়িয়ে পড়ি আর ইনগ্রিডের সাথে তখনই প্রথম দেখা হয় আমার। শেষ পর্যন্ত আমি প্রমাণ করতে সক্ষম হই, প্রসিডেন্ট আসলেই নির্দোষ। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার ব্যক্তিগত ফোন নম্বর আমাকে দেন তিনি।

দ্রুত একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমাদের মাঝে। রেডকে নিয়ে আমার আর বাবার সাথে বেশ কয়েকবার পোকার খেলতেও এসেছিলেন তিনি। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই সিআইএ'র একটা ব্ল্যাক সাইট আমেরিকাতে খোলা হয়েছে শুনে সেটার অবস্থান বের করার কাজে আমাকে আর ইনগ্রিডকে ব্যবহার করেন তিনি। ফলাফল স্বরূপ ওয়াটার বোর্ডিংয়ের মত অবর্ণনীয় নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় আমাকে। অবশ্য তার প্রায়শ্চিত্ত তিনি করেছিলেন আমার মা'র সম্পর্কে সিআইএ'র অতি গোপন একটা ফাইল দিয়ে। এরপরে আরও বড় ঘটনায় জড়িয়ে যাই আমি। মিথ্যাচার, গোপন এক্সপেরিমেন্ট, খুন–কি ছিল না সেটাতে। শেষ পর্যন্ত জানতে পারি সুলিভানের বাবার সাথে সম্পর্ক ছিল আমার মা'র। এক পর্যায়ে তো এমনটাও মনে হচ্ছিল যে, প্রেসিডেন্ট আমার সৎ ভাই। যাই হোক, প্রায় দু'মাস সময় লাগে আমার সেই ঝামেলা থেকে বের হতে, যার মধ্যে সেই বিশেষ সিদ্ধান্তটাও ছিল।

কিন্তু এখনও সুলিভানের দিকে তাকালে আমার মা'র কথা মনে হয়।

BanglaBook.org

স্যালি বিনস ওরফে এলেনা জানেভ। আমার ছয় বছর বয়স থাকাকালীন আমাকে আর বাবাকে রেখে চলে যান তিনি। তার ব্যাপারটা এখনও রহস্য আমার কাছে। এমন একটা উপন্যাস যার শেষ পাতাগুলো ছিড়ে ফেলা হয়েছে। গত আট মাস আগে এটা জানতে পারি, নিজের ওপরই এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছিলেন তিনি, যখন আমি তার পেটে ছিলাম। তার কারণেই এই রাত তিনটায় বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হচ্ছে আমাকে।

তার চেয়েও খারাপ লেগেছিলো এটা জানতে পেরে যে আমার মা একজন খুনি। ষোল বছর বয়সি এক তরুণীকে খুন করেন তিনি।

লম্বা করে দু-বার শ্বাস নেবার পর মা'র কথা মাথা থেকে সরাতে পারলাম। আমার জীবনের অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছেন তিনি কিন্তু আজকের দিনের একটা সেকেন্ডও কেড়ে নিতেন পারবেন না।

তাদের দু-জনের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। "দেখো তো কে এসেছে!" অবাক হবার সুরে বললাম।

রেড আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "আপনাকে ভালো লাগছে দেখতে।"

রেড আর প্রেসিডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু। খুব কম কথা বলেন তিনি। কিন্তু মাঝে মাঝে এক লাইনের এমন সব কৌতুক বলে ওঠেন যে, সবাই হাসতে বাধ্য। তার প্রতি আলাদা একটা টানের কারণ দু'বছর আগে আমার জীবন বাঁচিয়েছিলেন তিনি।

"আমি ভেবেছিলাম আসতে পারবেন না আপনারা।"

হাত দিয়ে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন সুলিভান, "ক্যাম্পেইন থেকে কিছুক্ষণের জন্যে একটু দূরে থাকা প্রয়োজন আমার।"

"বাচ্চাদের কপালে চুমু দিতে দিতে ক্লান্ত?"

"তেল মারতে মারতে ক্লান্ত।"

"জানতাম।" এরপর জিজ্ঞেস করলাম, "বের হতে কোন সমস্যা হয়নি তো?"

রেড আর প্রেসিডেন্ট দু-জনেই হেসে দিলেন। যদিও কোনদিন খুলে কিছু বলেননি তারা তবে এটুকু জানি যে একটা গোপন লিফট আর সুড়ঙ্গপথ ব্যবহৃত হয় এ কাজে।

"ফার্স্ট লেডি জানেন, আপনি এখানে?"

BanglaBook.org

"কিমের ঘুম খুব গাঢ়। তার কিছু জানার আগেই আবার কম্বলের তলায় ঢুকে যাবো আমি।"

সবাই হেসে উঠলাম কথাটা শুনে।

"সবকিছু কেমন চলছে?" ২০১৬ সালের আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

সুলিভান হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, "খুব একটা সুবিধের না।"

সেটা জানতাম আমি আগে থেকেই। বেকারত্বের হার আর বেশি ট্যাক্সের কারণে একটু চাপের মুখে আছেন তিনি। কিন্তু মনে মনে আশা করছি তিনিই জিতবেন শেষ পর্যন্ত।

"অন্তত আমার ভোট পাচ্ছেন আপনি," হেসে বললাম আমি।

"ধন্যবাদ," আমার ঘাড়ে একটা চাপড় দিয়ে বললেন তিনি। এরপর যোগ করলেন, "আমার পাঠানো টাকিলার বোতলটা পেয়েছিলেন তো? কিছুটা আছে নাকি এখনও? ছোট এক গ্লাস টাকিলা মন্দ হতো না এখন।"

"ওটা ধরিওনি আমি," এই বলে পেছনের টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করলাম। ওখানে বরফের ভেতর রাখা হয়েছে ওটা। "বিশেষ মুহূর্তের জন্যে বাঁচিয়ে রাখছিলাম।"

তিনজন সেদিকে এগিয়ে গেলাম আমরা। ছোট তিন গ্লাস ভর্তি করে নিলাম।

"আমার লাগবে না," রেড বললো, "ফেরার পথে খুব খারাপ রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে হবে আমাকে।"

"আরে চিন্তা করো না তো তুমি," সুলিভান তার হাতে গ্লাসটা তুলে দিয়ে বললেন। "রেঞ্জ রোভারটা তো সেজন্যেই নিয়ে এসেছি আমরা।"

গ্লাসটা নিল রেড।

"হেনরি আর ইনগ্রিডের উদ্দেশ্যে," সুলিভান বললেন।

গ্লাসগুলো একবার উঁচু করে ধরে চুমুক দিলাম আমরা।

দারুণ স্বাদ টাকিলাটার।

কিছুক্ষণ পরে বাবা বলে উঠলেন জোরে, "অনুষ্ঠান শুরু করা যাক তাহলে।"

ইনগ্রিডের তিন বান্ধবি আর ওর বাবা উপরে বাবার ঘরের দিকে চলে গেলেন। বাকি সবাই যে যার চেয়ারে বসে পড়লেন তাড়াতাড়ি। বাবা

BanglaBook.org

আমাকে ইশারায় মিনিস্টার রবার্টের পাশে দাঁড়াতে বললে তার আদেশ পালন করলাম আমি। এরপর বনির দিকে ইশারা করা হলে কিবোর্ডটা ধীর লয়ে বাজাতে শুরু করলেন তিনি।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে সিঁড়ির ওপর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি।

এর আগে কখনো কোন বিয়ের অনুষ্ঠানে যাইনি আমি। কিন্তু গত মাসে *ওয়েডিং ক্র্যাশার* আর *টোয়েন্টি সেভেন ড্রেসেস* নামে দুটো সিনেমা দেখেছি। তাই জানি কি হতে চলেছে।

অন্তত সেটাই ধারণা ছিল আমার।

প্রথমে রেবেকা আর বিলিকে দেখা গেলো সিঁড়ির ওপরে। ওরা দু-জন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় সবাই দেখতে লাগলো সেদিকে। নিচে এসে আলাদা হয়ে দু-দিকে চলে আসলো তারা। বিলি এসে দাঁড়ালো আমার পাশে।

হেসে আমার উদ্দেশ্যে বলল, "আরও একজন বাড়তি গ্রুমস ম্যানের দরকার ছিল ওদের।"

"আমাদের দলে স্বাগতম," হেসে জবাব দিলাম।

এরপরের পালা মেগান আর আমার আরেক গ্রুমস ম্যানের।

মারডক।

ওকেও একটা স্যুট পরানো হয়েছে।

আমি বাবার দিকে তাকালে হেসে বনির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। কিবোর্ড বাদকের পাশাপাশি দারুণ একজন দর্জি তিনি।

সবাই হেসে উঠলো।

বেশ ভালোভাবেই মেগানের সাথে নিচে নেমে আসলো মারডক।

মেগান রেবেকার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো আর মারডক চলে আসলো বিলির পাশে।

"ভালো দেখাচ্ছে তোকে," বললাম আমি। খুশিতে জিহ্বা বের হয়ে গেল তার।

এরপর কে আসবে আপনারা ধরতেই পারছেন। শার্লট আর ল্যাসি।

তবে স্যুট পরিহিত অবস্থায় ল্যাসির মেজাজ মারডকের মত সুবিধের মনে হচ্ছে না। বাবাকে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে অদূর ভবিষ্যতে।

ল্যাসি যখন আমার পাশে এসে দাঁড়ালো, নিচু হয়ে ওর বো টাইটা ঠিক

BanglaBook.org

করে দিলাম আমি। "কিভাবে নিজের সাথে এমনটা হতে দিলি তুই?"

মিয়াও।

"দশটা চকলেট? আমার মনে হয় আরও বেশি চাওয়া উচিৎ ছিল তোর।"

আমার সাথে একমত পোষণ করলো ও।

এরপরে সবার আদর মিশ্রিত বিস্ময় ধ্বনি শুনে তাকালাম সিঁড়ির দিকে।

গুটি গুটি পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছে আর্চি। পরনে ছোট্ট একটা সাদা কালো স্যুট।

ওর পিঠে একটা বালিশ বাঁধা আছে। যার ভেতর রাখা দুটো আঙটি।

আমাদের আঙটিবাহক ও।

আমার নিজের মুখ দিয়েও অন্যদের মতো আওয়াজ বের হয়ে গেল।

সিঁড়ির একদম নিচের ধাপে এসে বসে পড়লো ও। বড় বড় সবুজ চোখে তাকিয়ে আছে সবার দিকে। কাঁপছে অল্প অল্প।

বেশি দায়িত্ব হয়ে গিয়েছে বাচ্চা বেড়ালটার জন্যে।

বিশ সেকেন্ড ধরে সবার উৎসাহ দেবার পরেও যখন নড়লো না সে, ইসাবেল গিয়ে কোলে তুলে নিলো ওকে। এরপর আবার নিজের সিটে গিয়ে বসলো। প্রয়োজনের সময় আঙটি খুলে দিবে।

অবশেষে সেই সময়।

বড় করে একটা শ্বাস নিলাম।

আমি তৈরি এ মুহূর্তের জন্যে।

কিন্তু তখনই ইনগ্রিডকে চোখে পড়লো আমার। সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে ওর বাবার বাহু ধরে।

একটু টমবয় স্বভাবের আর হোমিসাইড ডিটেক্টিভ হবার কারণে নিজের চেহারার দিকে মনোযোগ দেবার সময় পায় না ও। খুব কমই মেক-আপ দেয়া অবস্থা ওকে দেখেছি আমি। তার প্রয়োজনও নেই অবশ্য। এমনিতেই অনেক সুন্দরি ও, আমার চোখে পুরো পৃথিবীর সেরা। কিন্তু আজকে অপ্সরির মতো লাগছে ওকে। বাদামি চুলগুলো খোপা করে রাখা হয়েছে, সেখানে দুটো সাদা ফুল গোঁজা। নিচু কাটের ড্রেসে গলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সাদা রঙের বিয়ের পোশাকে মনে হচ্ছে স্বয়ং দেবি ভেনাস নেমে এসেছেন মর্ত্যে।

BanglaBook.org

হা হয়ে গেলাম আমি।

আস্তে আস্তে ওর বাবার হাত ধরে নেমে আসছে ইনগ্রিড। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে সবাই।

বাবার চোখে পানি টলমল করছে। আমারো একই অবস্থা।

আমার জীবনের প্রতিটা সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ। আর আমি চেষ্টা করবো আগামি বিশ সেকেন্ড যাতে চিরদিন মনে থাকে আমার। ওর প্রতিটা পদক্ষেপ আর আমার দিকে লাজুক চাহনি মাথায় গেঁথে নিলাম।

মুখে মিষ্টি একটা হাসি লেগে আছে ওর। একটু লজ্জা পাচ্ছে এরকম জাঁকজমক দেখে।

ওর বাবা কপালে একটা চুমু খেয়ে ওর মা'র পাশে গিয়ে বসে পড়লো।

"কি খবর?" আমার কাছে এসে মৃদু স্বরে বললো ও। আমাদের প্রতিদিনের আলাপচারিতা শুরু হয় এভাবেই।

আমি হেসে উঠলাম।

"অপূর্ব লাগছে তোমাকে," বললাম আমি।

"জানি," ও বললো।

সবাই হেসে উঠলো এটা শুনে।

মিনিস্টার রবার্ট এসময় শব্দ করে গলা পরিস্কার করলেন একবার। একটা শিডিউল মানতে হচ্ছে আমাদেরকে।

শক্ত করে ওর হাতটা মুঠোয় পুরলাম আমি।

আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত এটা।

"আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি," মিনিস্টার রবার্ট শুরু করলেন।

সাত মিনিট পরে আমাকে আর ইনগ্রিডকে স্বামী স্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হলো।

3:46 AM

চোখ খুলেই পাশে তাকালাম আমি। উদ্দেশ্য "শুভ সকাল মিসেস বিনস" বলা।

কিন্তু সেখানে কাউকে দেখতে পেলাম না।

বিয়ের পরের দু'দিন তো ছুটি নেবার কথা ছিল ওর। কিন্তু হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের কথা আগে থেকে কিছু বলা যায় না।

ফোনের দিকে তাকিয়ে কোন মেসেজ দেখতে পেলাম না।

BanglaBook.org

জানালার কাছে গিয়ে পর্দা ফাঁকা করে তাকালাম। চমকে উঠলাম সাথে সাথে। এত তুষার আগে কখনো দেখিনি আমি।

প্রায় চার ফুট উঁচু তুষারের আস্তরণ। আর ঘরবাড়ির পাশে নিচু জায়গাতে প্রায় ছ'ফুট। এখনও তুষারপাত হচ্ছেই। বাবার বাসার সামনের রাস্তায় উঁচু উঁচু কতগুলো ঢিবি। অতিথিদের গাড়ি।

তারা এখনও আছেন?

এজন্যেই ইনগ্রিড নেই এখানে।

মনে হয় কাউচে ঘুমাচ্ছে সে।

সবারই কি একই অবস্থা নাকি?

বাথরুমে গিয়ে জানালার দিকে তাকালাম। তেইশ ঘন্টার ঘুমের পরেও চোখের নিচটা ফুলে আছে।

রিসেপশন অনুষ্ঠানের জন্যে বরাদ্দ ছিল চল্লিশ মিনিট। সে সময়ের মধ্যেই দু'গ্লাস শ্যাম্পেইন, এক গ্লাস রেড ওয়াইন আর বিলির সাথে এক ক্যান বিয়ার সাবাড় করেছিলাম আমি।

আর নাচ তো ছিলোই।

মাত্র বারো মিনিটের জন্যে হলেও ইনগ্রিড জনপ্রিয় সব বিয়ের গান দিয়ে প্লেলিস্টটা বানিয়েছিল। আমার পিঠের আর পায়ের পেশিগুলো এখনও ব্যথা করছে। আমি জানতামই না ওরকম জায়গায় পেশির উপস্থিতি থাকতে পারে।

বোধহয় নাচতে নাচতে ওরকম চড়কির মত ঘোরার কারণে ব্যথা করছে এখন।

ইনগ্রিড আর আমার একান্ত সময় বলতে অবশ্য কিছু ছিল না।

সেটার সুযোগই পাইনি আমরা।

কোনমতে একদম শেষ মুহূর্তে বিছানায় উঠে পড়ি আমি। তখনও মাইকেল জ্যাকসনের *বিলি জিন* গানের তালে তালে নাচছিলাম আমি। হাত ধরে আমাকে এখানে নিয়ে আসে ইনগ্রিড।

তাড়াতাড়ি দাঁত ব্রাশ করে নিলাম। আমি চাই না বিয়ের প্রথম দিনেই ইনগ্রিডের কাছ থেকে কথা শুনতে হোক। এরপর একটা ট্রাউজার আর টি-শার্ট পরে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম।

বাবার ঘরের কাছে গিয়ে থেমে গেলাম।

ঘরটা খালি।

BanglaBook.org

কেউ নেই।

কোন কুকুর নেই।

কোন বিড়ালও নেই।

অদ্ভুত।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলাম।

লিভিংরুমটাকে কাল যেরকম দেখেছিলাম সেরকমই দেখতে পেলাম। চেয়ারগুলো ভাঁজ করে রাখা হয়েছে নাচের জায়গা করার জন্যে। কোণায় আধ খাওয়া কেক পড়ে আছে।

আমার ধারণা ছিল বাবা হয়তো এতক্ষণে সবকিছু পরিস্কার করে ফেলেছেন।

কোথায় গেল সবাই?

নিশ্চয়ই তুষার ঝড়ের কারণে এমনটা হয়েছে।

সবাই হয়তো উল্টোদিকে বনির বাসায় এখন।

আবারো নামতে লাগলাম সিঁড়ি বেয়ে, কিন্তু থেমে গেলাম।

"এ কি–" বিড়বিড় করে উঠলাম।

দু-জন পড়ে আছে মেঝেতে।

ক্যাপ্টেন জেমস মার্শাল আর রেড।

দু-জনের দেহই রক্তাক্ত। দু-জনেই মৃত।

3:46 AM

মাথা খারাপের মত হয়ে গেল আমার।

"ইনগ্রিড?"

"বাবা?"

"ল্যাসি?"

"মারডক?"

কেউ নেই।

হচ্ছেটা কি?

দৌড়ে আমার ঘরে ফেরত চলে গেলাম আমরা। ইনগ্রিডের নম্বরে ফোন দিলাম। কিন্তু উত্তর আসলো না। বিলিকে ফোন দিলাম। একই অবস্থা।

সদর দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিলাম।

কোমর সমান উঁচু তুষার বাইরে। কারো পায়ের ছাপও দেখতে পেলাম

BanglaBook.org

না। ভাবলাম দৌড়ে গিয়ে বনির বাসায় দেখে আসি। কিন্তু সামনের তুষারে এক পা এগোতেই পাঁচ মিনিট লাগবে আমার।

ইনগ্রিডের নম্বরে আবার ফোন করলাম।

এবার ভয়েস মেইলে চলে গেল কল।

"ইনগ্রিড, কি হচ্ছে এসব? তোমাদের ক্যাপ্টেন আর রেডের লাশ পড়ে আছে এখানে। কাউকে পাচ্ছি না। তাড়াতাড়ি আমাকে ফোন দা–" এরপরেই বুঝলাম কোন লাভই হবে না এতে। দ্রুত কেটে দিলাম ফোন।

পারলে আমাকে অবশ্যই ফোন দিতো ও।

হঠাৎ আমার কানে আসলো শব্দটা।

মৃদু গোঙানি।

লন্ড্রি রুমে দৌড়ে গিয়ে আশেপাশে তাকালাম।

একটা ছোট্ট মাথা উঁকি দিল কাপড়ের জঞ্জালের ফাঁক থেকে।

আর্চি।

এখনও ছোট্ট স্যুটটা পরনে ওর।

কাঁপছে ও।

"কিচ্ছু হয়নি...সব ঠিক হয়ে যাবে," ওকে বললাম আমি ।

তবুও গোঙানি থামলো না ওর। মনে হল, ওকে নিচে নামিয়ে রাখার অনুরোধ করছে।

সেটাই করলাম।

ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে গিয়ে দরজায় আঁচড়ানো শুরু করলো ও।

বেজমেন্টের দরজা।

সেখানে দেখার কথা মাথাতে আসেনি আমার। বাবার সব জঞ্জালের কারণে অন্য কোন কিছুর জায়গা নেই ওখানে।

দরজা খুলে বাতি জ্বালিয়ে দিলাম। বাবার বাতিল শখের জিনিসপত্র।

এসময় গুঞ্জনের আওয়াজ কানে আসলো আমার।

বয়লার ঘর।

সেটাই!

বেজমেন্টের একদম শেষ কিনারায় চলে আসলাম। এক টানে খুলে ফেললাম বয়লারের দরজা।

একটা গুমোট গন্ধ ধাক্কা দিল আমার নাকে।

চোখ বড় বড় হয়ে গেলো।

BanglaBook.org

চল্লিশ ফুট বাই চল্লিশ ফুট জায়গায় ঠেসে ঢোকানো হয়েছে বিয়ের সব অতিথিকে। মারডক আর ল্যাসিও আছে ওখানে। ইনগ্রিডকে খুঁজে পেলাম, এখনও বিয়ের ড্রেসে ইসাবেল আর মিনিস্টার রবার্টের ওপর সে। অন্য সবার মতনই তার হাতও পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে। পা-ও বেধে রাখা হয়েছে দড়ি দিয়ে। মুখে ডাক্ট টেপ।

আমার স্ত্রীর কাছে ছুটে গিয়ে দ্রুত ওর মুখ থেকে টেপ খুলে নিলাম।

লম্বা করে একটা শ্বাস নিল ও, একবার কেশে উঠলো, এরপর বললো, "তাকে নিয়ে গেছে ওরা।"

"কাকে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। কিন্তু উত্তরটা কি হতে যাচ্ছে সাথে সাথে বুঝে গেলাম আমি।

প্রেসিডেন্টকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

দড়িগুলো কাটার মত কিছু খুঁজে পেতে তিরিশ সেকেন্ডের মত সময় লাগলো আমার। একটা বক্স কাটার নিয়ে এসে ইনগ্রিডের পা আর হাতের বাঁধন কেটে ফেললাম। এরপর হাত ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো ও। দীর্ঘ সময় এভাবে বেকায়দা অবস্থানে থাকার জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না। বাধ্য হয়ে দেয়ালে হেলান দিতে হলো ওকে।

"বিলিকেও নিয়ে গেছে ওরা," একটু ধাতস্থ হয়ে বললো সে।

"বলো কি!"

আমার জানতে ইচ্ছে করছে কারা ধরে নিয়ে গেছে ওকে, কিন্তু প্রশ্নটা করলাম না এখন। তার জন্যে সামনে অনেক সময় পাওয়া যাবে।

"তোমার ফোনটা দাও আমাকে," ব্যথার মাঝেই আস্তে আস্তে আমার উদ্দেশ্যে বললো ও।

আমার ফোনটা ওকে দিয়ে দ্রুত ও পরেরজনের কাছে চলে গেলাম।

ইসাবেল।

টেপটা তুলে ফেললাম ওর মুখ থেকে, "গ্রাসিয়াস আ'দিওস," স্প্যানিশে বলে উঠলো সে।

ওর বাঁধনও কেটে ফেললাম আমি, এরপর চেষ্টা করলাম দাঁড়াতে সাহায্য করতে। কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না। ইনগ্রিডের চেয়ে খারাপ অবস্থা ওর। এখানকার এগারোজন মানুষই নিশ্চয়ই চেষ্টা করেছিলো বন্দি থাকা অবস্থায় রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে, কিন্তু সেটার জন্যে পর্যাপ্ত জায়গা নেই এখানে।

এরপর মিনিস্টার রবার্টের বাঁধন খুলে দিলাম, তারপর একজন ব্রাইডসমেইড–মেগান বোধহয়। এদের দু-জনের পর বাবার কাছে আসলাম।

বাবার সাইনাসের সমস্যা আছে। তিনি যখন নাক ডাকেন তখন মনে হয় যেন বুলডোজার চালাচ্ছে কেউ। শুধু নাক দিয়ে গত তেইশ ঘন্টা যাবত নিঃশ্বাস নিতে হয়েছে তাকে, একটা সরু স্ট্র দিয়ে শ্বাস নেবার সমান ওটা।

BanglaBook.org

তার মুখের টেপটা খুলে ফেলার সাথে সাথে হা করে শ্বাস নিতে শুরু করলেন।

তার চশমাটা ঠেলে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলাম।

জোর করে একবার হাসার চেষ্টা করলেন তিনি, চোখের কোণে পানি চিকচিক করছে। বেশি আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছেন।

"আমি ঠিক আছি," এই বলে তার হাত আর পায়ের বাঁধন খুলে দিলাম।

তার হাতে বক্স কাটারটা দিয়ে বললাম অন্যদের সাহায্য করতে, নিজের জন্যে অন্য কিছু খুঁজতে লাগলাম।

"ড্রয়ারে কেঁচি আছি দেখো," বললেন তিনি।

দৌড়ে গিয়ে কেঁচিটা খুঁজে বের করলাম। বেজমেন্টে ফেরত আসার পথে রান্নাঘরে ফ্রিজটার কাছে চলে গেলাম। চব্বিশ ঘন্টা পানি না খেয়ে থাকলে কেউ হয়তো মারা যায় না তবে ভীষণ কষ্ট হয়। যতগুলো সম্ভব ঠাণ্ডা পানির বোতল নিয়ে নিলাম।

ফিরে দেখি ইনগ্রিড তখনও ফোনে কথা বলছে। ওকে এক বোতল পানি দিলাম। কানে ফোনটা ধরে রেখেই বোতলটা সাবাড় করে ফেললো ও। বোতলটা পাশে ফেলে দিয়ে বিয়ের পোশাক দেখিয়ে বললো, "এটা থেকে বেরুতে হবে আমার।"

আমাকে একবার শক্ত করে জড়িয়ে ধরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল ও। এখনও খোড়াচ্ছে একটু একটু।

বাবা ইনগ্রিডের মা-বাবার বাঁধন খুলে ফেলেছেন এতক্ষণে। এখন বনিকে মুক্ত করছেন। তাদের দু-জনের হাতেই দু'বোতল পানি ধরিয়ে দিলাম। এরপর হাঁটু গেঁড়ে বসে বাবাকে সাহায্য করা শুরু করলাম। রেবেকার পায়ের বাঁধনগুলো ছিড়ে ফেললাম মুহূর্তেই। লাল হয়ে গিয়েছে মেয়েটার চেহারা।

বাবা এখন অন্যদের উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছেন। বাকি তিন বন্দিকে মুক্ত করার দায়িত্ব আমার।

জর্জ, মারডক আর ল্যাসি।

জর্জের মুখ থেকে টেপটা খুলে ফেললাম।

"ওদের মুক্ত করুন আগে," বললেন তিনি।

"ঠিক আছে," তার মানবিক বোধ নাড়া দিয়ে গেল আমাকে।

BanglaBook.org

মারডক আর ল্যাসির দিকে তাকালাম।

মারডকের মুখের চারপাশটা কয়েকবার টেপ পেঁচিয়ে বাঁধা হয়েছে। আর ওর চার পা একসাথে বাঁধা হয়েছে দড়ি দিয়ে। ল্যাসিকে অবশ্য বড় হুমকি মনে করেনি হামলাকারিরা। একটা দড়ি দিয়ে মারডকের পেছনের পায়ের সাথে বাঁধা হয়েছে ওকে। দড়িটা গিয়েছে ওর গলার কাছ দিয়ে।

দড়িটা কেটে ল্যাসিকে তুলে নিলাম।

মিয়াও।

"ঠিক আছে ও। লন্ড্রি ঘরে লুকিয়ে ছিল।"

দ্রুত একবার আমা নাক চেটে দিল ও। ওকে নিচে নামিয়ে রাখার সাথে সাথে আর্চির খোঁজে চলে গেলো।

এরপর সাবধানে মারডকের নাকের চারপাশ থেকে টেপ খুলতে লাগলাম। একেবারের শেষ প্যাঁচটা খোলার সময় বেচারার ব্যথা লাগবেই, যত আস্তেই খুলি না কেন।

"আস্তে আস্তে ব্যান্ডেজ খোলার মত করে এটা খুলবো আমি, ঠিক আছে?"

টান দিয়ে খুলে ফেললাম বাকি টেপটুকু। গুঙিয়ে উঠলো মারডক। তবে খুব দ্রুত নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে আমার মুখ চেটে দিল একবার। ওর পায়ের বাঁধন খুলে ফেললাম এই ফাঁকে।

সবার শেষে জর্জকে মুক্ত করলাম।

তিনটা চোদ্দ বাজছে এখন।

3:46 am

বনিকে কোলে নিয়ে ওপরে ওঠার সময় ইনগ্রিডের গলার আওয়াজ কানে আসলো, "এটা একটা ক্রাইম-সিন। কেউ কিছু ধরবেন না আর খুব সাবধানে পা ফেলবেন।"

"সবদিকে দেখি চারফুট তুষার জমে গেছে। আমি বাসায় কিভাবে যাবো?" মিনিস্টার রবার্টের স্বর শুনতে পেলাম।

"অল্প সময়েই পুলিশের লোকজন এসে পড়বে," ইনগ্রিড বললো।

"স্নো প্লোয়ার ছাড়া এই অবস্থায় কোথাও যাওয়া অসম্ভব," বাবা বললেন, "গত তিরিশ বছরে এমন তুষারপাত হতে দেখিনি আমি।"

"আমরা কোথায় যাবো এখন?" ইনগ্রিডের বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

BanglaBook.org

বনিকে নিয়ে আমি সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে গিয়েছি। আমার কানের মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন তিনি, "সবাই আমার বাসায় আসতে পারে।" একটু থেমে আবার বললেন, "মনোপোলি আছে ওখানে।"

অন্য সময় হলে হেসে ফেলতাম কিন্তু এখন সে শক্তিটুকুও নেই। বনিকে দেয়ালের পাশে রাখা একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলাম।

সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এক হাতে পানির বোতল আরেক হাতে এনার্জি বার। চব্বিশ ঘন্টা পর পানি আর ক্যালোরি পেয়ে একটু একটু করে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে।

ইচ্ছে করে গলা পরিস্কার করলাম দু-বার।

সবার মনোযোগ আমার দিকে ঘুরে গেলো। বললাম, "যেমনটা ইনগ্রিড বললো, এটা একটা ক্রাইম-সিন, এখানে থাকা চলবে না আমাদের আর তুষারঝড়ের কারণে বেশি দূরে কোথাও যাওয়াও যাবে না," এটুকু বলে বনির দিকে ইঙ্গিত করে দেখালাম, "মিস বনি প্রস্তাব দিয়েছেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত তার বাসায় গিয়ে থাকতে পারি আমরা।"

ইনগ্রিডের দিকে তাকালাম।

মাথা নেড়ে সায় দিলো ও।

বাবার দিকে ঘুরে বললাম, "অবশিষ্ট যা লাসানিয়া আছে একটা বক্সে নিয়ে নিন। সাথে অন্য খাবার যা আছে সেগুলোও প্যাক করে ফেলুন। কে জানে কতদিন লাগবে এই ঝামেলা মিটতে।"

মাথা নেড়ে কাজে লেগে পড়লেন তিনি।

সবার দিকে তাকিয়ে বললাম, "বনির বাসা উল্টোপাশের রাস্তাটাতেই। জর্জ, আমি আর ডন গিয়ে বরফ পরিস্কারের চেষ্টা করি আগে।"

"আরেকটা কথা," বললাম, "বনির বাসাতে মনোপোলি খেলার সুযোগও পাওয়া যাবে।"

3:46am

তিনটা ছাব্বিশের ভেতরে সবাই বনির বাসায় এসে পড়লো।

আমি আবার বরফ মাড়িয়ে বাবার বাসায় ফেরত গেলাম। এখনও তুষারপাত কমেনি।

"ইনগ্রিড," ডাক দিলাম।

"এই তো আমি," সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে জবাব দিলো ও।

BanglaBook.org

বিয়ের পোশাক পাল্টে জিন্স আর একটা সোয়েটার পরেছে ও। আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচিয়ে বললো, "বাথরুম যে এত শান্তির জায়গা সেটা আগে কখনো বুঝিনি!"

"জানি আমি," এই বলে জড়ীয়ে ধরলাম ওকে।

দীর্ঘ একটা সময় একে অপরকে ছাড়লাম না। এরপর বললাম, "ভেবেছিলাম তোমাকে আর দেখতে পাবো না।"

আবার আমার কাঁধে মুখ গুঁজে দিল ও।

বন্দি থাকা অবস্থায় ওই সাহস যুগিয়েছে সবাইকে, আশ্বাস দিয়েছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলো না।

"সময়ের ব্যাপারে কোন ধারণাই ছিল না ওখানে," একবার নাক টেনে বললো ও। "আমার মনে হচ্ছিল, রাত তিনটা অনেক আগেই পার হয়ে গিয়েছে আর তোমাকে হয়তো ওরা–"

থেমে গেল ও। চোখের পানি মুছে দিলাম হাত দিয়ে। এরপর বললো, "অবশেষে তোমার পায়ের আওয়াজ পাই আমরা।"

আর দুই মিনিট জড়িয়ে ধরে রাখলাম ওকে। এরপর আমাদের দৃষ্টি গেলো মেঝেতে পড়ে থাকা মার্শালের মৃতদেহের দিকে।

"বেচারা লিন্ডা," আস্তে আস্তে বললো ও, "ওকে ফোন করতে হবে আমারই। বিলির মা'কেও জানাতে হবে। উফ!"

পকেট থেকে ফোন বের করে ও বুঝতে পারলো ওটা আমার। ওদের নম্বর নেই এটাতে।

রেডের দিকে তাকালাম।

আমি জানি না ওর কোন পরিবার আছে কিনা।

ঝাপসা হয়ে আসতে শুরু করলো আমার দৃষ্টি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েছিল?"

লম্বা করে একবার শ্বাস নিল ইনগ্রিড, এরপর বললো, "তোমাকে শুইয়ে দিয়ে নিচে নেমে আসি আমি। বাইরের তুষারপাতের কারণে কারও যাওয়ার তাড়াহুড়ো ছিল না। নাচতেই থাকি আমরা।"

"সুলিভানও? আমি তো ভেবেছিলাম তিনি হয়তো ঠিক চারটার সময় চলে যাবেন।"

"হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছিল অন্যদের মত তিনিও উপভোগ করছেন সবকিছু। মার্শালের সাথে বেশ

BanglaBook.org

খানিকটা সময় কোণায় বসে আলাপ করেছিলেন, দুটো গানে সবার সাথে নেচেছেনও।"

"রেড যে তাকে তাড়া দেয়নি এটা শুনে অবাক হচ্ছি।"

"অতটা চিন্তা করছিলেন না তারা। রেঞ্জ রোভারটা ছিল তো সাথে। তাছাড়া রেড কিছুক্ষণ পর পর জানালা দিয়ে বাইরে নজর রাখছিল।"

রাস্তার পাশে এখনও রেঞ্জ রোভারটা আছে নাকি? ওটা ট্র্যাক করা যায়? না পারার সম্ভাবনাই বেশি। প্রেসিডেন্ট সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে এসেছিলেন এখানে, নিশ্চয়ই গাড়িটা অন্য কোনভাবে জোগাড় করা হয়েছিল।

আরেকবার লম্বা করে শ্বাস নিয়ে বলা শুরু করলো ইনগ্রিড, "সাড়ে চারটার দিকে মেগান অনেক আগের একটা গান ছাড়লে তিন বান্ধবি মিলে নাচা শুরু করি আমরা। সবাই হাসছিল আর উপভোগ করছিলো দৃশ্যটা। এসময় হঠাৎ দরজা খুলে যায়। তিনজন লোক চিল্লাতে চিল্লাতে ভেতরে ঢোকে।"

"সন্ত্রাসি?"

"হ্যাঁ। কালো প্যান্ট শার্ট পরনে। মাথায় কালো রঙের হুডি। শুধু চোখ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না ওদের। একজনের বোধহয় দাড়ি ছিল।"

প্রতিদিন হয়তো এক ঘন্টা জেগে থাকি আমি। খুব বেশি খবরও দেখি না। কিন্তু বর্ণনা শুনে এটুকু বুঝতে পারলাম, কোন জঙ্গি সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল হয়তো লোকগুলো।

"নেতা জাতীয় লোকটা আরবিতে সবাইকে নির্দেশ দিতে শুরু করে আর মেঝেতে শুয়ে পড়ার ইঙ্গিত করে," ইনগ্রিড বলতে থাকলো, "মার্শাল আর রেড তাদের কথা শুনতে অস্বীকৃতি জানায়। মার্শাল একজনের দিকে তেড়ে যেতে নেয়...রেড ওকে থামানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দেরি হয়ে যায় ততক্ষণে। মার্শালের বুকে দু-বার গুলি করে ওরা, এরপর রেডকেও। সাইলেন্সার লাগানো ছিল, প্রতিবেশিরাও নিশ্চয়ই কিছু শুনতে পায়নি। এরপর সবার মুখে ডাক্ট টেপ পেঁচায় আর হাত পা বেঁধে ফেলে ওরা। ফোন, ঘড়ি এসব কেড়ে নেয় আগেই। এমনকি ভিডিও ক্যামেরাটাও নিয়ে গেছে। এরপর সবাইকে বয়লার ঘরে নিয়ে আটকে ফেলে।"

ওর হাতের দিকে তাকালাম। চার ক্যারেটের যে হিরের আঙটিটা দিয়েছিলাম ওকে সেটা নিশ্চয়ই হারিয়ে গিয়েছে গোলমালের সময়। ওখানটা খালি এখন।

BanglaBook.org

মাথা নেড়ে ভাবনাটা দূর করে জিজ্ঞেস করলাম, "বিলি আর সুলিভান নিচে আসেনি?"

"না।"

বিলি আর ইনগ্রিডের মধ্যে সম্পর্কটা গত দেড় বছরে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ওর ছোট ভাইয়ের মত ছেলেটা। প্রতি সপ্তাহে একবার হলেও আমাকে বিলি কার সাথে প্রেম করছে সেটা জানাতো ও। পাকা খেলোয়াড় বিলি, এরইমধ্যে আলেক্সান্দ্রিয়া পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সব মহিলা অফিসারের সাথে একবার করে ডেট করা হয়ে গিয়েছে ওর। বিলি থাকলে এখন ইনগ্রিডকে সামলাতে পারতো আমার অবর্তমানে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, "ঝড়ের কারণে কেউ খোঁজও করেনি তোমাদের।"

মাথা নেড়ে সায় জানালো ও। বললো, "ইসাবেল আর জর্জ বাসায় একজন বেবিসিটার রেখে এসেছে। কিন্তু সে-ও নিশ্চয়ই ভেবেছে ঝড়ে আটকা পড়ে গেছে ওরা। অন্যদের কারও পরিবার কিংবা বন্ধুবান্ধব যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও একই কথা ভাববে। অন্তত এরকম বিপদের কথা কারও মাথাতেই আসার কথা না। কাউকে নিশ্চয়ই খোঁজাও শুরু হয়নি এখনও।"

"সুলিভান বাদে।"

চুপচাপ কম্বলের নিচে ফেরত চলে যাওয়া সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। পরদিন ঘুম থেকে উঠে তাকে না পেয়ে ফার্স্ট লেডির মাথায় বাজ পড়ার কথা।

"ঠিক," ইনগ্রিড বললো, "সুলিভান বাদে।"

ইনগ্রিড ওর পকেট থেকে আমার স্যামস্যাং গ্যালাক্সিটা বের করে প্রধান শিরোনাম দেখালো।

প্রেসিডেন্ট সুলিভান নিখোঁজ!

প্রধান শিরোনামের নিচে আরেকটা শিরোনাম : তুষার ঝড়ে আক্রান্ত ওয়াশিংটন!

অবিশ্বাসে মাথা দোলালাম আমি, এরপর বললাম, "এখানকার খবর জানার পর শিরোনাম হবে : প্রেসিডেন্ট সুলিভান সন্ত্রাসিদের হাতে বন্দি।"

"চিন্তা করতে পারছো, কি হবে ফলাফল?"

ইতিহাসের সর্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম হতে যাচ্ছে এটা।

BanglaBook.org

"আর্মির লোকজন আসতে আর কতক্ষণ?" জিজ্ঞেস করলাম।

তিনটা চল্লিশের মত বাজছে এখন।

"এফবিআই'র লোককে ফোন দিয়েছি আমি। যা করার তারাই করবে।"

পরিস্থিতি কতটা জটিল হয়ে উঠতে পারে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করলো ও। আমলাতান্ত্রিক পরিস্থিতি, বলাই বাহুল্য। বাবার বাসা অ্যানাডেলে, ফেয়ারফ্যাক্স পুলিশ ডিপার্টমেন্টের আওতাধীন এখানটা। তাই প্রথমেই তাদের খবর দেয়া উচিৎ আর জোড়া খুনের কেসটা আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদেরই পরিচালনা করার কথা। কিন্তু এখানে যেহেতু অপহরণ করা হয়েছে, তাও আবার প্রেসিডেন্টকে, এফবিআই সব কিছুর নেতৃত্ব দেবে। আর যেহেতু জঙ্গি সংগঠনের সম্পৃক্ততার সম্ভাবনা আছে সেহেতু সিআইএ, হোমল্যান্ড সিকিউরিটিও জড়িয়ে পড়বে এর সাথে। সাথে রেডের সিক্রেট সার্ভিস তো আছেই।"

"আমার এখনও বিশ্বাসই হচ্ছে না, এখানে এখনও পৌঁছায়নি কেউ," বিড়বিড় করলো ইনগ্রিড, "ফালতু ঝড়!"

3:46 am

তিনটা পঞ্চাশের সময় বনির বাসাতে ফিরলাম আমি।

পাঁচটা স্নো প্লোয়ার এসেছে বাবার বাসার বাইরে। রাস্তার বরফ পরিস্কার করতে ব্যস্ত এখন ওগুলো। সামনের ঘন্টাগুলোতে নরক গুলজার বয়ে যাবে এখানটাতে।

ভেবেছিলাম এখানটাতে সবাই ঝিমাচ্ছে, কিন্তু সবাইকে দেখলাম উত্তেজিত সুরে কথা বলছে যা ঘটে গেছে তা নিয়ে। কিন্তু ক্লান্ত, এটা বোঝা যাচ্ছে, কয়েকজন এরই মধ্যে বিছানায় উঠে পড়েছে।

মনোপোলি খেলার মত অবস্থা নেই কারও।

ইনগ্রিডের বাবা হাতে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে লিভিংরুমে বসে আছেন। তার স্ত্রী কাউচে গভির ঘুমে। ইনগ্রিডের খবর জানতে চাইলে বললাম বেশ সামলে নিয়েছে ও। এখন তৈরি হচ্ছে সামনের কর্মযজ্ঞের জন্যে। আগামি আটচল্লিশ ঘন্টায় ঘুমোতে পারবে বলে মনে হয় না।

গম্ভির ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন তিনি।

অন্য সবার মত তার অনুভূতিও ভোতা হয়ে গিয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টার অমানসিক ধকলের পর।

BanglaBook.org

ইসাবেল আর বনি রান্নাঘরে বাসন ধুচ্ছে। দু-জনকেই একবার করে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলাম এখন কেমন লাগছে তাদের। ইসাবেল তার বোনের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছে, সে-ই নজর রাখছে ওর বাচ্চাদের। তাই কিছুটা শান্ত ও এখন। বনির অবস্থাও ভালো মনে হচ্ছে দেখে। বোধহয় এখনও শকে আছে সে। তিন সপ্তাহ পর ঘোর ভেঙে জেগে উঠে বুঝতে পারবেন পরিস্থিতির ভয়াবহতা। আমাকে বসতে বললেন তিনি। খাবার সাজিয়ে দিবেন নিজেই।

জর্জ, মিনিস্টার রবার্ট আর বাবার সাথে রান্নাঘরের টেবিলটায় বসলাম আমি। প্রত্যেকের সামনেই খালি প্লেট। খাবার শেষ এর মধ্যে।

"আপনাদের কি খবর?" জিজ্ঞেস করলাম।

"এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার," মিনিস্টার রবার্ট বললেন। কব্জি ঘষছেন এখনও। ওখানটাতেই বাঁধা হয়েছিল দড়ি দিয়ে।

"সেটাই স্বাভাবিক," বাবা বললেন, "ছেলের বিয়েতে সন্ত্রাসিদের হামলা আর প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া, ভাবা যায় না !"

"হ্যাঁ," জর্জও সায় জানালো।

বনি আর ইসাবেল আমার সামনে খাবার নামিয়ে রাখলো। লাসানিয়ার বড় দুটো টুকরো, একটা বড় মগ ভর্তি দুধ, কয়েকটা ওরিও বিস্কুত, একটা আপেল আর গোলাপি একট ধরণের জ্যুস।

লাসানিয়া মুখে দিয়ে দুধের গ্লাসে এক চুমুক দিলাম। ওটুকু গিলে ফেলে জিজ্ঞেস করলাম, "মাস্তানগুলো কোথায়?"

বাবা জবাব দিলেন, "নিচে। চেস্টার আর গ্রেচেনের সাথে খেলছে।"

চেস্টার ?

গ্রেচেন ?

"চেস্টার আর গ্রেচেনের কথা মনে আছে তোমার?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন। "বনির কুকুর দুটো।"

চোয়াল ঝুলে গেল আমার।

"চেস্টার আর গ্রেচেন বেঁচে আছে এখনও!"

চেস্টার আর গ্রেচেন ইয়োর্কি জাতের ছোট দুটো কুকুর। আমার দেখভাল করার সময় মাঝে মাঝে ওদের নিয়ে আসতো বনি। চেস্টারের সাথে ফ্রিসবি খেলার চেষ্টা করতাম আমি। কিন্তু সেদিকে কখনোই আগ্রহ ছিল না ওর। আমার পা ধরে বসে থাকতো পুরোটা সময়। আর গ্রেচেন

BanglaBook.org

সবসময় বনির পায়ে পায়ে ঘুরতো। আমার কাছে খুব একটা আসতো না।

"এটা কিভাবে সম্ভব!"

"সম্ভব," মাথা নেড়ে বললেন বাবা। "চেস্টারের বয়স ষোল বছর আর গ্রেচেনের সামনে উনিশ হবে।"

উনিশ!

কুকুরদের হিসেবে এটা কত বছর?

দ্রুত হিসেব করে ফেললাম।

গ্রেচেনের বয়স একশ তেত্রিশ বছর!

"আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না," বললাম।

জবাবে শুধু কাঁধ নাচালেন বাবা।

"মানে, ওরা কি এখনও চলাফেরা করতে পারে?"

"আহ," এই বলে মাথা নাড়তে লাগলেন তিনি।

"এটার মানে কি?"

তিনি বললেন আমাকে নিজের চোখে দেখতে হবে সেটা। এরপর হেলান দিয়ে বসলেন চেয়ারে।

দেখলাম ভ্রূ'জোড়া কুঁচকে আছে তার।

বাবার পিঠের ব্যথাটার কথা একবারও মাথায় আসেনি আমার। কয়েক বছর আগে সিঁড়িতে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি, আমাকে নিয়ে তিনতলা ওঠার সময়। এরপর থেকে আর স্বাভাবিক হতে পারেননি।

বয়লার ঘরে ওরকম বেকায়দা ভঙ্গিতে আটকে থাকার পর হাঁটতে যে পারছেন এটাই অনেক।

"আপনার ঔষধগুলো নিয়ে আসা উচিৎ ছিল আমার," তাকে বললাম আমি।

"আমি নিজে গিয়েই নিয়ে আসবো একটু পরে।"

"তাড়াতাড়িই যাওয়া উচিৎ আপনার। কিছুক্ষণের মধ্যেই এফবিআই'র লোকজন এসে যাবে। তখন মনে হয় না আপনাকে কিছু নড়তে দেবে ওরা।"

মাথা দোলালেন তিনি, কিন্তু আমি জানি আগামি ছয় মিনিট এখানেই বসে থাকবেন তিনি। আমার না ঘুমানো পর্যন্ত।

জর্জ ওগুলো নিয়ে আসার প্রস্তাব দিলে বাবা তাকে বলে দিলেন কোথায় খুঁজতে হবে।

BanglaBook.org

"বাসাটার ব্যাপারে কি করবেন আপনি?" জিজ্ঞেস করলাম।

"সেটা নিয়ে এখনও ভাবিনি আমি।"

"আপনার কি মনে হয়? লিভিংরুমে দু-জনকে খুন করা হয়েছে এটা জানার পরেও ঘুমাতে পারবেন সেখানে?"

"বাড়ির দাম বেড়ে যাবে নিঃসন্দেহে," মিনিস্টার রবার্ট বললেন।

"আমার মনে হয় না," পাল্টা বললাম আমি। "এমন লোক বেশি পাওয়া যাবে না যারা কেউ খুন হয়েছে এমন বাসা কিনতে আগ্রহি হবে।"

"অবশ্যই না," রবার্ট বললেন, "কিন্তু আমেরিকাকার প্রেসিডেন্ট অপহৃত হয়েছেন! এমন বাসা কোথায় পাওয়া যাবে? কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করতে রাজি হবে লোকজন।"

মাথা নাড়লাম।

ঠিকই বলেছেন তিনি।

পরের দু'মিনিটে সামনের খাবারটুকু শেষ করে ফেললাম। এরপর বললাম, "ঘুমানোর জায়গা খোঁজা উচিৎ আমার।"

"বেইজমেন্টে তোমার জন্যে একটা কাউচ গুছিয়ে রেখেছে বনি," বাবা বললেন।

"ধন্যবাদ, বনি," বললাম।

হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলেন তিনি ব্যাপারটা।

আমি উঠে দাঁড়ালে আমার সাথে সাথে বাবাও উঠে দাঁড়ালেন। তাকে একবার আলিঙ্গন করে বললাম, "আপনাকে বিয়ের এত ধকল সহ্যের জন্যে ধন্যবাদ দেবার সুযোগ পাইনি।"

"কোন সমস্যা ছাড়াই হয়েছে সবকিছু," বললেন তিনি। "শেষের ব্যাপারটুকু ছাড়া!"

3:46 AM

বনির বেইজমেন্টের অবস্থা বাবার মতো অগোছালো না। উনার স্বামী মারা গেছেন দশ বছর আগে। একজন কন্ট্রাক্টর ছিলেন তিনি। নিজেই ঠিকঠাক করেছিলেন নিচের সবকিছু। একটা সোফা সেট, টিভি আর বিলিয়ার্ড টেবিল আছে এখানে। পাশেই কাউচটা, বেশ কয়েকটা বালিশ রাখা ওটায়।

মারডক, ল্যাসি আর আর্চি বিলিয়ার্ড টেবিলটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ ওটার নিচের জায়গাটায়। তিনজনই তাদের পরনের স্যুটগুলো খুলে ফেলেছে।

BanglaBook.org

আমিও নিচু হয়ে তাকালাম ওদের মনোযোগের জায়গাটায়। একটা প্রানী শুয়ে আছে ওখানে। বেশ কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম ওটা একটা কুকুর।

বেচারা চেস্টার; ওর শরীরের অর্ধেক লোম ঝরেই গিয়েছে। চোখগুলো বের হয়ে এসেছে কোটর থেকে, এক কান নেই। জিহ্বা বের হয়ে আছে মুখের এক পাশে।

দেখলাম হাঁটছে ও। বিলিয়ার্ড টেবিলটার একটা পায়ার সাথে ধাক্কা লেগে উল্টো ঘুরে যায়। আবার ধাক্কা লেগে সোজা হয়।

খারাপ লাগলো ওর জন্যে।

"তোরা ওর দিকে তাকিয়ে আছিস কেন ওভাবে?" জিজ্ঞেস করলাম।

মিয়াও।

"তোরা একটা খেলা খেলছিস? তা কি খেলছিস শুনি?"

মিয়াও।

"চোর-পুলিশ?"

মিয়াও।

"চেস্টার হচ্ছে পুলিশ?"

মিয়াও।

"তোদের ধরতে পারছে না ও? কেন যে পারছে না! আমার মনে হয় ওর কিছু না দেখতে পাওয়া আর না শুনতে পাওয়ার সাথে সম্পর্ক আছে ব্যাপারটার।"

মিয়াও।

"মোটেও ওর নিজের বুদ্ধি না এটা।"

ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, "ওর সাথে উলটাপালটা কিছু করবি না তোরা। এখানে আমরা মেহমান।"

মারডক ডেকে উঠলো একবার।

"জানি আমি। তুই সবার সাথেই ভালো ব্যবহার করিস।"

ওর কান চুলকে দিলাম একবার। এতক্ষণে খেয়াল করলাম বেচারার নাকের কাছটা লাল হয়ে আছে। "তোর নাকের জন্যে দুঃখিত," এই বলে সেখানে একটা চুমু দিলাম। খুশিতে লেজ নাড়তে লাগলো ও।

"ঠিক আছে। গ্রেচেন কোথায়?" জিজ্ঞেস করলাম।

ল্যাসি আমাকে ঘরের পেছন দিকে নিয়ে গেল। দুটো বিছানা পাতা

BanglaBook.org

ওখানে। একটাতে শুয়ে আছে গ্রেচেন। চেস্টারের মতনই অবস্থা ওর। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে একটা ডায়পার পরিয়ে রাখা হয়েছে ওকে।

মিয়াও।

"না, তোর এসব পরতে হবে না।"

মিয়াও।

"নিজের পেটের ওপর নিয়ন্ত্রন নেই বেচারার। কিন্তু তুই একটা আলসের ধাড়ি ছাড়া কিছু না।"

মিয়াও।

"না, বলেছি না একবার!" ওকে সাবধান করে দিলাম যাতে গ্রেচেনের বিশ ফিটের মধ্যে না যায়।

কথা দিতে বললাম।

দিল ও।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৪

"প্রেসিডেন্ট এখানে কি করছিলেন?" এফবিআই'র নির্বাহি পরিচালক জিজ্ঞেস করলেন। "সেটার উত্তর চাই আমার।"

সকাল ন'টার মত বাজছে এখন। প্রায় চল্লিশ ঘন্টা ধরে জেগে আছে ইনগ্রিড, কিন্তু তেমন সমস্যা হচ্ছে না। গত কয়েক ঘন্টা বনির বাসায় শার্লট আর নিজের বোনকে সান্ত্বনা দিতে হয়েছে ওকে। দু-জনেই ভেঙে পড়েছে। ইনগ্রিড তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শি ওরা আর এফবিআই কিছুক্ষণের মাঝেই জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করবে। এছাড়া বিলির মা'কে ফোন করে দুঃসংবাদটাও দিতে হয়েছে ওকে। কথা দিয়েছে যে করেই হোক খুঁজে বের করবে বিলিকে। এরপর সেই ফোনকলটা, যেটার জন্যে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করছিল ও। মার্শালের স্ত্রী লিন্ডার কাছে। প্রচন্ড মানসিক চাপের মধ্যে কোনরকমে কাজটা শেষ করেছে সে, অপরাধবোধে ভুগছিল গোটা সময়। খবরটা শোনামাত্র ভেঙে পড়েছে লিন্ডা। তখনই ঘটনাস্থলে আসবে বলছিল সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই তুষারপাতের কারণে আসতে পারেনি।

এ মুহূর্তে এফবিআই'র দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তির সাথে কথা বলছে ও। লোকটা ওর চেয়ে প্রায় দুই ইঞ্চি খাটো। "আমার স্বামী প্রেসিডেন্ট সুলিভানের বন্ধু।"

স্বামী শব্দটা কেমন যেন শোনাল ওর মুখে। এই প্রথম এমন কিছু বললো ও। অবাক হয়ে খেয়াল করলো ভালো লাগছে সেটা শুনতে।

"বন্ধু?" তিনি বললেন, চেহারা লাল হয়ে গিয়েছে। "আমিও প্রেসিডেন্ট সাহেবের বন্ধু। আমার ছেলের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তো আসেননি তিনি!"

ইনগ্রিডের সন্দেহ আছে, এফবিআই'র নির্বাহি পরিচালক জোনাথান বেক আর প্রেসিডেন্ট আসলেও বন্ধু কিনা। কারণ সুলিভান একবার তেলবাজ আর মতলববাজ অভিহিত করেছিলেন লোকটাকে।

"রেড আর প্রেসিডেন্ট সুলিভানকে দেখে আমরাও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম," ইনগ্রিড বললো।

"তাই হবার কথা," বেক বললেন উত্তরে।

BanglaBook.org

এফবিআই'র একটা ভ্রাম্যমান কমান্ড সেন্টারে ওরা এখন। বড় এই কার্গো ভ্যানটার ওয়াশিংটন থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে এখানে আসতে প্রায় চার ঘন্টা সময় লেগে যায়। তিনটা স্নো প্লোয়ার সামনে বরফ সরাতে সরাতে আসছিল ওটার।

ওর শ্বশুরের বাসার সামনে বেশ কয়েকটা স্নো প্লোয়ার গত রাত থেকে অনবরত বরফ পরিস্কার করে চলেছে। আশেপাশে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে একমাত্র এখানকার রাস্তাগুলোই চলাচলের উপযোগি।

তুষারপাত অবশেষে এক ঘন্টা আগে বন্ধ হয়েছে। যেখানে আবহাওয়াবিদরা ধারণা করেছিল যে মাত্র কয়েক ইঞ্চি তুষার জমবে সেখানে এখন গড়ে তিন ফিট করে তুষার জমে আছে সব জায়গায়। ওয়াশিংটন ডিসিসহ আশেপাশের বেশ কয়েকটা রাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।

ডিসির মেয়রের মতে সবকিছু স্বাভাবিক হতে এক সপ্তাহের মত সময় লাগবে।

"আর প্রেসিডেন্ট কিভাবে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে হোয়াইট হাউজ থেকে বের হলেন?" কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলেন বেক।

"সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই," ইনগ্রিড জবাব দিলো। "তবে এর আগে বেশ কয়েকবার এমনটা হয়েছে।" সে ব্যাখা করে বললো আগে আরও তিন-চারবার এভাবে হেনরির বাসায় উপস্থিত হয়েছেন তারা, সবার নাকের ডগা দিয়ে। "আপনি সিক্রেট সার্ভিসের ওদের সাথে কথা বলছেন না কেন?"

"সেটা তো আমার মাথায় আসেনি আগে," মুখ বাঁকালেন বেক। এরপর একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বললেন "সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন গতকাল সকাল ন'টা থেকে খুঁজছে তাকে। একটা মিটিংয়ে তিনি উপস্থিত হননি দেখে আমাদের খবর দেয়া হয়।"

আর প্রেসিডেন্টের উধাও হয়ে যাওয়া নিয়ে তারা কোন সূত্রই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। প্রায় বিশ ঘন্টা পর ইনগ্রিডের ফোনে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়।

"এফবিআই এতক্ষণ কি কি করেছে আমাকে বলতে পারবেন?"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরের দশ মিনিটে বেক ব্যাখা করলেন, প্রেসিডেন্টের নিখোঁজ হবার খবর পাবার পর থেকে তারা কি কি করেছেন। আমেরিকাকার

BanglaBook.org

সব এফবিআই এজেন্ট এখন এই কেসে নিয়োজিত, সাথে বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রায় বিশ হাজার কর্মি। আশেপাশের একশ মাইলের মধ্যে সব আন্তঃরাজ্য বিমানবন্দর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমেরিকাকার সকল বিমানবন্দর সর্বোচ্চ নজরদারিতে আছে আর সব প্যাসেঞ্জারদের বলা হচ্ছে তারা যেন যাত্রার ন্যূনতম পাঁচ ঘন্টা আগে বিমানবন্দরে পৌছান। প্রতিটা হাইওয়েতে একটু পর পর চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে। সব বর্ডারে কড়া পাহারা দিচ্ছে সেনাবাহিনীর লোকজন।

প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করা এক কথা আর তাকে নিয়ে দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়া আরেক কথা।

সকাল ছটার মধ্যে তিন অজ্ঞাতনামা আরবে নামে গ্রেফতার আদেশ জারি করা হয়েছে। প্রায় পাঁচশো জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে।

এসময় ভ্যানের দরজা খুলে একজন ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা ভেতরে প্রবেশ করলেন। লোকটার পরনে কালোর রঙের স্যুট আর মহিলার পরনে জিনস এবং হুডি।

"অবশেষে," বললেন বেক।

"একটু দেরি হয়ে গেল," মহিলা জবাব দিলেন। তার বয়স তিরিশের ঘরে হবে। তিনি দেখতে অনেকটা অলিভিয়া পোপের মত, ইনগ্রিডের পছন্দের এক সিনেমার নায়িকা। "আমার বোধহয় গাড়ি পাল্টানোর সময় এসে গেছে।"

নিজের পরিচয় দিলেন মহিলা।

তাশা রিভস।

আর লোকটার নাম গ্রেগ কুপার।

ইনগ্রিড তাদের কাউকেই আগে কখনো দেখেনি কিন্তু নাম শুনেছে অনেকবার। কুপার এফবিআই'র ডিসি অফিসের ফিল্ড শাখার প্রধান। আর তাশা বাল্টিমোরে অবস্থিত ভায়োলেন্ট ক্রাইম ইউনিটের দায়িত্বে আছেন।

"ক্রাইম-সিনে কেউ গিয়েছে এখন পর্যন্ত?" দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করলেন কুপার। চুলের মত দাড়িও বাদামি তার।

তাকে দেখে ইনগ্রিডের ক্যালের কথা মনে পড়ে গেলো। ক্যাল ছিলো ওর আগের পার্টনার। দেড় বছর আগে রেডের গুলিতে মৃত্যু হয় তার।

রেডের কথা মনে হলো ওর।

BanglaBook.org

মেঝেতে পড়ে আছে। বুকি দুটো গুলির ছিদ্র।

এরপর বিলির কথা ভাবতে লাগলো ও।

কোথায় ছেলেটা?

এখনও বেঁচে আছে?

"এখনও ভেতরে যায়নি কেউ," বেক বললেন, "খুব সাবধানে সব কিছু করতে হবে। আমি চাইনা কেউ বোকার মত কোন আলামত নষ্ট করুক। একটা বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল ওখানে গত রাতে।"

"সেজন্যে দুঃখিত," ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বললো ইনগ্রিড।

রিভস এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এতে। "অভিনন্দন," বললেন তিনি।

স্বভাবতই ইনগ্রিডের বামহাতের দিকে তাকালেন এরপর।

"আঙটিটা নিয়ে গেছে ওরা," হাত দেখিয়ে বললো ইনগ্রিড।

"গর্দভের দল," অসন্তোষের সাথে মাথা নাড়িয়ে বললেন রিভস।

"তোমাদের কথা যদি শেষ হয়ে থাকে," বেক বলে উঠলেন, "আমাদের একটা জোড়া খুন আর প্রেসিডেন্টের অপহরণের কেসের মীমাংসা করতে হবে।"

"আর বিলি," মাথা দোলালো ইনগ্রিড।

"বিলি?"

"বিলি টরেল্লি। আলেক্সান্দ্রিয়া হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে আমার পার্টনার।"

বেক নাক দিয়ে এমন একটা শব্দ করলেন যেন বিলির ব্যাপারটার কোন গুরুত্বই নেই।

ইনগ্রিডের ইচ্ছে হল তার দু-পায়ের মাঝ বরাবর একটা লাথি কষানোর। কিন্তু খুব কষ্টে নিজেকে সামলালো।

"রাস্তাগুলো পরিস্কার করার ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে?" কুপার জিজ্ঞেস করলেন।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন বেক, "আশেপাশে দুশো মাইলের মধ্যে যতগুলো স্নো প্লোয়ার আছে সবগুলো একযোগে কাজ করছে। প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকেও ভাড়া করা করা হয়েছে। কিন্তু সময় লাগবে এতে।"

"গণমাধ্যম?"

"এখনও কিছু জানে না ওরা," বেক জবাব দিলেন "কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যে একটা প্রেস কনফারেন্সে যেতে হবে আমাকে। জনগণের সাহায্য

BanglaBook.org

দরকার আমাদের এই কেসে। কোনভাবেই ওদের সুলিভানকে নিয়ে দেশের বাইরে যেতে দেয়া যাবে না।"

"হয়তো এরই মধ্যে চলে গেছে ওরা," কুপার বললেন। ইনগ্রিডের ধারণা গতকাল সকাল থেকেই তিনি প্রেসিডেন্টের নিখোঁজ হবার ঘটনার তদন্ত করছেন। "প্রায় তিরিশ ঘন্টা হতে চললো তাকে অপহরণ করা হয়েছে। এতক্ষণে হয়তো মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছেও গেছে।"

"মধ্যপ্রাচ্য?" ইনগ্রিড জিজ্ঞেস করলো, "কেউ কি দায় স্বীকার করেছে নাকি এখন পর্যন্ত?"

"অনেকগুলো সংগঠন থাকতে পারে এই ঘটনার পেছনে। এখনই কোন উপসংহারে পৌঁছুনো ঠিক হবে না," কুপার বললো।

"এখনও কিছু জানা যায়নি," বললেন বেক। "তবে আমরা নজর রাখছি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে।"

"এনএসএ কিছু পেয়েছে?" কুপার জিজ্ঞেস করলেন।

"গত বাহাত্তর ঘন্টা যাবত তাদের অর্ধেকের বেশি কর্মি লেগে আছে এই কাজে। কিন্তু কিছুই জানা সম্ভব হয়নি।"

"তার মানে আমরা কিছুই জানি না কারা প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করেছে আর তারা কিভাবে দেশের ভেতরে ঢুকলো?" রিভস জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা নেড়ে না করে দিলেন বেক। জানালেন যে সম্ভাব্য সবকিছুই করা হচ্ছে।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে থাকলো। এরপর বেক ইনগ্রিডকে বললেন, "তুমি ওনাদের আরেকবার সবকিছু খুলে বলো।"

পরের বিশ মিনিট ধরে ইনগ্রিড সবকিছু আবার ব্যাখা করলো। তার বিয়ে, অপহরণকারিদের আক্রমন, রেড আর ক্যাপ্টেন মার্শালের মৃত্যু, হেনরির তাদেরকে উদ্ধার করা–কিছুই বাদ দিলো না। প্রতিটা ঘটনার সম্ভাব্য সময়কালও নিখুঁত ভাবে বলার চেষ্টা করলো। অপহরণকারিদের চেহারার বর্ণনা অবশ্য দিতে পারলো না, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা ছিল তাদের। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে হাজারটা প্রশ্ন করতো তাকে কথা বলার মাঝে। কিন্তু বেক, কুপার আর রিভসের কেউই তাকে এক বারের জন্যেও থামালেন না। বাড়তি কিছু জিজ্ঞেস করার দরকারও নেই, কারণ ইনগ্রিড জানে যে তারা ঠিক কি কি শুনতে চাচ্ছেন।

BanglaBook.org

"মোবাইল ফোনগুলো ট্র্যাক করার চেষ্টা করেছেন?" কুপার জিজ্ঞেস করলেন।

ইনগ্রিড আগেই বেককে বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত সবার নাম আর ফোন নম্বর দিয়ে দিয়েছে।

মাথা নেড়ে সায় জানালেন বেক, "হ্যাঁ, সবগুলোকেই ট্র্যাক করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেবল একটার সিগন্যাল পাওয়া গিয়েছিল। বাসার সামনের একটা গাড়ি থেকে আসছিলো ওটা।"

মিনিস্টার রবার্টের গাড়ি।

একমাত্র তিনিই ফোন ভেতরে নিয়ে আসেননি। কারণ ছবি তোলার প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি।

"অন্য ফোনগুলো নিশ্চয়ই বন্ধ করে দিয়েছে ওরা।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কুপার, এরপর বললেন, "তাহলে বাসার ভেতরটা একবার দেখা যাক, নাকি?"

রিভস আর কুপার ভ্যানের দরজার দিকে যাওয়া শুরু করলে ইনগ্রিডও তাদের পিছু নিলো।

"দাঁড়াও," বেক বললেন পেছন থেকে, ইনগ্রিডের সোয়েটার আকড়ে ধরেছেন তিনি "তুমি কোথায় যাচ্ছো?"

ইনগ্রিডের চোখ বড় বড় করে তার হাতের দিকে তাকালে সেটা সোয়েটার থেকে সরিয়ে নিলেন তিনি। এক পা পেছনে সরে গেলেন।

"আমি একজন হোমিসাইড ডিটেকটিভ," চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিলো ইনগ্রিড, "আর ঘটনার সময় সেখানে ছিলাম আমি। আমার পার্টনারকে ধরে নিয়ে গিয়েছে ওরা। তাই আমিও যাবো ভেতরে।"

"না," হাসিমুখে বললেন বেক, "তোমার যা যা করার ছিল, করেছো। এখন না হয় হানিমুনে যাও কয়েকদিনের জন্যে?"

লোকটার পায়ের মাঝখানে লাথি দেয়ার ইচ্ছেটা আবার ফেরত আসলো ইনগ্রিডের। এবার আরও কষ্ট হচ্ছে নিজেকে সামলাতে।

"ঠিকই বলেছে ইনগ্রিড," কুপার ভ্যানের বাইরে থেকেই জবাব দিলেন, "ওকে দরকার হতে পারে আমাদের।"

ভ্রু কুঁচকে ফেললেন বেক। ইনগ্রিড এটা আগেও অনেকবার শুনেছে, স্থানীয় আইন প্রয়োগকারি সংস্থাগুলোর সাথে এফবিআই'র সম্পর্ক বেশ খারাপ। এখন মনে হচ্ছে যে ব্যাপারটা সত্যি।

BanglaBook.org

তার চোখ থেকে দৃষ্টি সরালো না ইনগ্রিড।

দুই সেকেন্ড।

তিন।

"ঠিক আছে," অবশেষে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন তিনি, "কিন্তু এখনাকার পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে যদি কিছু জানাও তুমি, তাহলে সেটা ভালো হবে না।"

3:46AM

বারো ঘন্টা পর, এফবিআই হেডকোয়ার্টারে একটা কনফারেন্স টেবিলে বসে আছে ইনগ্রিড। হোয়াইট হাউজ থেকে মাত্র এক মাইল দূরে। এখানে আসার পথে একটা গাড়িও চোখে পড়েনি ওদের। স্নো প্লোয়ারগুলো রাস্তার দুপাশে প্রায় দশ ফুট উঁচু বরফের দেয়াল সৃষ্টি করে রেখেছে ওগুলো চলাচলের উপযোগি করার জন্যে।

"এরচেয়ে ভালো কিছু পাওয়া সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে," একজন কম বয়সী এফবিআই অফিসার বললো, টেবিলে মাফিন, কেক আর কলা সাজিয়ে রাখতে রাখতে।

ইনগ্রিড আর টাস্ক ফোর্সের অন্য সদস্যরা অবাক দৃষ্টিতে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার তরুণ অফিসারটার দিকে তাকালো।

"এগুলা কি?" টিম ওয়েডস জিজ্ঞেস করলেন। পেটানো শরীর, ছোট করে ছাটা চুল–হোমল্যান্ড সিকিউরিটির একজন সদস্য তিনি।

"কিছুই খোলেনি," জবাব আসল, "একটাও দোকান, সুপারমার্কেট কিংবা রেস্টুরেন্ট খোলা নেই। এখন পর্যন্ত মাত্র পাঁচ শতাংশ রাস্তাঘাট পরিস্কার করা সম্ভব হয়েছে। কেউই বাসা থেকে বাইরে বের হতে পারছে না।"

"হোয়াইট হাউজে কাউকে নিশ্চয়ই এইসব ছাইপাঁশ খেতে হচ্ছে না," একটা শুকনো মাফিন তুলে নিয়ে বললেন ওয়েডস। গন্ধ শুঁকে সেটা আবার টেবিলের ওপর রেখে দিলেন তিনি। "সেখানে গিয়ে আমাদের জন্যে ভালো কিছু নিয়ে আসছো না কেন?"

হোয়াইট হাউজের মিটিংরুমে এমুহূর্তে অবস্থান করছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট, ডিফেন্স সেক্রেটারি, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার, এফবিআই, সিআইএ এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটির মহাপরিচালকেরা।

BanglaBook.org

এছাড়াও সেনাবাহিনীর বড় বড় অফিসাররা তো আছেনই। এফবিআই'র নির্বাহি পরিচালক বেকেরও সেখানে থাকার কথা।

ইনগ্রিড খুশি যে তাকে আর বেককে সহ্য করতে হচ্ছে না এখানে। গত বারো ঘন্টায় তার আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো ও।

"আমাকে যে হেলিকপ্টারে করে এখানে নিয়ে এসেছো তোমরা," ওয়েডস বললেন, "সেটাতে করে যাও।"

"ইয়ে," তোতলাতে লাগলো তরুণ অফিসার, "আ-আমার মনে হয় না–"

"বেককে বলো কিছু না খেলে কাজ করা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে। এখানকার অর্ধেক মানুষের পেটে সারাদিনে কিছু পড়েনি।"

সম্মতির জন্যে একবার পুরো চোখ ঘোরালেন ওয়েডস।

ইনগ্রিড, কুপার, রিভস আর ওয়েডস ছাড়াও আরও তিনজন উপস্থিত আছেন এখানে :

ন্যাটালি ক্যামব্রিজ, এফবিআই'র ফরেনসিক এক্সপার্ট।

ডোনাল্ড রস, চিজাপিক বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মি।

সুসান উইলহেম, সিক্রেট সার্ভিসের প্রতিনিধি।

তিনজন পুরুষ, চারজন মহিলা।

বিশ বছর আগে হলে ঘরের সাতজনই যে পুরুষ হতো সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই ইনগ্রিডের। এমনকি দশ বছর আগেও ভেতরে একজন মহিলার উপস্থিতিই অনেক বড় কিছু বলে মনে হতো।

অন্য কেউই খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে ওয়েডসের মতো এতটা উত্তেজিত না। টেবিলের জিনিসগুলোর ওপরই ঝাপিয়ে পড়েছে তারা।

গত ছত্রিশ ঘন্টায় একটা এনার্জি বার ছাড়া কিছু পেটে পড়েনি ইনগ্রিডের। মাফিন আর কলা তুলে নিয়ে খাওয়া শুরু করলো সে।

"আমি জানতে চাই," কুপার কথা বলে উঠলে সবার দৃষ্টি তার দিকে ঘুরে গেলো, "লোকগুলো জানলো কিভাবে যে প্রেসিডেন্ট তখন ঠিক কোথায় থাকবেন?" ইনগ্রিডের দিকে তাকালেন তিনি, "মানে, তোমরাও তো এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলে না তিনি আসবেন অনুষ্ঠানে, তাই না?"

মুখের মাফিনটুকু গিলে ফেললো ইনগ্রিড, বললো, "দুই মাস আগে তাকে একটা কার্ড পাঠাই আমরা। কিন্তু সেটার জবাব আসেনি। আমার তো সন্দেহ ছিল সেটা আদৌ তিনি পেয়েছিলেন কিনা।"

BanglaBook.org

"কিন্তু তুমি তো বলেছিলে তোমার স্বামীর সাথে প্রায়ই ফোনে যোগাযোগ হতো প্রেসিডেন্টের।"

"হ্যাঁ, সেটা হতো নিয়মিতই। এই সুপার বোউলের দু-রাত আগেও তার সাথে কথা হয় হেনরির। কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গে কোন কথা হয়নি।

"অন্য কোন অতিথিও কি জানতো না তিনি আসছেন? এ নিয়ে কেউ ফেসবুক কিংবা টুইটারে পোস্ট দেয়নি?"

কুপার আর রিভস গত বারো ঘন্টার মধ্যে বিয়েতে উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন একবার করে। ইনগ্রিড জানে, সবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাকাউন্টগুলোও যাচাই করে দেখা হয়েছে। কিন্তু কেউ বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পর্কেই কোন পোস্ট দেয়নি, প্রেসিডেন্টের ব্যাপার তো দূরের কথা। তবুও কুপারের বলার ভঙ্গিতে একটা দ্বিধাবোধ লক্ষ্য করলো ইনগ্রিড।

মাথা নেড়ে না করে দিলো ও।

"তুমি কি তোমার বাব-মা কিংবা বন্ধুবান্ধবকেও বলোনি তোমার সাথে যোগাযোগ আছে প্রেসিডেন্টের?" জিজ্ঞেস করলেন কুপার।

লাল হয়ে গেলো ইনগ্রিডের চেহারা। ওর বাবা-মা'কে বলেছে ও। মা'কে এটাও জানিয়েছে, হেনরিকে নিজের ব্যক্তিগত ফোন নম্বর দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। সেটা শুনে চোয়াল ঝুলে গিয়েছিল তার।

"হ্যাঁ, আমার বাবা-মা'কে বলেছি। আর কাউকে না।"

"তোমার স্বামী? সে কতজনকে বলেছে?"

হেনরির অসুখটার কথা সংক্ষেপে একবার দলের সবাইকে ব্যাখা করেছে ইনগ্রিড, কিন্তু অতটা বিস্তারিতভাবে কিছু বলেনি। "আসলে, দিনে মাত্র এক ঘন্টা জেগে থাকায় বাইরের কারও সাথে ওর তেমন একটা যোগাযোগ হয় না। একমাত্র ইসাবেল ছাড়া আর কাউকে বলার কথা না অথবা ওর–" এটুকু বলে চুপ করে গেলো ও।

"অথবা ওর কি?" জিজ্ঞেস করলেন কুপার।

"অথবা ওর বিড়ালকে," হাসি সামলিয়ে বললো ইনগ্রিড, "ওর বিড়ালটার সাথে কথা বলে ও।"

ন্যাটালি হেসে ফেললো কথাটা শুনে। "সেটা তো আমিও করি," বললো সে।

BanglaBook.org

ইনগ্রিড মাথা ঝাঁকালো। "ওর মত না। বিড়ালটার সাথে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ভঙ্গিতে কথা বলে ও," মুখটা হাসি হাসি হয়ে উঠলো ওর ঘটনাটার কথা বলতে গিয়ে। আর্চির কথাও মনে পড়ে গেলো।

"বিয়েতে উপস্থিত সবার জবানবন্দি নেয়া হয়েছে?" ওয়েডস জিজ্ঞেস করলেন।

কুপার একটা ফাইল ঠেলে দিলো তার দিকে, "এখানে বিয়েতে উপস্থিত সবার জবানবন্দি আছে। সেই সাথে পুরো ব্লকের সব বাসিন্দাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।"

ইনগ্রিডের পুরো বিকেল কেটেছে তুষার মাড়িয়ে এক বাসা থেকে অন্য বাসায় গিয়ে প্রশ্ন করতে করতে। ওর শ্বশুরের বাসা যে ব্লকে সেখানে আরও প্রায় বিশটা বাসা আছে।

"ওখানকার কারও চোখে কিছু পড়েছে?" ফাইলটা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলেন ওয়েডস।

মাথা নাড়লেন কুপার, বললেন, "পাশের বাসার একজন মহিলা জানিয়েছে বিয়ের সময়টাতে গানের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। এর বেশি কিছু না।" কিছুক্ষণ পর যোগ করলেন, "পাঁচটা বাসায় দরজা ধাক্কিয়ে কাউকেই পাওয়া যায়নি।"

"তুষারপাতের কারণে হয়তো অন্য কোথাও আটকা পড়েছে তারা," ন্যাটালি বললো।

মাথা নেড়ে সায় জানালেন কুপার, এরপর বললেন, "যাইহোক, সবার জন্যে আলাদা আলাদা ফাইল তৈরি করা হচ্ছে। দূর্ভাগ্যবশত বেশি জনবল নেই এ মুহূর্তে। জেসিকা, যে মেয়েটা খাবার দাবার এনে দিলো আর জ্যাক না জেক নামের এক ইন্টার্ন এজেন্ট। এই দু-জনই বের হতে পেরেছে তাদের বাসা থেকে।"

"যত দ্রুত সম্ভব এখানে আরও লোক চাই আমাদের," ডোনাল্ড বললেন। এই প্রথম তাকে কিছু বলতে শুনলো ইনগ্রিড।

"সেটার চেষ্টাই করছেন বেক," কুপার বললেন। "বাড়ি বাড়ি স্নো প্লোয়ার আর গাড়ি পাঠাচ্ছেন জনবলের জন্যে। হামার কোম্পানির গাড়িগুলোকেও রাস্তায় নামানো হয়েছে।"

ইনগ্রিড মনে করার চেষ্টা করলো শেষ কবে ওরকম একটা গাড়ি দেখেছিল ও।

BanglaBook.org

ছয় মাসের মতন হবে।

"আর আমদের জন্যে পিৎজার ব্যবস্থা করতে পারছে না," হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন ওয়েডস।

"আশেপাশে কয়েকশো মাইলের মধ্যে কোন পিৎজার দোকান খোলা নেই এই অবস্থার মধ্যে," রিভস জবাব দিলেন। "বাচ্চাদের মত প্যান প্যান না করে মাফিন দিয়েই কাজ চালাও এখন।"

গালের ভেতর দিক কামড়ে ধরে হাসি চাপলো ইনগ্রিড।

ওয়াইনের গ্লাস হাতে নিয়ে রিভসের সাথে আড্ডা দেয়া গেলে মন্দ হবে না। তখন নিশ্চয়ই দেখার মত হবে তার আচরণ।

"ঠিক আছে তাহলে," একবার গলা পরিস্কার করে নিয়ে বললেন কুপার, সাতজনের দলটার দলপতি হিসেবে বেশ মানিয়ে গেছে তাকে, "আমাদের হাতে যে তথ্যগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি এক এক করে।" ডোনাল্ডের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, "তুমি শুরু করো।"

ডোনাল্ড চিজাপিক বন্দর কর্তৃপক্ষের হয়ে কাজ করে। দেশের প্রধান নদী বন্দর আর সমুদ্র বন্দরগুলোর সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব তাদের। ডেলাওয়ার, মেরিল্যান্ড আর ভার্জিনিয়ার বন্দরগুলোর দেখাশোনাও এর মধ্যে পড়ে। পরের পাঁচ মিনিট সে ধরে যা বর্ণনা করলো সেটা কেবল দুটো শব্দ দিয়েই শেষ করা যেত : "সবকিছু বন্ধ।"

এরপরে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের ন্যাটালি।

সে বিশ মিনিট ধরে ব্যাখা করলো তার লোকেরা কি পেয়েছে ঘটনাস্থল থেকে।

হেনরির বাবার বাসা থেকে বারোজনের আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে বিয়েতে উপস্থিত এগারোজন ছাপও ছিল। বাকি আঙুলের ছাপটা পাওয়া গিয়েছে একটা ছেড়া ডাক্ট টেপের ওপর থেকে। কোন অপহরণকারি হাতে দস্তানা পরার আগে সেটা ধরেছিল হয়তো। কিন্তু ন্যাশনাল ডাটাবেজের সাথে সেটাকে মিলিয়ে কাউকে সনাক্ত করা সম্ভব ঝয়নি। ক্যাপ্টেন জেমস মার্শাল আর রেডের মৃতদেহে যে গুলিগুলো পাওয়া গিয়েছে সেগুলো কালাশনিকভ রাইফেলের। ব্যালিস্টিকস ডিপার্টমেন্টের লোকেরা এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছে আগের কোন ঘটনার সাথে গুলিগুলোর মিল আছে কিনা খুঁজে বের করতে, কিন্তু সেরকম কিছু পাওয়া যাবে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্টের রেঞ্জ রোভারটা বাসার সামনেই পার্ক করা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। গাড়িটার লাইসেন্স প্লেট মিলিয়ে দেখা গেছে সেটা জন

BanglaBook.org

লেজেন্ড নামের একজনের নামে নিবন্ধন করা। প্রেসিডেন্টের পছন্দের সঙ্গিতশিল্পী।

"অন্তত ডাক্ট টেপটা থেকে একজনের আঙুলের ছাপ তো পাওয়া গিয়েছে। সেটা থেকে কিছু জানা যেতে পারে," সিক্রেট সার্ভিসের সুসান বললেন।

জবাবে কাঁধ ঝাকালো ন্যাটালি, "কোন অপহরণকারির হতে পারে সেটা কিংবা যে দোকান থেকে কেনা হয়েছে সেখানকার কোন কর্মিরও হতে পারে।"

কুপার মাথা দোলালেন চিন্তিত ভঙ্গিতে, এরপর বললেন, "তোমার কি খবর সুসান? রিপোর্ট করার মত কিছু আছে তোমাদের কাছে?"

"এই যেমন প্রেসিডেন্ট কিভাবে তোমাদের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন?" ওয়েডস বললেন মাঝখান থেকে।

"আহ্, বন্ধ করো, টিম," কুপার বললেন, "সুসান তো আর প্রেসিডেন্টের হারিয়ে যাওয়ার সাথে জড়িত নয়। তিনি স্বেচ্ছাতেই করেছেন যা করার। কেউ তাকে বলেনি রাতের অন্ধকারে হোয়াইট হাউজ থেকে বেরিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে।"

"তোমরা কি বের করতে পেরেছে কিভাবে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি?" ডোনাল্ড জিজ্ঞেস করলেন।

সুসান মাথা নাড়লেন জবাবে, "নাহ পারিনি। আমরা জানি, হোয়াইট হাউজ থেকে বের হবার বেশ কয়েকটা গোপন পথ আছে। কিন্তু বাড়ির ভেতরে ঢুকে তল্লাশি করা ছাড়া সেটা বের করা সম্ভব হবে না।"

"তাহলে হাতুড়ি নিয়ে কাজে লেগে পড়ো," বললেন ওয়েডস।

"তুমি বলতে চাচ্ছো যেন হোয়াইট হাউজের ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর শুরু করি আমরা?" সুসান জিজ্ঞেস করলো। "এটা কোন ছাত্র হোস্টেল না, টিম। প্রেসিডেন্টের বাসভবন।"

তাদের দু-জনের কথা শুনে হেসে ফেললো ইনগ্রিড। সুসান আর টিম নিশ্চয়ই আগে থেকে চেনে একে অপরকে। আর ওর কাছে মনে হচ্ছে কাজের বাইরেও আলাদা কোন সম্পর্ক আছে তাদের মাঝে।

"কোন ভিডিও ফুটেজ পাওয়া গেছে?" রিভস জিজ্ঞেস করলেন।

"ব্যক্তিগত বাসভবনে নজরদারি করা নিষিদ্ধ। প্রেসিডেন্ট সুলিভানের নির্দেশ। দরজার বাইরে অনেক এজেন্ট পাহারা দিলেও দেয়, কিন্তু কোন ক্যামেরা নেই।"

BanglaBook.org

ডোনাল্ড বললেন, "তারমানে হোয়াইট হাউজ থেকে গোপনে নিচের সুড়ঙ্গগুলোতে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে, এ কথা সত্য–"

"এতে কিছু আসে যায় না," ইনগ্রিড বলে উঠলো অবশেষে। "কিভাবে বের হয়েছে সেটা জেনে কি হবে? তিনি বেরিয়েছেন এটাই গুরুত্বপূর্ণ।"

"হুহ্ , আসে যায় না আবার," বিড়বিড় করে বললেন ওয়েডস, "পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে সুরক্ষিত বাসভবন থেকে সিক্রেট সার্ভিসের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেছেন প্রেসিডেন্ট।"

সুসান বলা শুরু করল, "আমরা ইচ্ছে–"

"ইনগ্রিড ঠিকই বলেছে," কুপার বললেন। "কিভাবে বের হয়েছেন তিনি সেটা জেনে আমাদের কোন লাভ নেই। অপহরণের ব্যাপারটার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।"

ওয়েডসের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, "তোমার পালা।"

ওয়েডস লোকটা একটু বিরক্তিকর হতে পারে কিন্তু পুরো পৃথিবীর সন্ত্রাসি আর জঙ্গি সংগঠনগুলো সম্পর্কে তার জ্ঞান সমীহ করার মত। অনেকগুলো সংগঠনের একটা তালিকাও বানিয়েছেন তিনি। তার নিজের ধারণা মধ্যপ্রাচ্যের কোন দল এই কাজের সাথে জড়িত। তবে ইনগ্রিডের কেন যেন মনে হল সেটা একটু অতি কল্পনা হয়ে যাচ্ছে।

তিনি বললেন, "আমি আশা করছি অপহরণকারি যে-ই হোক, দেশ থেকে এখনও বের করতে পারেনি প্রেসিডেন্টকে। কারণ সেরকম কিছু হলে তাকে জীবিত পাওয়ার সম্ভাবনা কম।"

"শুধু প্রেসিডেন্ট না," ইনগ্রিড বললো, "আমার পার্টনারকেও ধরে নিয়ে গেছে তারা।"

"হ্যাঁ, তাকেও," ওয়েড বললেন, "দুঃখিত, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

এসময় দরজা খোলার শব্দে সবার দৃষ্টি সেদিকে ঘুরে গেলো। কিছুক্ষণ আগে জেসিকা নামের যে তরুণ অফিসার খাবার দিয়ে গিয়েছিলো সে কয়েকটা পিৎজার বাক্স নিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

খুশিতে লাফিয়ে উঠলেন ওয়েডস।

এর পরের এক ঘন্টা পেট পুরে খেলো সবাই।

একটার দিকে রিভস আর সুসানের মত মেঝের এক পাশে খালি জায়গায় শুয়ে পড়লো ইনগ্রিড।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

বেশিরভাগ মানুষের কাছে ফেব্রুয়ারির ২৯ তারিখ সাধারণ আরেকটা দিন। কিন্তু আমার কাছে সেটা একটা উৎসবের মত।

বছরের বাড়তি এই দিনটা আমার জীবনে অতিরিক্ত ষাট মিনিট নিয়ে আসে।

খুশিতে লাফাতে ইচ্ছে করছে।

আসলে আটান্ন মিনিট, আজ তিনটা দুইয়ে ঘুম ভেঙেছে আমার।

উঠে বসলাম বিছানায়।

বেইজমেন্টে আমি একা।

অন্তত প্রথমে সেরকমই মনে হয়েছিলো।

ল্যাসি রাতে কোন এক সময় কম্বলের নিচে এসে ঢুকেছিলো। আমার দু পায়ের মাঝখানে ওর উপস্থিতি টের পাচ্ছি। বেশি ঠান্ডা লাগলে এমনটাই করে ও।

কম্বলটা উঠালাম।

এহহে।

ল্যাসি না এটা।

চেস্টার।

ছোট্ট কুকুরটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওর ওজন বড়জোর আট কেজির মত হবে। একদম চুপচাপ শুয়ে আছে, বুক ওঠা নামা করছে না নিঃশ্বাসের তালে তালে।

এক সেকেন্ড কেটে গেলো।

দুই।

তিন।

চার।

নড়ে উঠলো ও।

এখনও বেঁচে আছে।

আপাতত।

কম্বলটা সরিয়ে নেমে গেলাম বিছানা থেকে। চেস্টারকে বিছানার

BanglaBook.org

মাঝখানে শুইয়ে দিয়ে ওপর তলায় চলে আসলাম। লিভিং রুমের সোফায় ঘুমোচ্ছেন বাবা। মারডক সোফার পাশে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে, বাবার হাত ওর পিঠে।

ল্যাসি আর আর্চি কোথায়?

হলওয়ে বরাবর গিয়ে প্রথম বেডরুমটায় উঁকি দিলাম। ইনগ্রিডের বাবা-মা আর বোন ঘুমোচ্ছেন ওখানে।

মাস্টার বেডরুমে বনি, ইসাবেল আর জর্জকে পেলাম। বিছানার অর্ধেকটা জুড়ে শুয়ে আছেন বনি আর বাকি অর্ধেকে ইসাবেল আর জর্জ।

আর্চিকেও দেখলাম।

ইসাবেলের হাতের মাঝে গুটলি পাকিয়ে শুয়ে আছে।

চুপচাপ কিছুক্ষণ ওর ঘুমিয়ে থাকা উপভোগ করলাম। ছোট্ট বুকটা নিঃশ্বাসের তালে তালে উঠছে আর নামছে। এক মিনিট পর ইসাবেলের হাতের ওপর থেকে সাবধানে ওকে তুলে নিলাম।

"কি খবর বাচ্চা," ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ওর কানে।

আমাকে থাবা মারার চেষ্টা করলো ও। ছোট্ট গোফটা তিরতির করে কাঁপছে। আঙুল দিয়ে ওর পেটে হাত বুলিয়ে দিলে আয়েশে চোখ বন্ধ করে ফেললো আর্চি।

খুশি বিড়াল ছানা !

"চল্ , তোর বাপকে খুঁজে বের করি," এই বলে বেরিয়ে আসলাম ঘর থেকে।

তিন নম্বর বেডরুমে উঁকি দিলাম।

আমার আগেই ভাবা উচিৎ ছিল।

ইনগ্রিডের তিন ব্রাইডসমেইড–শার্লট, মেগান আর রেবেকা শুয়ে আছে এই ঘরে। আর ল্যাসি শুয়ে আছে রেবেকা আর মেগানের বুকের ওপর।

"তোর বাপ একটা বদ," আর্চির কানে কানে বলে সাবধানে বেরিয়ে গেলাম।

মিনিস্টার রবার্ট বাদে আর সবাই এখনও আছেন এখানেই। তার বাসা এখান থেকে এক মাইল দূরে, বোধহয় হেঁটেই চলে গেছেন।

আর্চিকে নিয়ে সামনে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম।

রাস্তাগুলো পরিস্কার করা হয়েছে। তবে তাড়াহুড়োর কারণে স্নো প্লোয়ারগুলো সব বরফ রাস্তার দু-পাশে চাপিয়ে রেখেছে কোনমতে। এতে

BanglaBook.org

সেখানে পার্ক করে রাখা গাড়িগুলো সব অতিরিক্ত বরফের নিচে চাপা পড়ে গেছে। বরফের বিশাল চূড়ার মত দেখাচ্ছে।

সেরকমই একটা চূড়ার পেছেনে আমার শৈশবের বাসভবন দেখতে পাচ্ছি। পুলিশের ক্রাইম-সিন টেপ দিয়ে ঘেরা এখনও। রাস্তার ওপর ফেয়ারফক্স কাউন্টি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কতগুলো গাড়ি পার্ক করা আছে। ফেয়ারফক্স পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে এই কেসে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে দেখে একটু অবাকই হলাম। মনে হয় এফবিআই পাহারা দেয়ার কাজের জন্যে তাদের থাকতে দিয়েছে। কিছু না করার চেয়ে অন্তত এটা ভালো।

কেসের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে হলে ইনগ্রিডকে ফোন দিতে হবে। ও নিশ্চয়ই এখন এই তদন্তের সাথে জড়িয়ে গেছে।

প্যান্টের পকেটে হাতড়িয়ে ফোন না পেয়ে মনে পড়লো ওটা ইনগ্রিড নিয়ে গেছে।

বনির ল্যান্ডফোনটা খুঁজে বের করতে এক মিনিট সময় লাগলো। আমার নিজের নম্বরেই কল দিলাম। কিন্তু সরাসরি ভয়েস মেইলে চলে গেল কলটা। আমার নিজের গলা শুনতে পেলাম ওপাশ থেকে। রেকর্ড করে রাখা মেসেজ।

আমার সাথে যোগাযোগ করার আর কোন উপায় নেই ওর, ইমেইল ছাড়া। আর ইমেইল দেখতে হলে ল্যাপটপটা লাগবে। গতকাল তাড়াহুড়োর মধ্যে ওটা নেয়ার কথা মাথায় আসেনি। ভাবলাম একবার দৌড়ে গিয়ে বাবার বাসা থেকে বের করে নিয়ে আসি। কিন্তু পরক্ষনেই বাদ দিয়ে দিলাম সে চিন্তা।

কাল দেখা যাবে।

তাছাড়া, বনির এখানেও নিশ্চয়ই কম্পিউটার আছে।

তার আগে হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিতে হবে আমার।

বাথরুমে গিয়ে চাপমুক্ত হলাম আগে। এরপর হাত মুখ ধুতে গিয়ে দেখি আঙুলগুলো কালো কালির দাগ।

আমার হাতের ছাপ নেয়া হয়েছে।

ঘুমন্ত অবস্থাতেই।

সেটা নিশ্চয়ই জরুরি ছিল তদন্তের জন্যে। আমার হাতের ছাপ না নিলে ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া হাতের ছাপগুলোর সাথে মেলাতে পারতো না। তবুও ঘুমন্ত অবস্থাতেই করা হয়েছে দেখে একটু কেমন জানি লাগলো।

BanglaBook.org

এরপরে আমার চোখে পড়লো ওটা, হাতের উল্টো পিঠে একটা ছোট হৃদয় আঁকা।

নিশ্চয়ই আমার হাতের ছাপ নেবার পুরোটা সময় এখানে ছিল ইনগ্রিড। হয়তো ও নিজের হাতেই করেছে কাজটা।

হাসি হাসি হয়ে উঠলো আমার মুখ। ও আমার স্ত্রী, এটা ভাবতেই ভালো লাগছে।

দ্রুত হাত থেকে কালি উঠিয়ে ফেললাম। এরপর একটা ভেজা তোয়ালে দিয়ে পুরো শরীর মুছে নিলাম। বনির মাস্টার বাথরুমে ঢুকে মাউথ ওয়াশ মুখে নিয়ে কুলি করলাম কয়েকবার। এতক্ষনে একটু মানুষ মানুষ মনে হচ্ছে নিজেকে। রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজ খুললাম ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে।

একটা কাচের বক্সের গায়ে গোলাপি রঙের টেপ সাঁটা আছে, যেখানে লেখা : হেনরির খাবার, কেউ ছোঁবে না।

বনি, ইসাবেলের সাহায্য নিয়ে এক বক্স ভর্তি পাস্তা রান্না করে রেখেছেন আমার জন্যে।

ওটা মাইক্রোওয়েভে গরম করতে দিয়ে একটা কলা আর দুই গ্লাস পানি খেয়ে নিলাম। এরপরে বক্সটা নিয়ে বনি যে ঘরে কম্পিউটারটা রাখেন সেখানে চলে আসলাম।

তিনটা নয় বাজছে।

ঘরে ঢুকে দেখি ডেস্কের ওপর একটা ল্যাপটপ রাখা।

আমার ইমেইল অ্যাকাউন্টে লগইন করে ইনগ্রিডের পক্ষ থেকে কোন নতুন মেইল দেখলাম না। এরপর খবরের পোর্টালগুলোতে ঢুঁ মারলাম।

ঝড় বয়ে যাচ্ছে এখানে।

একমাত্র ৯/১১-এর ঘটনার সাথে তুলনা করা যেতে পারে একে।

প্রেসিডেন্ট সুলিভান অপহৃত!!

দেশজুড়ে আলোচনার ঝড়!

সিক্রেট সার্ভিস বলে কিছু আছে দেশে?!

শতাধিক গ্রেফতার।

এখনও সংবাদমাধ্যমের কাছে তেমন কোন খবর নেই। রেড, ক্যাপ্টেন মার্শাল, বিলি কিংবা আমার বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে কোথাও কিছু লেখা দেখলাম না।

আমার ধারণা আমি বাদে বিয়েতে উপস্থিত অন্য সবাইকে এফবিআই'র

BanglaBook.org

কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শিদের জবানবন্দি নেবার সময় এফবিআই'র লোকজন সবসময় জাতীয় নিরাপত্তা, জাতির বৃহত্তর স্বার্থ–এ ধরণের শব্দ ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া বাইরের কারও কাছে যেন কোন তথ্য না যায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখে কঠোরভাবে।

যাইহোক, তুষারঝড়টার ব্যাপারে একটা প্রতিবেদন পড়লাম। ওয়াশিংটনে এ যাবত কালের সবচেয়ে বড় ঝড় এটা। পুরো আমেরিকাকার দ্বিতীয় বৃহত্তম। ডিসির সব রাস্তা তিন ফিট তুষারে ঢেকে গেছে। অ্যানানডেলে চল্লিশ ইঞ্চি আর মানাসাসে প্রায় উনপঞ্চাশ। আবহাওয়াবিদরা ধারণা করেছিলেন বড়জোড় তিন থেকে পাঁচ ইঞ্চি তুষার জমবে, সেজন্যে কারোরই তেমন কোন প্রস্তুতি ছিল না। শনিবার মধ্যরাত থেকে শুরু হয়ে অবিরতভাবে তুষার ঝড়েছে তো ঝড়েছেই। প্রথমে আস্তে আস্তে তুষার পড়ছিল, এরপর সকাল ছটার দিকে পূর্ণশক্তিতে আঘাত হানে ঝড়। প্রতি ঘন্টায় দুই থেকে তিন ইঞ্চি হারে তুষারপাত হচ্ছিল। দুপুর নাগাদ দেড়ফুট বরফ জমে গিয়েছিলো রাস্তাগুলোতে। হামার ছাড়া রাস্তাগুলো আর কোন গাড়ি চলাচলের উপযোগি ছিল। কারও বাসায় যদি ততক্ষনে খাবার না জমা করা হয় তাহলে ঘোর বিপদে পড়তে হয়েছে তাদের।

এরপরে আরও বিশ ঘন্টা ধরে একই হারে তুষারপাত হয়েছে, এত বেশি তুষার আগে কখনো দেখেনি এ শহরের মানুষ।

তুষারঝড়ে আক্রান্ত হয়েছে এমন জায়গাগুলোর মধ্যে চল্লিশ শতাংশ এখন বিদ্যুৎহীন। পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানি পেপকোর মতে, ঝড়ের কারণে জায়গায় জায়গায় ছিড়ে গেছে বৈদ্যুতিক তার। এক সপ্তাহের আগে সবকিছু স্বাভাবিক হওয়া অসম্ভব। সেসব অঞ্চলের ফোন টাওয়ারগুলোও বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করেছে। জেনারেটর দিয়ে সর্বোচ্চ আঠারো ঘন্টা ব্যাকআপ দেয়া যায়।

ভাগ্যিস আমাদের এখানে সব ঠিকঠাক আছে।

অন্তত এখন পর্যন্ত।

এক চামচ ভর্তি পাস্তা মুখে দিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম যে অবস্থা আরও খারাপ হতে পারতো। এরপর আমার বিয়ের দিনের সব ঘটনার কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

ঘুম থেকে জাগি দুটো উনষাটের সময়।

দুই থেকে তিন ইঞ্চি তুষার জমে থাকতে দেখেছি বাইরে এ সময়।

BanglaBook.org

এরপর স্যুট পরা/বিয়ের অনুষ্ঠান/কেক কাটা/নাচ/ ঘুম।

সাড়ে চারটার দিকে অপহরণকারিরা বাবার দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। ইনগ্রিডের মতে ওদের বন্দি করে বেইজমেন্টের বয়লার রুমে নিয়ে আটকে রাখতে পনের মিনিট সময় লাগে তাদের।

চারটা পঞ্চাশ প্রেসিডেন্টকে নিয়ে নাগাদ বাসা থেকে বের হয়ে যায় তারা।

এই সময়ের মধ্যে বাইরে অন্তত পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চি তুষার জমার কথা।

গাড়িতে করে এরপর নিশ্চয়ই খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি তারা। আর গাড়ির ধরণের ওপরও নির্ভর করবে অনেক কিছু। বরফের রাস্তায় টয়োটা গাড়ি একরকম চলবে আর ফোর্ড আরেকরকম।

অবশ্য এখান থেকে সরাসরি একটা এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেনে উঠে বসতে পারে তারা। কিন্তু সেটা খুব সহজেই ধরে ফেলবে এফবিআই'র লোকজন। তাছাড়া যেরকম তুষারপাত হয়েছে, আমার মনে হয় না এই পরিস্থিতিতে ওড়া সম্ভব।

নাহ, গাড়িতে করেই এই শহর থেকে বাইরে বের হতে হয়েছে তাদের, সেটা তারা চাক কিংবা না চাক। কিন্তু এরকম ঝড়ের মাঝে সেটাও খুব সহজ কোন কাজ না।

ডেলাওয়ার থেকে নর্থ ক্যারোলিনা পর্যন্ত পুরো এলাকায় আঘাত হেনেছে তুষার ঝড়। তাই উত্তর কিংবা দক্ষিণে যাওয়া সম্ভব না কারও পক্ষে। পূর্বদিকে আটলান্টিক। একমাত্র পশ্চিমে গেলেই এখান থেকে বের হয়ে যাওয়া সম্ভব। বোধহয় ভার্জিনিয়ার দিকে গেছে অপহরণকারিরা।

সকাল ন'টায় প্রাত্যাহিক মিটিঙে উপস্থিত থাকতে পারেননি সুলিভান। তখন তাকে নিখোঁজ ঘোষণা করা হয়। এরপরেই নিশ্চয়ই পুরো দেশে সতর্ক অবস্থায় চলে যায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। প্রতিটা রাস্তায় রাস্তায় বসানো হয় চেকপোস্ট। আন্তঃরাজ্য হাইওয়েগুলোতে টহল দেয়া শুরু করে সেনাবাহিনী।

এই সময়ের মাঝেই কোথাও লুকাতে হয়েছে অপহরণকারিদের।

"কিন্তু কোথায়?" জোরে বলে উঠলাম।

কিন্তু কিছুই মাথায় আসলো না।

আমি যদি ঘটনার সময় উপস্থিত থাকতাম তাহলে কি করতাম ? রেড

BanglaBook.org

আর মার্শাল যেমন প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, আমিও কি তেমনি ইনগ্রিডের সামনে দাঁড়াতাম?

সেটাই করতাম বোধহয়।

কিন্তু যে প্রশ্নটা আমাকে বিচলিত করছে সেটা হলো, লোকগুলো জানলো কিভাবে আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সুলিভান? যেখানে আমি নিজেই নিশ্চিত ছিলাম না এ ব্যাপারে।

কাদের জানিয়েছিলেন সুলিভান?

তারা কাকে জানিয়েছিল?

কোনভাবে এই তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই।

আর সেটা অবশ্যই আগের দিন নয়।

কারণ এই কাজ করতে দীর্ঘ পরিকল্পনার দরকার।

আমার মাথা ব্যথা করতে শুরু করায় ল্যাপটপটা বন্ধ করে দিলাম।

তিনটা চৌত্রিশ বাজছে।

3:46 AM

চাঁদের আলোয় জ্বলজ্বল করছে শুভ্র তুষার। জর্জ মনে হয় বাসার দরজা থেকে রাস্তা পর্যন্ত বরফ পরিস্কার করেছে দিনের বেলা। একটা চিকন পায়ে হাঁটা পথ দেখতে পেলাম। মারডক কংক্রিটের ওপর দিয়ে দু'পা হেঁটে পাশের বরফের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো।

আর্চি কাঁপা কাঁপা পায়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বরফের দেয়ালে আঁচড়াতে লাগলো।

হেসে ফেললাম।

ওর কাছে নিশ্চয়ই এই তিন ফিট উঁচু বরফের দেয়ালকেই অনেক লম্বা মনে হচ্ছে।

আরেক পা সামনে এগিয়ে একটা লাফ দিলো ও।

হারিয়ে গেলো তুষারের মাঝে।

সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে ওর মারডক আঙ্কেল খুঁজতে লাগলো ওকে। কিছুক্ষণ পর বরফ খুড়ে ওর গলার বেল্ট খামড়ে ধরে উদ্ধার করলো ব্যাটাকে।

পুরো সাদা হয়ে গেছে আর্চি।

দেখে মনে হচ্ছে হাসছে।

BanglaBook.org

অপেক্ষাকৃত কম বরফ আছে এমন জায়গায় নামিয়ে দিলো ওকে মারডক। আমি ল্যাসির দিকে তাকিয়ে বললাম, "মনে হয় তুষার পছন্দ ওর।"

মিয়াও।

"তুষার ফালতু জিনিস?"

ল্যাসি আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে রেখেছে। বোঝাই যাচ্ছে যে মুখ ভার।

"তুই কি এখনও রেগে আছিস নাকি?"

আমাকে পাত্তাই দিলো না।

"কি এমন ব্যস্ত ছিলি তুই?"

আমার দিকে ঘুরলো ও।

মিয়াও।

"তোর জীবনের সবচেয়ে সেরা ঘুম? তুই তো সবসময়ই ইনগ্রিডের বুকের ওপর ঘুমাস।"

মিয়াও।

"কিন্তু আজ দু-জনের কাছে ঘুমোচ্ছিলি? সেটাও কথা।"

মিয়াও।

"তোকে পুষিয়ে দিতে হবে আমাকে?"

মিয়াও।

"এক হাজারটা বল? তোর তো প্রায় পনেরোটার মত বল আছে।"

মিয়াও।

"ঘন্টা লাগানো বল চাই এখন তোর!"

তুষার তুলে নিয়ে হাতে ছোট একটা বল বানিয়ে ওর দিকে ছুড়ে মারলাম।

থপ করে ওর গায়ে লাগলো ওটা।

চোখ বড় করে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালো ও।

মিয়াও!

"কারণ একটা বাচ্চার মত আচরণ করছিস তুই," এরপর আর্চি আর মারডকের দিকে দেখিয়ে বললাম, "ওদের দেখো, কী সুন্দর মজা করছে। তুইও খেল যা।"

আমার দিকে এখনও তাকিয়ে আছে ব্যাটা।

BanglaBook.org

"যা ছেলের সাথে খেল।"

একবার বড় করে শ্বাস নিয়ে বরফে ঝাঁপ দিলো ও। তিনজন মিলে গড়াগড়ি খেতে লাগলো বরফে।

এক মিনিট পর, আমিও যোগ দিলাম ওদের সাথে।

ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে বাসার দিকে রওনা দিলাম আমরা।

"তোরা কি শুনতে পাচ্ছিস শব্দটা?" হঠাৎ থেমে বললাম।

কিছু একটা ফাঁটার আওয়াজ।

মারডকের দৃষ্টি ওপরের দিকে উঠে গেলো। ওকে অনুসরণ করে ছাদের দিকে তাকালাম।

ছাদের কিনারায় বিশাল এক বরফের চাই জমে আছে। আস্তে আস্তে সেখান থেকে নেমে আসছে সেটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিচে পড়ে যাবে।

আরও এক মিনিট লাগলো ওটার একদম ছাদের কিনারায় আসতে।

এরপরেই ঘটলো ঘটনাটা।

বিকট শব্দ করে পুরো বরফের চাই ঝড়ে পড়তে লাগলো নিচে।

অসাধারণ!

মারডক ডেকে উঠলো জোরে, শব্দে ভয় পেয়েছে।

"সমস্যা নেই," ওকে বললাম, "শুধু বরফ।"

ও শান্ত হয়ে আসলে বনির বাসায় ঢুকে পড়লাম।

বিছানায় উঠছি এমন সময় ল্যাসি বললো এক হাজারটার বদলে পঞ্চাশটা বল দিলেও চলবে। আর এখন ওর কাছে মনে হচ্ছে তুষার জিনিসটা অতটাও খারাপ না।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

"উঠে পড়ো।"

চোখ মেলে তাকালো ইনগ্রিড।

তাশা রিভস দাঁড়িয়ে আছেন ওর পাশে, হাতে একটা কফির মগ। উঠে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ওঠা মগটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো ও।

"ধন্যবাদ," বললো রিভসের উদ্দেশ্যে।

কাপটা পেছনে সরিয়ে নিলেন রিভস, "তোমার জন্যে না এটা।"

ইনগ্রিড বোকার মত একটা হাসি দিলে রিভস ঘুরে কফি মেশিনের দিকে ইঙ্গিত করলেন। বোধহয় ওদের বিশ্রামের মধ্যবর্তি কোন এক সময়ে জেসিকা সেটা নিয়ে এসেছে এখানে।

অন্যদের ডাকার জন্যে ওর সামনে থেকে সরে গেলেন রিভস। ওয়েডস কে পা দিয়ে আস্তে করে খোঁচা মেরে উঠে পড়তে বললেন তিনি। একবার উঠে বসে আবার শুয়ে পড়লো ওয়েডস।

পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করলো ইনগ্রিড–আসলে, হেনরির ফোন এটা। স্ক্রিন চালু করে সময় দেখলো।

চারটা আটান্ন।

একটা মিসকল দেখা যাচ্ছে। হেনরি হয়তো কল করেছিল বনির ল্যান্ড লাইন থেকে। হাসিমুখে ভয়েসমেইলটা একবার শুনলো ও, আপনমনেই একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসলো মুখ থেকে। ওকে একটা ফোন করতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু এখন ঘুমিয়ে পড়েছে ও।

অনেক দিন পর হেনরির অসুখটার কথা ভেবে মনটা একটু খারাপ হলো ওর। কিন্তু প্রতিবারের মতই দূর করে দিলো ভাবনাটা। হেনরির সাথে কাটানো এক ঘন্টা ব্র্যাড পিটের সাথে সারা জীবন কাটানোর চেয়ে ভালো।

আসে আস্তে সবাই জেগে উঠে ইনগ্রিডের যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে আসা শুরু করলো।

বন্দর কর্তৃপক্ষের ডোনাল্ড চোখ কচলে বলে উঠলেন, "আমি লেন্স পড়েই ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম।"

সিক্রেট সার্ভসের সুসান তার হাতের কাপটা নামিয়ে রেখে চেয়ারের

BanglaBook.org

ওপর থেকে নিজের পার্সটা তুলে নিলেন। কিছুক্ষণ পর ভেতর থেকে একটা ছোট আই ড্রপ বের করে ডোনাল্ডের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি, "এটা কাজে আসবে।"

"ওহ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে," এই বলে তার হাত থেকে ড্রপটা নিয়ে সাথে সাথে চোখে কয়েক ফোটা ঢেলে দিলেন ডোনাল্ড। "ভালো লাগছে এখন," কিছুক্ষণ পর বললেন।

ওরা ছয়জন–কুপারকে কোথাও দেখলো না ইনগ্রিড–কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে এটা সেটা নিয়ে আলাপ করতে লাগলো। ইনগ্রিডই প্রথম পড়ে থাকা পিৎজার বক্সগুলোর একটা খুলে এক স্লাইস ঠান্ডা পিৎজা তুলে নিলো।

ওকে অনুসরণ করলো সবাই।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে," ফরেনসিকের ন্যাটালি বললেন।

"ঠান্ডা পিৎজার তুলনা হয় না," ইনগ্রিড সম্মতি জানিয়ে বললো।

"হ্যাংওভারের পর আরো বেশি ভালো লাগতো," রিভস বললেন।

হাসির রোল উঠলো।

এরপরে সবাই তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলে আসা স্মৃতিগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন।

ন্যাটালি মিশিগান বিশ্যবিদ্যালয়ে পড়েছেন।

সুসান গ্রেগটাউনে।

রিভস, ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটি।

ইনগ্রিডের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন কেটেছে ম্যারিল্যান্ডে।

খেলোয়াড় কোঠায় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন ওয়েডস।

আর ডোনাল্ড পড়েছেন ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথে।

"আর কুপার?" জিজ্ঞেস করলেন সুসান, "তিনি কোথায় পড়েছেন?"

"টেম্পল," কুপারের গলার স্বর শুনতে পেলো ওরা। কখন ভেতরে এসেছেন সেটা টের পায়নি কেউ। এক মিনিটের জন্যেও ঘুমোননি, যদিও সেটা তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই। চুল এখনও সুন্দর ভাবে আঁচড়ানো অবস্থায় আছে, গলার স্বরও একদম স্বাভাবিক, "ওদের রাগবি দলের ক্যাপ্টেন ছিলাম আমি।"

"তাই নাকি!" সমীহের সুরে বলে উঠলেন ওয়েডস।

BanglaBook.org

এক স্লাইস ঠান্ডা পিৎজা তুলে নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের কথা ওদের শোনালেন তিনি। একটুর জন্যে বিগ ইস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ হাতছাড়া হয়ে যায় তাদের। এরপরেই কাজের কথায় ফেরত আসলেন, "জেসিকা পাশের একটা হোটেল থেকে টয়লেট্রিজের ব্যবস্থা করেছে, বাথরুমে রাখা আছে ওগুলো। সবাই হাতমুখ ধুয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসো এখানে।"

কথা মানলো ওরা।

ইনগ্রিড একটা ছোট ব্রাশ দিয়ে দাঁত মেজে দ্রুত হাতমুখ ধুয়ে নিলো।

ফোনে সময় দেখলো।

পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেছে।

হেনরির কথা মনে হলো।

ওর পুরো জীবনটাই এমন।

ফোনটা না ধরতে পারার জন্যে গাল দিলো নিজেকে মনে মনে।

3:46 AM

কুপার গত কয়েক ঘন্টা কাটিয়েছেন হোয়াইট হাউজের মিটিং রুমে। সেখান থেকে যা যা জেনেছেন সবকিছু খুলে বললেন ওদের।

সারাদেশের এফবিআই এজেন্টরা তাদের রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যের লোক বেশি যে অঞ্চলগুলোতে সেদিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশি। কিন্তু কিছুই জানা যায়নি।

ইনগ্রিডের একটু অপরাধবোধে ভুগতে লাগলো।

না জানি কত নিরপরাধ আরব লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আর সেটা ওর দেয়া বর্ণনার কারণেই।

সিআইএ'র হাতেও এখন পর্যন্ত সূত্র আসেনি। পুরো বিশ্বে প্রায় আড়াই লাখ সার্ভেইলেন্স ক্যামেরার নেটওয়ার্ক হ্যাক করেও কোন লাভ হয়নি।

পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে প্রেসিডেন্টকে খুঁজে বের করার জন্যে।

টিএসএ গত তিন মাসে দেশে আগত প্রত্যেক পর্যটকের তথ্য খুঁটিয়ে দেখছে। মেক্সিকো আর কানাডার এজেন্সিগুলোর সাথেও কাজ করছে তারা।

সেনাবাহিনী মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত তাদের প্রত্যেক গুপ্তচরকে কাজে লাগিয়ে রেখেছে এই কেসে।

BanglaBook.org

ভাইস প্রেসিডেন্ট, ফার্স্ট লেডির সাথে একটা যৌথ সংবাদ সম্মেলন করার কথা ভাবছেন। পঁচিশতম সংশোধনি অনুযায়ি তিনিই এখন দেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট।

"আটচল্লিশ ঘন্টাও হয়নি সুলিভানের অপহরণের ঘটনার," মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন সুসান, "আর কোর্টনির হাতে ক্ষমতা চলে গেছে।"

"তোমরা যদি তাকে চোখের আড়াল হতে না দিতে..." কথাটা শেষ না করে কাঁধ ঝাকালেন ওয়েডস।

ভাইস প্রেসিডেন্ট টেড কোর্টনিকে ইনগ্রিডেরও প্রথম পছন্দ না। সুলিভানের বিরুদ্ধে যখন মনোনয়নের জন্যে লড়েছিলেন তিনি, অষ্টম হয়েছিলেন বেসরকারি পোলগুলোতে। কিন্তু সুলিভান সুযোগ দেন তাকে। ইনগ্রিডের কাছে লোকটাকে বরাবরই একটু নাটুকে মনে হয়েছে। মধ্যরাতের টক-শোগুলোতে কথা বলার জন্যে হয়তো ঠিক লোক তিনি, কিন্তু দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তির পদের জন্যেই মোটেও ঠিক নন।

"কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে কাউকে না কাউকে তো দরকার আমার," ডোনাল্ড বলে উঠলেন,

"কোথাও যদি পারমাণবিক আক্রমন করতে হয়, সুইচে চাপ দেয়ার জন্যে কাউকে থাকতে হবে।"

কথাটা আমলে নিলো না ইনগ্রিড, "অপহরণকারিদের পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়েছে?"

"না এখনও," কুপার বললেন।

এ সময় ফোন বেজে উঠলে ওদের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন তিনি।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, "বোধহয় বেশি তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে ফেলেছি আমি।"

3:46 AM

ল্যাপটপ বের করে একটা ভিডিও চালু করলেন কুপার। "এটা কিছুক্ষণ আগে ছড়িয়ে পড়েছে ইন্টারনেটে," বললেন তিনি।

মধ্যপ্রাচ্যেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রেসিডেন্টকে।

ইনগ্রিডের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেলো কিছুক্ষণের জন্যে, তারপর আবার ঠিক হয়ে গেলো।

BanglaBook.org

কুপার আবার শুরু থেকে চালালেন ভিডিওটা।

পর্দায় দু-জন অপহরণকারিকে দেখা যাচ্ছে। পুরো দেহে কালো পোশাক তাদের। বিলি আর প্রেসিডেন্ট সুলিভানকেও দেখতে পেলো ওরা। মুখ টেপ পেঁচিয়ে আটকে রাখা হয়েছে তাদের।

চেপে রাখা একটা শ্বাস ছাড়লো ইনগ্রিড।

"ধুর," রিভস বলে উঠলেন, "তাদের মধ্য প্রাচ্যে নিয়ে গেছে ওরা।"

অপহরণকারি দু-জন হাটু গেঁড়ে বসতে বাধ্য করলো প্রেসিডেন্ট এবং বিলিকে।

একটু ভয় ভয় হতে লাগলো ইনগ্রিডের।

তৃতীয় আরেকজন অপহরণকারি প্রবেশ করলো পর্দায়। তার গালে দাড়ি আছে, পরনে কালো পোশাক।

আরবি ভাষায় কথা বলা শুরু করলো সে।

ওয়েডস সেটা ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনাতে লাগলেন ওদের।

"আমরা আরএসই, আইসিসের সাথে একাত্মতা ঘোষনা করছি। আমেরিকাকার প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করেছি আমরা।"

এটুকু বলে প্রেসিডেন্ট আর বিলির দিকে তাকালো লোকটা।

তাদের দু-জনের চেহারায় ভয়ের ছাপ চোখ এড়ালো না ইনগ্রিডের।

তারা জানে তাদের জীবনের কাটা এখন পেন্ডুলামের মতো দুলছে।

এ সময় কিছু একটা ফেঁটে পড়ার আওয়াজে জমে গেলো পর্দার সবাই।

"ওখানে স্বাভাবিক এরকম শব্দ," ওয়েডস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "সরকারের পক্ষ থেকে করা কোন মিসাইল স্ট্রাইকের আওয়াজ হয়তো।"

আবার ক্যামেরার দিকে চোখ ফেরালো লোকটা, বললো, "তোমাদের প্রেসিডেন্টকে আর এই লোকটাকে বাঁচাতে হলে, আমেরিকাকাকে দু-দিনের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সব সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। ইরাকি স্থানীয় সময়ে বেলা দুটোর মধ্যে। তাহলে প্রেসিডেন্টকে সহি সালামতে ফেরত পাঠাবো আমরা। আর আমাদের কথা না মানলে প্রেসিডেন্ট জ্যান্ত ফিরবে না।"

ভিডিওটা বন্ধ হয়ে গেলো।

3:46 PM

"দু-দিন পর, ইরাকি স্থানীয় সময় দুটোর মধ্যে?" ন্যাটালি জিজ্ঞেস করলেন। "আমাদের ওয়াশিংটনের সময় অনুযায়ি সেটা কখন?"

"ওখানের সময় আমাদের চেয়ে আট ঘন্টা এগিয়ে," ওয়েডস উত্তর দিলেন।

BanglaBook.org

"তারমানে দু'দিন পর ভোর-রাত চারটার মধ্যে," ন্যাটালি হিসেব করে বললেন। "সেদিন বুধবার।"

ইনগ্রিড ফোনের দিকে তাকালো।

পাঁচটা ছাপ্পান্ন।

"আমাদের হাতে ছেচল্লিশ ঘন্টা আছে এখনও," বললো সে।

"কিসের জন্যে?" ওয়েডস জিজ্ঞেস করলেন। "মধ্যপ্রাচ্য থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবার জন্যে? সেটা চাইলেও সম্ভব না। আর আমাদের সরকার কারও সাথে চুক্তি করে না।"

"আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম..." ইনগ্রিড বললো, "...আমাদের হাতে ছেচল্লিশ ঘন্টা আছে প্রেসিডেন্ট আর বিলিকে খুঁজে বের করার জন্যে।"

3:46 AM

বিলি দীর্ঘ একটা শ্বাস ছাড়লো নাক দিয়ে। মুখ বন্ধ অবস্থায় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। এখনও যে বেঁচে আছে সেটাই অনেক, দু-ঘন্টা আগেও এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না ও। ভিডিওটা যখন করা হচ্ছিল ভেবেছিল তখনই হয়তো মেরে ফেলা হবে তাকে।

মনে মনে প্রার্থনা করাও শুরু করেছিলো। ছোটবেলায় এই প্রার্থনাটা করতো ও।

ঘরের অন্য পাশে থাকা প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালো। কোথায় আছে ওরা এটা বুঝতে পারছে না এখনও।

হেনরির বাবার বাসার দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার পরে রেড আর ওর ক্যাপ্টেন মার্শালকে গুলি করেছে লোকগুলো। ভেবেছিলো ওকেও গুলি করবে।

কিন্তু সেটা হয়নি।

এমন না যে, সব চুপচাপ সহ্য করছিল ও। হাত বাঁধার সময়ে একজনের কোমরে গোজা বন্দুকের বাট ধরে টান দিয়েছিলো, কিন্তু লাথি মেরে ওকে সরিয়ে দেয়া হয়।

ভেবেছিল তখন গুলি করবে।

কিন্তু সেটাও হয়নি।

এরপর ইনগ্রিড, তার বাবা-মা আর অন্য সবাইকে বেজমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। বিলি ভেবেছিলো তাকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু সেটা না করে এক অপহরণকারি তার নাকে একটা কাপড় চেপে ধরে।

BanglaBook.org

ওটাতে ক্লোরোফর্ম ছিল বোধহয়।

কয়েকবার জ্ঞান ফিরেছিল ওর, কিন্তু চোখ বাঁধা ছিল। একবার মনে হয়েছিল গাড়িতে আছে ও, পরে একবার প্লেনে। কিন্তু প্রতিবার একটু নড়ে ওঠার সাথে সাথে আবার কাপড়টা চেপে ধরা হয়েছে ওর নাকে। চারপাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে।

অবশেষে এখানে জেগে ওঠে ও।

ঘরটা একদম ছোট, ঠিকমতো দাঁড়ানোও যায় না। চারপাশে ময়লা।

দরজার নিচ দিয়ে মৃদু আলোর রেখা ভেতরে প্রবেশ করছে। বিলি প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালো।

"আপনি ঠিক আছেন?" জিজ্ঞেস করলো ও। যদিও মুখ বন্ধ অবস্থায় একটা দুর্বোধ্য আওয়াজের মত শোনালো শব্দটা।

প্রেসিডেন্টও ওর মত করেই জবাব দিলেন।

বিলি হাতের বাঁধনগুলো ছোটানোর চেষ্টা করলো আরেকবার। পিঠমোড়া করে বাঁধা হয়েছে ওকে। এক চুলও ঢিল করতে পারেনি, খুব শক্ত করে বাঁধা হয়েছে।

মুখের টেপটা অসহ্য ঠেকছে এখন ওর কাছে। পুরনো একটা স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে। অবশ্য সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ঘটনা।

কিছুক্ষণ আগের ভিডিও করার ঘটনার সময় বলা একটা কথাও বুঝতে পারেনি বিলি। কিন্তু এটুকু বুঝেছে যে ওদের মুক্তিপণ হিসেবে কিছু চাওয়া হচ্ছে। আর সেজন্যেই এখনও বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তবে খুব সহজে মুক্তি পাবে বলে মনে হচ্ছে না। লোকগুলো কারা সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই ওর, তবে কেন যেন আচার ব্যবহারে তাদের অনারব বলে মনে হচ্ছিল ওর।

যাইহোক, এখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজতে হবে ওকে।

এসময় দরজা খুলে একজন অপহরণকারি প্রবেশ করলো ভেতরে। প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে তাকে দাঁড় করালো। এ সুযোগে বাইরে উঁকি দেয়ার চেষ্টা করলো বিলি, কিন্তু কিছু চোখে পড়লো না। সুলিভানকে দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগলো লোকটা। ঘাড় ফিরিয়ে বিলির দিকে তাকালেন তিনি। দৃষ্টিতে সাহায্যের আকুতি।

কিন্তু কিছুই করার নেই বিলির।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

ভিডিওটা ইউটিউবে বিশ লক্ষ বার দেখা হয়ে গেছে এর মধ্যে।

এর মধ্যে আমিই দেখেছি সাতবার।

আট নম্বর বারের মত দেখছি এখন। প্রতিবারই নতুন কিছুর প্রতি মনোযোগ দেই–বিলির মুখের ভাবভঙ্গি, প্রেসিডেন্ট সুলিভানের আচরণ, অপহরণকারির চোখ। এছাড়া নিচে ভেসে বেড়ানো কথাগুলো তো আছেই।

'তোমাদের প্রেসিডেন্ট আমাদের কাছে...'

বাবা আমার কাধের পেছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখছেন। তিনি নিজে কতবার দেখেছেন ভিডিওটা চিন্তা করলাম। সব টিভি চ্যানেলেও নিশ্চয়ই এখন দেখানো হচ্ছে এটা।

আমেরিকাকাকে দু-দিনের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সব সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে।'

ভিডিও চলাকালীন সময়ে পেছনের আওয়াজের প্রতি মনোযোগ দিলাম। অপহরণকারিরাও জমে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে।

ওখানকার নিয়মিত ঘটনা এটা।

'তাহলে প্রেসিডেন্টকে সহি সালামতে ফেরত পাঠাবো আমরা। আর আমাদের কথা না মানলে প্রেসিডেন্ট জ্যান্ত ফিরবে না।'

আমার মনে হয় না বেঁচে ফিরবেন তিনি।

"ইরাকে আমাদের কতজন সৈন্য আছে?" বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সারাদিন নিশ্চয়ই এসব নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছেন।

"কোথাও লেখা সাড়ে তিন হাজার আবার কোথাও কোথাও দেখলাম প্রায় চার হাজার।"

"এটা কি সম্ভব?" জিজ্ঞেস করলাম, "চার হাজার সৈন্যকে এ সময়ের মধ্যে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব হবে?"

"না।"

"কোনভাবেই কি সম্ভব না?"

"হয়তো সম্ভব," কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিলেন তিনি। "কিন্তু সরকার সেরকম কিছু করবে বলে মনে হয় না।"

BanglaBook.org

একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করলাম। ইরাক আমাদের এখান থেকে আট ঘন্টা এগিয়ে। কালকে এখানে যখন দুপুর তখন ইরাকে বিকেল চারটা বাজবে। সময়সীমা যখন শেষ হবে ঠিক তার আগ দিয়েই ঘুমিয়ে পড়বো আমি।

"পুলিশের লোকজন কি এখনও আছে বাইরে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"নাহ, কাল রাতে চলে গেছে ওরা।"

"আপনি গিয়েছিলেন নাকি বাসায়?"

"দুই মিনিটের জন্যে গিয়ে কিছু জামা-কাপড় নিয়ে এসেছি। এখনও রক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছ সেখানে।"

কার্পেট পরিস্কারের লোকজন আসতে দেরি আছে। আমার ধারণা কার্পেটটাই সরিয়ে ফেলবেন বাবা। নতুন কিছু লাগাবেন সে জায়গায়।

জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"হ্যাঁ, কিন্তু হার্ডওয়্যারের দোকান খুলতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে।"

"জর্জ সাহায্য করবে নিশ্চয়ই আপনাকে। অন্তত পুরনোটা সরিয়ে ফেলতে।"

জর্জ এখনও ওর পিকআপটা তুষারের ভেতর থেকে বের করতে পারেনি। অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে আছে তুষারে।

"ভালো বলেছো," বাবা বললেন, "ওকে জিজ্ঞেস করে দেখবো আমি।"

তাকে জানালাম যে কিছুক্ষণের জন্যে বাসায় যাবো আমি।

তিনটা তের বাজছে এখন।

3:46 am

মারডক, ল্যাসি আর আর্চি যোগ দিলো আমার সাথে।

আর্চিকে এক হাতে ধরে অন্য হাত দিয়ে সামনের দরজাটা খুলে ফেললাম।

ওকে নিচে নামিয়ে রেখে বাতি জ্বালিয়ে দিলাম।

প্রথমেই কার্পেটের ওপর রক্তের দাগ চোখে পড়লো আমার।

"ওগুলোর কাছে যাবি না," তিন মাস্তানের উদ্দেশ্যে বললাম। এরইমধ্যে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেছে ওরা।

BanglaBook.org

বাবার লিভিংরুমে একবার নজর বোলালাম। শেষবার যেমন দেখেছিলাম সেরকমই আছে সব কিছু। এফবিআই'র লোকজন নাড়াচাড়া করেনি কিছু। করলেও আগের জায়গায় রেখে দিয়েছে সব জিনিস।

বেদিটার দিকে তাকালাম।

তিন দিন আগে এখানে দাঁড়িয়েই ইনগ্রিডকে বিয়ে করি আমি।

মনে হচ্ছে সেটা কয়েক মাস আগের ঘটনা।

বাবার এখানে ল্যান্ডফোন নেই। বনির বাসা থেকে ইনগ্রিডকে ফোন না দেয়ার জন্যে মনে মনে নিজেকে গালি দিলাম।

ওকে একটা ইমেইল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।

দুই সেকেন্ড লাগলো ল্যাপটপটা খুঁজে বের করতে।

রান্নাঘরের টেবিলের ওপর ওটা। স্ক্রিন কালো হয়ে আছে ওটার। কয়েকটা বাটনে চাপ দিলাম। চার্জ শেষ, ল্যাপটপের ব্যাটারি তো চার দিন টিকবে না।

দৌড়ে আমার ঘরে গিয়ে চার্জার খুঁজে বের করলাম। বাবার ঘরে উঁকি দিলাম একবার। আর্চি আর ল্যাসি দু-জনেই বিছানার নিচে ঢুকে আছে আর মারডক ওর বিশাল থাবা বাড়িয়ে ওদের ধরার চেষ্টা করছে।

দেখে মনে হচ্ছে মজায় আছে তারা।

গর্দভের দল।

নিচে এসে ল্যাপটপে চার্জারের তার লাগালাম।

ঘুম থেকে ওঠার পর বনির তৈরি করে রাখা গ্রিলড চিজ স্যান্ডউইচ খেয়েছিলাম, তবুও আবার ক্ষিধে পেয়ে গেলো। দুটো এনার্জি বার আর এক বোতল গ্যাটোরেড বের করে নিলাম ফ্রিজ থেকে।

দাঁড়িয়ে থেকেই ইমেইল অ্যাড্রেসে লগইন করলাম।

এখনও কোন ইমেইল আসেনি ইনগ্রিডের পক্ষ থেকে।

ওর উদ্দেশ্যে একটা ইমেইল টাইপ করা শুরু করে জমে গেলাম।

আমি এত বড় গর্দভ কেন?

ভিডিও রেকর্ডিংগুলো বের করার সময় আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেলো।

আমার ল্যাপটপটা রান্নঘরের টেবিলে রাখার উদ্দেশ্য ছিল বিয়ের পুরো অনুষ্ঠানটা ভিডিও করা।

একটা সফটওয়্যার ইন্সটল করেছিলাম যেটা দিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময়

BanglaBook.org

পর্যন্ত ভিডিও করা যায়। আমি শুরুর সময় দিয়েছিলাম ২:৪৫ আর শেষ হবার সময় দিয়েছিলাম ৫:০০ টায়। প্রথমে অবশ্য ৪:০০ টা ঠিক করেছিলাম, পরে এক ঘন্টা বাড়িয়ে দেই। আমি ঘুমানোর সাথে সাথে তো আর অনুষ্ঠান শেষ হবে না।

সর্বশেষ ভিডিওটায় ক্লিক করলাম।

দুই ঘন্টা পনের মিনিটের ওটা।

অপহরণের সময়টুকুও নিশ্চয়ই রেকর্ড হয়েছে।

ভিডিওটা টেনে সাড়ে চারটার সময় আনলাম। সবাই নাচছে।

অন্য সময় হলে ইনগ্রিড আর ওর বান্ধবিদের এরকম একটা গানে নাচতে দেখে হেসে উঠতাম। অন্য সবাই ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আর তালি দিচ্ছে। তিরিশ সেকেন্ড পর ব্যাপারটা ঘটলো, যেটার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি। গানের কারণে দরজা ভাঙার শব্দ অতটা জোরে শোনা গেলো না। সবার দৃষ্টি সেদিকে ঘুরে গিয়েছে।

অপহরণকারিদের দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তাদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সবাইকে শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিচ্ছিল নিশ্চয়ই, কারণ হাটু গেঁড়ে বসে পড়েছে ওরা। ইনগ্রিড আর বিলি একে অপরের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে কিছু একটা বললো। একদম শান্ত ওরা দু-জন। অন্য সবাই কাঁপছে ভয়ে। রেবেকা তো কেঁদেই দিয়েছে।

রেড আর মার্শালকে দেখা যাচ্ছে না। তারা নিশ্চয়ই প্রেসিডেন্টের সামনে।

কি ঘটছে বুঝতে পারছি না। কিন্তু কিছুক্ষণের পর দুটো আওয়াজ শুনলাম। এরপর খানিক বিরতি দিয়ে আবার একই রকম শব্দ।

"ধুর," বলে উঠলাম।

কেন বাহাদুরি দেখাতে গিয়েছিল মার্শাল?

ওদের কথা শুনলে কি হতো?

কিন্তু আমি জানি কেন।

প্রেসিডেন্টের জীবন বাঁচানোর এটাই একমাত্র উপায় ছিল। ওরা দু-জন বুঝতে পেরেছিলো কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিল লোকগুলো। তারা বাঁধা না দিলে প্রেসিডেন্টকে হয়তো মেরেই ফেলতো ওরা।

ইনগ্রিড দু-হাত দিয়ে চেপে রেখেছে মুখ।

এসময় অপহরণকারিদের পর্দায় দেখা গেলো। ইনগ্রিড যেমনটা বর্ণনা

BanglaBook.org

করেছিলো। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো কাপড় পরনে। কালো মুখোশের ফাক দিয়ে শুধু চোখজোড়া দেখা যাচ্ছে। দু-জন সবার দিকে বন্দুক তাক করে রাখলো আর আরেকজন সবার কাছ থেকে ফোন, আঙটি এসব খুলে নিয়ে ব্যাগে ভরে। কাজ শেষে প্রত্যেককে শক্ত করে বেঁধে ফেলা হলো দড়ি দিয়ে। ডাক্ট টেপ দিয়ে মুখও আটকে দিলো।

সুলিভানকে দিয়ে শুরু করলো তারা।

চিবুক ধরে তার চেহারা উঁচু করে ধরলো একজন।

তাদের উদ্দেশ্যে কিছু একটা বললেন তিনি কিন্তু গানের আওয়াজের কারণে শোনা গেলো না। সুলিভানকে বাঁধা শেষ করে ইনগ্রিডের বাবার দিকে এগিয়ে গেলো তারা। এরপর ওর মা, ইসাবেল, মিনিস্টার রবার্ট।

ইনগ্রিডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা।

হাত আপনা-আপনি মুঠো হয়ে গেলো আমার। নখ বসে যাচ্ছে তালুতে।

ওকে তল্লাশি করে ফোন না পেয়ে হাত থেকে আঙটিটা খুলে নিয়ে অন্য সব কিছুর সাথে রেখে দিলো। ইনগ্রিডের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে হাত খোলা থাকলে অবস্থা খারাপ করে দিতো লোকগুলোর, কিন্তু সে মুহূর্তে মুখে কিছু বললো না ও।

এরপরে বিলির দিকে এগিয়ে গেলো লোকগুলো।

ওদের একজনের বন্দুকের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো সে। বন্দুকের বাট ধরে প্রায় বেরও করে ফেলেছিল কিন্তু আরেকজন অপহরণকারি এসে লাথি মেরে সরিয়ে দিলো ওকে। এরপর এলোপাথাড়ি কয়েকটা লাথি কষাল পেট বরাবর।

মাটিতে পড়ে গেলো বিলি। শক্ত করে ওকে বেঁধে ফেললো একজন।

সবাইকে বাঁধা হয়ে গেলে একজন একজন করে তাদেরকে বেজমেন্টে নিয়ে যেতে লাগলো অপহরণকারিরা। ওখানে নিয়ে নিশ্চয়ই পা'ও বেঁধে ফেলা হচ্ছে সবার।

বিলি আর সুলিভানের পালা আসলে তাদের মুখের ওপর দুটো কাপড় চেপে ধরলো অপহরণকারিরা। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে গেল দু-জনই।

এরপর দু-জন অপহরণকারি উধাও হয়ে গেল।

আমি জানি কোথায় গিয়েছে তারা।

BanglaBook.org

ওপর তলায়।

কেউ লুকিয়ে আছে কিনা দেখতে।

আমাকে নিশ্চয়ই ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছিলো তারা। হয়তো জাগাবার চেষ্টাও করেছিলো। আবার এমনটাও হতে পারে, আগে থেকেই আমার অসুখটা সম্পর্কে জানতো লোকগুলো। আমাকে আমার ঘরে রেখে নিশ্চয়ই এর পরে বাবার ঘরে গিয়েছিল তারা, সেখানে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায় দুই আসামিকে।

মারডককে প্রথমে দেখা গেল পর্দায়। ওপর থেকে নেমে এসে শান্তভাবেই বেইজমেন্টের দিকে হেঁটে গেলো ও।

"ভীতুর ডিম," বলে উঠলাম।

ল্যাসি অত সহজে ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়। একজন অপহরণকারির মুখ বরাবর থাবা বসালো ও।

"সাব্বাশ।"

স্ক্রিনের নিচে তাকিয়ে দেখলাম আর কতক্ষন বাকি আছে ভিডিওটার।

তিন মিনিট।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসলো মুখ থেকে। তেমন কিছুই জানা গেলো না ভিডিওটা থেকে। ইনগ্রিড যা যা বলেছে সেরকমটাই দেখা গেছে ভিডিওটাতে।

এরপরেই ঘটনাটা ঘটলো।

অপহরণকারিদের একজন পেছনের টেবিলের দিকে হেঁটে গেলো।

কেকটা ওখানেই রাখা।

এক হাতে অনেকটুকু কেক তুলে নিয়ে আরেকহাত দিয়ে মুখোশটা উঁচু করে ধরলো।

বিস্ময়ে মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বের হয়ে আসলো আমার।

লোকটা আরবিয় নয়।

শ্বেতাঙ্গ।

আর তার গলার ট্যাটুটা দেখে মনে হচ্ছে সে রাশিয়ান!

BanglaBook.org

3:46 AM

কয়েক বছর আগে রাশিয়ান একটা কোম্পানির শেয়ার কিনেছিলাম আমি। এর আগে অবশ্য ভালোমতো অনুসন্ধান চালিয়ে নিয়েছি। প্রায় বিশ মিনিট

ধরে–আমার জন্যে সেটাই অনেক সময়। তখন কয়েকটা ওয়েবসাইটে রাশিয়ান অক্ষর চোখে পড়েছিলো আমার। ওদের 'B' অক্ষরটা একটু অন্যরকম।

কিছুক্ষণ পর রাশিয়ান লোকটার গলায় আকানো ট্যাটুটার অর্থ বের করলাম।

পাপে বসবাস, পাপেই মৃত্যু।

দার্শনিক উক্তি।

কোন মুসলমানের গায়ে আর যাই হোক ট্যাটু থাকবে না। তারমানে রাশিয়ানরা চাচ্ছে যাতে সবাই ভাবে, কোন জঙ্গি সংগঠন অপহরণ করেছে প্রেসিডেন্ট সুলিভানকে।

দৌড়ে উপরে গিয়ে আমার সাঙ্গপাঙ্গদের উদ্দেশ্যে বললাম, "তাড়াতাড়ি আয় সবাই, এখনি বনির বাসায় ফিরতে হবে।"

দ্রুত রাস্তা পার হলাম আমরা। এক হাত দিয়ে চেপে রেখেছি ল্যাপটপ।

"কি ব্যাপার?" দৌড়ে বাবার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ল্যাপটপটা টেবিলে রেখে তার উদ্দেশ্যে বললাম, "আপনাদের জানাইনি আমি, কিন্তু আমার ল্যাপটপের ওয়েবক্যাম দিয়ে পুরো বিয়ের অনুষ্ঠানটা ভিডিও করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম।"

"কিন্তু তোমাকে তো আমি বলেছিলাম যে বনি আছে সে দায়িত্বে।"

"আমি জানি," তাকে থামিয়ে বললাম। "কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল যেন আমার ল্যাপটপেও ভিডিওটা থাকে। এরপরে এটা দিয়ে ইনগ্রিডের জন্যে কিছু একটা বানাতাম। কিন্তু সেটা বিষয় না, অপহরণকারিদের আক্রমনের ঘটনাও রেকর্ড হয়ে গিয়েছে ল্যাপটপে।

চোয়াল ঝুলে গেলো বাবার।

"শুধু তাই নয়, একজন অপহরণকারি কেক খাওয়ার জন্যে মুখোশ উঁচু করে ধরেছিল। তার গলা আর মুখের অর্ধেকটা দেখা যায় সে সময়। আমার ধারণা লোকটা রাশিয়ান।"

"রাশিয়ান?"

তাকে ট্যাটুর ব্যাপারটা খুলে বললাম।

"ভিডিওটা ইনগ্রিডকে পাঠাও এখনি।"

BanglaBook.org

"ইমেইল করে দিয়েছি আমি," এই বলে ফোনটা তুলে নিলাম।
আমার নম্বরে ফোন দিলাম।
কেউ ধরলো না।
আবার ফোন দিলাম।
কেউ ধরলো না।
আবার।
অবশেষে ওপাশ থেকে ইনগ্রিডের গলার স্বর ভেসে এলো।
ওকে ভিডিওটার ব্যাপারে খুলে বললাম।
"ওহ্ ঈশ্বর!" এটুকুই বলা সম্ভব হলো ওর পক্ষে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

"ওহ্ ঈশ্বর!" ফোনটা কানে চেপে রেখেছে ইনগ্রিড। হেনরি যা যা বললো সেগুলো হজম করার চেষ্টা করছে।

হেনরির সাথে আরও পাঁচ মিনিট কথা বলতে ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু সেটা সম্ভব না।

কাজে লেগে পড়তে হবে ওকে।

"তোমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে ভীষণ," ফোনে বললো ইনগ্রিড, "বাসায় এসে আলাপ করবো।"

"আমি অপেক্ষায় থাকবো," হেনরি জবাব দিলো, "আগে বিলিকে খুঁজে বের করো তোমরা।"

"আর প্রেসিডেন্টকে।"

"হ্যাঁ, তাকেও।"

ফোনটা কেটে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ও। মিটিং রুমের হালকা আলোতে অন্য ছয়জনকে দেখা যাচ্ছে। কুপারও ঘুমিয়ে নিচ্ছেন কিছুক্ষণের জন্যে। সবাই মেঝেতে ঘুমালেও কুপার ঘুমোচ্ছেন একটা চেয়ারে।

দীর্ঘ, ক্লান্তিকর একটা দিন কেটেছে সবার।

পুরো বিশ্বজুড়ে এখন খোঁজ চলছে প্রেসিডেন্টের আর টাস্ক-ফোর্সের কাজ ছিল সব এজেন্সির পাঠানো রিপোর্ট পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান–সব ধরণের এজেন্সিই তাদের নিজ নিজ গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্যে আরোহিত তথ্য ওদের কাছে পর্যালোচনার জন্যে পাঠিয়েছে। এরকম দাপ্তরিক কাজ করে অভ্যেস নেই ইনগ্রিডের, ক্রাইম-সিনে কাজ করে অভ্যস্ত ও। অনেককে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে, কিন্তু কিছু জানা যায়নি এখন পর্যন্ত।

ইনগ্রিড জানে যে ওরাই এফবিআই'র একমাত্র টাস্ক ফোর্স নয়। আরও কয়েকটা, এমনকি পুরো আমেরিকাকা জুড়ে হাজারটা টাস্ক ফোর্স কাজ করছে এই কেসে, কিন্তু ওর মনে হচ্ছে যে প্রেসিডেন্টকে আর বিলিকে উদ্ধারের সব দায়িত্ব ওদের এই সাতজনের দলটার।

আর এই দু-দিনে সেরকম কোন তথ্যই হাতে আসেনি ওদের।

BanglaBook.org

অবশেষে কিছু একটা জানতে পেরেছে ও।

টেবিলে রাখা একটা ল্যাপটপ তুলে নিয়ে নিজের ইমেইল আইডিতে লগইন করলো ইনগ্রিড। হেনরির পাঠানো ভিডিওটা ডাউনলোড করে নিলো। সামনে এগিয়ে ব্রাইডস মেইডদের সাথে নাচার মুহূর্তে নিয়ে এলো ভিডিওটাকে। এরপর চালু করে দিলে সেদিনের ঘটনাটা আরেকবার চোখের সামনে ঘটতে দেখলো ও। ভিডিওর একদম শেষদিকে হেনরির বর্ণনা মত একজন অপহরণকারি মুখোশ উঁচু করে খানিকটা কেক মুখে দিলো।

ওর বিয়ের কেক।

"হারামি," বললো ও।

দুই আঙুল মুখে পুরে যত জোরে সম্ভব শিস বাজালো যাতে সবার কানে যায় সেটা।

"কি হলো!" লাফিয়ে উঠলেন ওয়েডস।

"সবাই উঠে পড়ুন," ইনগ্রিড চিল্লিয়ে বললো।

প্রত্যেকের চোখ ওর দিকে ঘুরে গেলে সব কিছু খুলে বললো ও।

3:46 AM

"প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করে রাশিয়ার কি লাভ?" সুসান জিজ্ঞেস করলেন।

ভিডিওটা ওরা তিনবার দেখেছে।

"আমাদের দেখতে পারে না ওরা," ওয়েডস বললেন, "আর পুতিন তো সুলিভানকে সহ্যই করতে পারে না।"

ইনগ্রিড জানে তাদের দু-জনের মধ্যকার দ্বন্দের কথা। সুলিভান আর পুতিন পুরো উল্টো স্বভাবের মানুষ। পুতিন ভাল্লুক হলে সুলিভান শেয়াল।

আমেরিকাকার আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে পুতিন সুলিভানের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। তার খুব কাছের একজন কর্মি টুইটারে লিখেছে (যদিও সবার ধারণা এটা পুতিন নিজেই টাইপ করেছে)–সুলিভান একটা 'টুজিক'(এক ধরণের রাশিয়ান কুকুর)।

"আমরা আরেকটা স্নায়ু যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে," ওয়েডস বললেন, "গত দু'বছরে পুতিন রাশিয়াকে অন্য একটা অবস্থানে নিয়ে গিয়েছে। পোল্যান্ডকে হুমকি দেয়া হয়েছে। রাশিয়ার সম্প্রসারণের কথা ভাবছে বোধহয়।"

"সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় কিস্তি?" ডোনাল্ড জিজ্ঞেস করলেন।

"সেরকমই," সায় জানিয়ে বললেন ওয়েডস।

BanglaBook.org

"তা বুঝলাম," কুপার বললেন, "কিন্তু আরএসই প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করেছে, এমনটা সাজিয়ে রাশিয়ানদের কি লাভ?"

"ইরাকের নিয়ন্ত্রন চাই ওদের," ওয়েডস বললেন।

সবাই তার দিকে তাকালো।

"সিরিয়াতে রাশিয়ার অনেক সৈন্য আছে," ওয়েডস জানালেন, "এমনকি একটা বিমানঘাঁটিও বানিয়েছে। কিন্তু শুধু সিরিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না ওরা। ইরাককেও করায়ত্ত করতে চায় এখন।"

"আর আমরা এই কাজে বাঁধা দিচ্ছি ওদের?"

"হ্যাঁ," ওয়েডস বললেন।

"বুঝিয়ে বলো," ন্যাটালি নির্দেশের সুরে বললেন।

"এই অপহরণের ঘটনা সাজিয়ে ইরাক থেকে আমেরিকাকান সৈন্য সরিয়ে নিতে বলেছে ওরা। এমনটা যদি আদৌ করা হয় তাহলে চার হাজার আমেরিকাকান সৈন্যদের সাথে কোন প্রকার লড়াই করতে হবে না ওদের। কিন্তু আমাদের সরকার কখনোই কারও সাথে 'নেগোসিয়েশন' করে না, মুক্তিপণ দেয়া দূরে থাক। যখন সৈন্যদের ফেরত আনার জন্যে বেঁধে দেয়া সময় পেরিয়ে যাবে তখন রাশিয়ানরা প্রেসিডেন্ট সুলিভানকে মেরে ফেলবে আর আমেরিকাকা আইসিসসহ মধ্যপ্রাচ্যের সব সংগঠনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বে।"

তাশা বললেন, "তখন তো আরও কয়েক হাজার সৈন্য পাঠানো হবে এদেশ থেকে। একদম মুছে ফেলা না পর্যন্ত যুদ্ধ চলবেই। যেমনটা ঘটেছিল আল-কায়েদা আর বিন লাদেনের সময়।"

"হ্যাঁ এবং না," ওয়েডস বললেন, "যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে এটা ঠিক, কিন্তু আরও সৈন্য পাঠানো হবে না। আমরা আল কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ইরাকে যা যা করেছিলাম সেগুলো থেকে এখনও সামলে ওঠেনি তারা। আমাদের আরও সৈন্য সেখানে প্রবশ করতে দেবে বলে মনে হয় না। সেদিক থেকে রাশিয়া একটু সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। আর ইরাকের সাথে তাদের সম্পর্ক আমাদের চেয়ে কিছুটা ভালো এখন, অন্তত কাগজে কলমে। আমেরিকাকার প্রেসিডেন্ট নিহত হবার ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে ওদের নিজেদের সৈন্য পাঠাবে ইরাকে। এরচেয়ে ভালো অজুহাত আর কিছু হতে পারে না। তখন পুরো পৃথিবীই তাদের সমর্থন দেবে, আমেরিকাকানরাও সেটা মেনে নিতে বাধ্য। এরপর কয়েক দিনের মধ্যে

BanglaBook.org

দেখা যাবে ইরান, তুরস্কসহ অন্য সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে রাশিয়ানরা।"

"আর এটা যদি ফাঁস হয়, প্রেসিডেন্টকে রাশিয়ানরা অপহরণ করেছে তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে," ডোনাল্ড বললেন।

"পারমাণবিক যুদ্ধ," ন্যাটালিও সম্মতি জানালেন।

সবাই কিছুক্ষণ বসে থাকলো কিছু না বলে।

"এই ভিডিওটার ব্যাপারে কাউকে কিছু না বললেই ভালো," কুপার বললেন সবার উদ্দেশ্যে।

তার দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকালো ইনগ্রিড, "তাহলে বিলি আর প্রেসিডেন্টকে উদ্ধার করবো কিভাবে আমরা? সবাইকে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে লাগতে হলে ভিডিওটা দেখা জরুরি।"

আবারো নিরীহ আরবিয় লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদের কথাটা মনে হলো ওর। অপরাধবোধে ছেয়ে গেলো মন।

"আমরা কিন্তু এখনও জানি না যে লোকটা আসলেও রাশিয়ান কিনা," রিভস বললেন। "আর সে আরবিতে কথা বলছিলো।"

"মাত্র একজন," মনে করিয়ে দিলো ইনগ্রিড। "পরের ভিডিওতেও সে'ই কথা বলেছে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে।"

"রাশিয়ানরা হয়তো আরবিয় কাউকে ভাড়া করেছে এই কাজের জন্যে," রিভস মাথা দুলিয়ে বললেন।

"অথবা রাশিয়ানদের কেউই হয়তো আরবি শিখেছে," ওয়েডস বললেন, "আমার মতো।"

"তাছাড়া," ন্যাটালি বললেন কিছুক্ষণ পর, "লোকটার গলার ট্যাটু মুসলমানদের সাথে যায় না।"

ডোনাল্ড হেসে উঠলেন কথাটা শুনে, "আমিও একসময় আমার উরুতে নাইকির চিহ্নটা ট্যাটু করিয়েছিলাম।"

"গলাতে তো আর করাননি," ইনগ্রিড বললো।

কিছুক্ষণ ভাবলেন ডোনাল্ড, "তা ঠিক।"

"আর ইন্টারনেটের ভিডিওটা? আরএসই'র একটা ওয়েবসাইটেই ওটা দেখা গিয়েছিলো প্রথমে," সুসান বললেন।

"সেটা খুব সহজেই হ্যাকিং করে করা সম্ভব," ন্যাটালি জবাব দিলেন, "আমি নিজেও সেটা করতে পারবো।"

BanglaBook.org

"তোমার কি ধারণা, গ্রেগ?" কুপারকে জিজ্ঞেস করলেন রিভস।

"মধ্যপ্রাচ্যের কিছু সংগঠনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এক কথা আর রাশিয়ার মত দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা আরেক কথা," এক নিঃশ্বাসে জবাব দিলেন তিনি।

"বিশেষ করে আট হাজার পারমাণবিক বোমা আছে যাদের কাছে," বললেন ওয়েডস।

"আমি মনে হয় ভুল শুনেছি। 'আট হাজার' ?" ন্যাটালি বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ, আমেরিকাকার চেয়েও বেশি।"

ইনগ্রিড জানে কুপার আর ওয়েডস ঠিক কথাই বলছেন। এটাও জানে, রাশিয়া কর্তৃক প্রেসিডেন্টের অপহরণের ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে কি ঘটবে।

যুদ্ধ।

অশান্তি।

ধ্বংস।

জনসমক্ষে রাশিয়াকে দোষারোপ করার আগে আরও তদন্ত করতে হবে ওদের।

"যদি রাশিয়াই এই কাজ করে থাকে," রিভস বললেন, "তাহলে প্রেসিডেন্ট পুতিনের অগোচরে ঘটানো হয়েছে ব্যাপারটা–এর সম্ভাবনা কিরকম?"

"খুবই কম," ভ্রু কুঁচকে জবাব দিলেন ওয়েডস।

"পুতিন কালকেই একটা সংবাদ সম্মেলন করেছে," কুপার বললেন, "সেখানে সে বলেছে রাশিয়ান সরকার সার্বিক সহযোগিতা করবে প্রেসিডেন্টকে উদ্ধারের জন্যে।"

"যেমনটা বলছিলাম," ওয়েডস বলে উঠলেন, "এরই মধ্যে ইরাকে সৈন্য পাঠানোর জন্যে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে।"

দীর্ঘ একটা সময় কেউ কিছু বললো না।

অবশেষে ইনগ্রিডের দিকে তাকালেন কুপার, বললেন, "আর কাকে ভিডিওটা পাঠিয়েছে হেনরি?"

"যতদূর জানি, শুধু আমাকেই," ইনগ্রিড বললো।

"তারমানে এই ঘরে উপস্থিত সাতজন ছাড়া অন্য কেউ দেখেনি ভিডিওটা," যেন নিজেকেই শোনাচ্ছেন কুপার।

BanglaBook.org

আবার ইনগ্রিডের দিকে তাকালেন তিনি, "রাশিয়ানরা যদি এই কাজ করে থাকে তাহলে বুঝতেই পারছো কি রকম আলোড়ন তুলবে বিষয়টা। ব্যাপারটা কূটনৈতিকভাবে সামলাতে হবে আমাদের।"

ইনগ্রিড মাথা নেড়ে বললো, "বুঝতে পারছি।"

"সিআইএতে আমার পরিচিত এক বন্ধু আছে," কুপার বলতে থাকলেন, "আমি ওকে এই লোকটার ট্যাটুর ছবি পাঠাচ্ছি। দেখা যাক কিছু পাওয়া যায় কিনা। আমাদের ডাটাবেজের কোন অপরাধির সাথে সেটা মিলে গেলে সাথে সাথে কাজে লেগে পড়বো আমরা, কথা দিচ্ছি।"

এর চেয়ে বেশি কিছু এই মুহূর্তে ইনগ্রিডও আশা করছে না, "ঠিক আছে।"

3:46 AM

ওকে যে পানির বোতলটা দেয়া হয়েছে সেটার গায়ে কিছু লেখা আছে। কিন্তু ভাষাটা বুঝতে পারলো না বিলি। পানিটাতে কেমন যেন একটা তেতো স্বাদ। বোধহয় কোন ঝর্ণা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সেটা, কিংবা হ্রদ থেকে। কিন্তু যে স্যান্ডউইচটা দেয়া হয়েছিল সেটার স্বাদে কোন পার্থক্য ছিলো না। একদম ওর অফিসের পাশের স্যান্ডউইচের দোকানটার মতনই।

ওর খাবার পুরোটা সময় একজন অপহরণকারি বন্দুক হাতে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। খাবার সেরে ঘরের কোণায় রাখা একটা বালতির কাছে নিয়ে যাওয়া হয় ওকে। সেখানে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সেরে উঠলে আবার মুখ বেঁধে ফেলা হয় ওর।

সেটাও প্রায় ছয় ঘন্টা আগেকার কথা। অন্তত ওর কাছে ছয় ঘন্টাই মনে হচ্ছে। আরো বেশিও হতে পারে সময়টা কিংবা কম।

গতদিন প্রেসিডেন্টকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাবার পর এখন পর্যন্ত একাই আছে ও।

নাকি সেটা দু'দিন আগের কথা?

ওসবে কিছু যায় আসেনা এখন।

কব্জি উপরে নিচে মোচড়ালো ও।

ছিলে গেছে জায়গাটা।

টেপের নিচ দিয়ে ছড়িয়ে পড়া রক্তের ধারা অনুভব করতে পারছে ও।

অপহরণকারিদের নিশ্চয়ই দড়ি শেষ হয়ে গেছে। এখন ডাক্ট টেপ

BanglaBook.org

দিয়েই কাজ সারছে তারা। বেশ খানিকক্ষণ ধরেই কব্জিটা নাড়াচাড়া করছে ও। কিছুটা ঢিল করতে পেরেছে বাঁধন। এই কাজের এক পর্যায়ে দেয়ালে একটা ফাঁটল চোখে পড়ে ওর। সেখানেই হাতটা ঘষছে ও। হাত বাঁধা অবস্থায় দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে কাজটা করা মোটেও সহজ নয়। প্রথম দিকে তেমন অসুবিধা না হলেও তিন ঘন্টা পর পুরো শরীরের সব পেশি ব্যথা করছে। বিশেষ করে পায়ের পেশিতে মনে হচ্ছে আগুন ধরে গেছে।

কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে কষ্ট করে আবার উঠে বসলো বিলি।

ওপর নিচ করতে শুরু করলো হাতটা।

যেভাবেই হোক নিজেকে মুক্ত করতে হবে।

এটাই ওর বাচার একমাত্র আশা।

ওদের বাঁচার একমাত্র আশা।

3:46 AM

সিআইএ'র বন্ধুর কাছ থেকে বেলা এগারোটার সময় ফোন পায় কুপার। এ পাশ থেকে শুনছিলো ইনগ্রিড, বুঝতে পেরেছে ভালো খবর নয়।

ফোন রেখে দিয়ে জানালেন তিনি, "আমার বন্ধু রাশিয়ার একটা ডাটাবেজ আর এখানকার ছয়টা ডাটাবেজে ছবিটা মিলিয়ে দেখেছে। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি।"

দীর্ঘ একটা সময় কিছু না বলে চুপচাপ বসে থাকলো ওরা।

"তাহলে এখন কি করবো আমরা?" রিভস বললেন অবশেষে, "আর সতের ঘন্টা আছে আমাদের হাতে, কিন্তু তাদের টিকিটারও খোঁজ নেই।"

ইনগ্রিড রিভসের দিকে তাকিয়ে হাসলো একবার।

'তাদের' বলেছেন তিনি।

কিছুক্ষণ ভাবলো ইনগ্রিড।

একটা মাত্র উপায়েই খোঁজ পাওয়া যেতে পারে তাদের।

একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বলা শুরু করলো, "রাশিয়া, ইরাক কিংবা অ্যান্টার্কটিকা–যেখানেই থাকুক না কেন, ওদের খুঁজে বের করার একটা উপায়ই আছে। আমাদের জানতে হবে যে প্রেসিডেন্টের আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে আসার ঘটনা কে কে জানতো।"

"আর সেটা রাশিয়ানদের কে জানিয়েছে," চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন ওয়েডস।

BanglaBook.org

"এরপর তাদের পেট থেকে কথা বের করতে হবে আমাদের," ইনগ্রিড সায় জানিয়ে বললো।

3:46 AM

রাত নটার মত বাজছে।

আর সাত ঘন্টা আছে হাতে।

এখন পর্যন্ত কেবল অর্ধেক রাস্তা তুষার মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তাও শুধু একপাশে কোন মতে জড়ো করে রাখা হয়েছে বরফ। তবে হোয়াইট হাউজ, সিনেট, কংগ্রেস এসবের কার্যক্রম চলবে।

অন্যান্য দিনের মতই।

এবার চালকের আসনে থাকবে ভাইস প্রেসিডেন্ট কোর্টনি।

কারণ প্রেসিডেন্ট সুলিভাব বেঁচে থাকবেন না কাল পর্যন্ত।

বিলিরও একই পরিণতি।

"কারও কাছে রিপোর্ট করার মত কিছু আছে?" কুপার জিজ্ঞেস করলেন।

ওরা সাতজন গত দশ ঘন্টা কাটিয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদ না বলে পুনঃজিজ্ঞাসাবাদ বলাই ভালো হবে। কারণ যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তাদের সবাইকে এর আগেও অন্তত দু-বার আনা হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে। ইনগ্রিড জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে ষাটজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, হোয়াইট হাউজের ইন্টার্ন আর সিনেটরদের ওপর। অনেককে বাসা থেকে হামার গাড়ি করে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে এ কাজের জন্যে।

"টেনেসির রালফ নামের এক কংগ্রেস সদস্য স্বীকার করেছেন তিনি গতবারের নির্বাচনী ফান্ড থেকে এক হাজার ডলার সরিয়েছিলেন," রিভস বললেন, "এছাড়া অন্য কোন কিছু জানতে পারিনি আমি।"

"আমিও না," ন্যাটালি বললেন।

ইনগ্রিড ওর মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "আমি যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছি তারাও কোন সন্দেহজনক আচরণ করেননি।"

"আমার মনে হয় না বাইরে যাবার ব্যাপারটা কাউকে বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট," ওয়েডস বললেন, "এটুকু বুদ্ধি আছে তার মাথায়।"

ইনগ্রিড সম্মতি জানালো।

BanglaBook.org

ওয়েডস ঠিকই বলেছেন, কাউকে জানাবার কথা নয় প্রেসিডেন্টের।

একজন বাদে।

"কি ভাবছো?" কুপার জিজ্ঞেস করলেন।

ইনগ্রিড বুঝতে পারলো ছয় জোড়া চোখ ঘুরে গেছে ওর দিকে। সে রাতের ঘটনা মনে করার চেষ্টা করছিলো ও। বোধহয় সেটা ওর চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছে সবাই।

"একটা কথা মাথায় ঘুরছে আমার," বিড়বিড় করে বললো ও।

"ঝেড়ে কাশো," ওয়েডস তাগাদা দিলেন।

লম্বা করে একটা শ্বাস নিলো ও, এরপর বললো, "বিয়ের দিন, আমার মনে হচ্ছিল, তিনি বারবার জানালার দিকে তাকাচ্ছেন।"

"কে?" টেবিলের এক পাশ থেকে প্রশ্ন করলেন রিভিস।

একবার ঢোক গিললো ইনগ্রিড।

"রেড।"

3:46 AM

সিক্রেট সার্ভিসের সুসান গম্ভীর মুখে ভেতরে প্রবেশ করলেন। হাতের ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বললেন, "রেডের আসল নাম টেরি ফ্রেইল। ওর অর্থনৈতিক অবস্থা যাচাই করে সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি। ব্যাংকের অ্যাকাউন্টেও কোন সন্দেহজনক লেনদেন চোখে পড়েনি। তবে প্রথমে একটা ব্যাপার চোখ এড়িয়ে গেলেও পড়ে সেটা ধরা পড়ে–ওর দুটো বাড়িই বন্ধক রাখা ছিলো। আর সেগুলোর সময়সীমা এই মাসেই পার হয়ে যাবার কথা। কিন্তু কিছুদিন আগে পুরোপুরি পরিশোধ করে দেয়া হয় বন্ধকির টাকা।"

"কত ডলার?" রিভস জিজ্ঞেস করলেন।

"ষোল লক্ষ।"

"বাড়িগুলো কোথায়?" কুপার জিজ্ঞেস করলেন।

"একটা এখানে অ্যাডামস মর্গানে, আর আরেকটা ব্রাইটন বিচে।"

"ব্রাইটন বিচ?" চিল্লিয়ে উঠলেন ওয়েডস।

মুখ কালো হয়ে গেলো ইনগ্রিডের।

সেই সাথে অন্য সবার।

ব্রাইটন বিচ।

BanglaBook.org

নিউ ইয়র্কে।

রাশিয়ানদের এলাকা।

3:46 AM

রেডের অ্যাডাম মর্গানের বাসাটায় পৌঁছুতে বিশ মিনিট লাগলো ওদের। এখানকার সব রাস্তা তুষার মুক্ত করা হয়েছে আগেই। অনেক উচ্চবিত্তের বসবাস এখানে, এরকমটা হওয়াই স্বাভাবিক।

"এত বড় একটা বাড়ির কি দরকার ছিল ওর?" ন্যাটালি জিজ্ঞেস করলেন। "বিয়ে-শাদি করেনি সে। একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনলেই তো হতো।"

"বোধহয় বিয়ের কথা ভাবছিলেন," ইনগ্রিড বললো, "অদূর ভবিষ্যতে।"

হেনরির অ্যাপার্টমেন্টটার কথা না ভেবে পারলো না ও। ওদের যখন নিজেদের ছোট্ট একটা পরিবার হবে তখনও কি হেনরি সেখানেই থাকতে চাইবে? বাচ্চা নেবার জন্য তৈরি ও নিজে, কিন্তু হেনরির সে ব্যাপারে কি ধারণা? এসব নিয়ে কথা হয়নি ওদের মধ্যে, যদিও ওর এখন বত্রিশ বছর চলছে।

আসলেও কি তৈরি ও?

"সব ঠিকঠাক," সামনের দরজাটা খুলে বললেন কুপার। রিভস আর তিনি প্রথমে ভেতরে ঢুকলেন। অবশ্য ভেতরে সন্দেহজনক কিছু আছে বলে মনে হয় না।

টাস্ক ফোর্সের অন্য সদস্যদের মধ্যে ওয়েডস এখন তার পরিচিত সব রাশিয়ান মিত্রের সাথে কথা বলে দেখছে। ডোনাল্ড রাশিয়ান চোরাচালানিদের কাছ থেকে রেড সম্পর্কে কিছু জানা যায় কিনা সেটা খতিয়ে দেখায় ব্যস্ত। আর সুসান হোয়াইট হাউজে রেডের লকার তল্লাশি করতে গিয়েছে।

ব্রাইটন বিচে এফবিআই'র নিউ ইয়র্ক শাখার একদল অফিসার রেডের বাসায় তল্লাশির প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ন্যাটালি আর ইনগ্রিড কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ভেতরে ঢুকে কুপার আর রিভসের সাথে পুরো বাসায় চিরুনি অভিযান চালালো পরের এক ঘন্টা।

ইনগ্রিড রেডের প্রত্যেকটা ড্রয়ার খুলে পরীক্ষা করে দেখেছে। কোন

BanglaBook.org

আলমারিও বাদ দেয় নি। কিন্তু কিছু পায়নি কোথাও। ও এখনও মনে মনে আশা করছে, রেডের কাছ থেকে ফাঁস হয়নি কথাটা। ব্রাইটন বিচের বাড়ি আর বন্ধকির টাকার হয়তো সহজ কোন ব্যাখা আছে। পরিবারের কেউ হয়তো দিয়েছিল টাকাটা। ব্রাইটন বিচের বাড়িটা শুধুমাত্র বিনিয়োগের জন্যেও কেনা হতে পারে।

ইনগ্রিড চাচ্ছে না, এসবের সাথে রেডের কোন সম্পর্ক থাকুক। লোকটাকে খুবই পছন্দ করতো ওরা। আর প্রেসিডেন্ট সুলিভানের সাথে তার তিরিশ বছরে সম্পর্ক, ভাইয়ের মতন।

কথা যদি ফাঁস করেই থাকেন, তাহলে মেরে ফেলা হলো কেন?

"এদিকে আসুন সবাই," ন্যাটালির গলার স্বর শোনা গেলো লিভিং রুম থেকে।

বেডরুম থেকে বেরিয়ে লিভিংরুমে একটা কাউচের ওপর ন্যাটালিকে বসে থাকতে দেখলো ইনগ্রিড। কুপার আর রিভস এরমধ্যেই এসে পড়েছেন সেখানে।

"দেখে মনে হচ্ছে, রেড ফ্যান্টাসি ফুটবলের খুব বড় ভক্ত ছিল," ন্যাটালি বললো, "এই মৌসুমে প্রায় ষাট হাজার ডলার এখানে খরচ করেছে সে।"

"ষাট হাজার?" কুপার জিজ্ঞেস করলেন।

"আর পোকারে বিশ হাজার," মাথা নেড়ে বললেন ন্যাটালি।

"এই তথ্য আগে পেলাম না কেন আমরা?" রিভস জিজ্ঞেস করলেন।

ন্যাটালি অ্যাকাউন্টের মূল পেজে ক্লিক করে ক্রেডিট কার্ডের শেষ চার ডিজিট মিলিয়ে দেখলেন। "সুসান যে কার্ড সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছে সেটার সাথে এটার কোন মিল নেই।"

"এটা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যাবে না?" কুপার জিজ্ঞেস করলেন, "আর কি কি কাজে টাকা খরচ করা হয়েছে সেটা জানা যেত তাহলে।"

"আমি দেখছি," এই বলে পকেট থেকে ফোনটা বের করে কাউকে কল দিলেন ন্যাটালি।

ঠিক এই সময়ে কুপারের ফোন বেজে ওঠায় ওখান থেকে সরে গেলেন তিনি।

ইনগ্রিড ওর নিজের ফোনটা বের করলো।

প্রায় বারোটা।

BanglaBook.org

কুপার ফিরে এসে বললেন, "নিউ ইয়র্কের অফিস থেকে ফোন করেছিল। ব্রাইটন বিচের বাড়িটাতে কাউকে পাওয়া যায় নি। এখনও তল্লাশি চালাচ্ছে ওরা। কিন্তু কিছু পাবে বলে মনে হয় না।"

ইনগ্রিড মাথা দুলিয়ে বললো, "কিছু পাওয়া গেলে সেটা একটু বেশি কাকতালীয় হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু এটা ছাড়া অন্য কোন সূত্র নেই আমাদের হাতে।"

"হয়তো ওয়েডস কিছু জানাতে পারবে আমাদের," রিভস বললেন, "রাশিয়ার মধ্যে কোন জায়গার ঠিকানা।"

"বেশি ভরসা করো না," এই বলে আবার তল্লাশির কাজে ফিরে গেলেন কুপার।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

সবাই চলে গেছে।

জর্জ অবশেষে নিজের গাড়িটা বরফের ভেতর থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল। এরপর সারাদিন ধরে সবাইকে যার যার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়েছে। ইনগ্রিডের বাবা, মা, বোন আর বান্ধবিদের হোটেলে প্রথমে হোটেলে নিয়ে এরপর বিমানবন্দরে নামিয়ে দিয়েছে ও।

রাস্তায় কিছু দূর পর পর চেকপোস্ট বসার কারণে আর পিচ্ছিল রাস্তার দরুণ এই বিশ মাইলের মধ্যে আসা যাওয়া করতে প্রায় চার ঘন্টা সময় লেগেছে বেচারার।

আসার পথে একটা সুপার শপ থেকে বনির জন্যে কিছু সদাইপাতিও করেছে। আর এসবই আমার বাবাকে মেঝে থেকে কার্পেট তুলে ফেলতে সাহায্য করার পরে।

"জর্জের কাছে শুনলাম সেইফওয়ে পার্কিংলটে নাকি তিরিশ ফিট উঁচু বরফের দেয়াল সৃষ্টি হয়েছে," বাবা বললেন।

"তিরিশ ফিট?"

"হ্যাঁ, সব স্নো প্লোয়ারগুলো ওখানেই বরফ জমা করে। খালি পার্কিংলটগুলোই বরফ জমা করার প্রধান জায়গা। ফেডেক্স ফিল্ডের পার্কিংলটের অবস্থা দেখলে হা হয়ে যেতে।"

ওয়াশিংটন রেডস্কিনসের খেলা ফেডেক্স ফিল্ডেই হয়। ম্যারিল্যান্ডে অবস্থিত ওটা।

"খবরে কি বলছে?" জিজ্ঞেস করলাম, "রাশিয়ানদের ব্যাপারটা ফাঁস হয়েছে?"

বাবা মাথা নেড়ে না করে দিলেন।

অবাক হলাম না।

পৃথিবীর তৃতীয় শক্তিশালী রাষ্ট্রকে প্রেসিডেন্ট অপহরণের দায়ে অভিযুক্ত করা কোন সহজ কাজ নয়। তা-ও শুধুমাত্র একটা ট্যাটুর ভিত্তিতে।

বাবা বললেন, "ভাইস প্রেসিডেন্ট আর ফার্স্ট লেডি একটা সংবাদ সম্মেলন করেছে অবশ্য।"

BanglaBook.org

"ফার্স্ট লেডির কি অবস্থা?"

কিম সুলিভানের সাথে কখনো সাক্ষাৎ হয়নি আমার কিন্তু কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্টকে নির্দোষ প্রমাণের জন্যে যখন গবেষণা চালিয়েছিলাম তখন তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। সুলিভানের সাথে ওহাইওতে প্রথম দেখা হয় তার। এরপর একসাথে দু-জন ভার্জিনিয়াতে চলে আসেন। এখানেই প্রথমে গভর্নর নির্বাচিত হন সুলিভান। সবাই বেশ পছন্দ করেন মহিলাকে।

"বেশ ভালোভাবেই নিজেকে সামলাচ্ছেন তিনি, তবে কয়েকবার ধরে এসেছিল তার গলা কথা বলার সময়ে। বেশি সময়ও নেননি তিনি। সবাইকে ধৈর্য ধরে প্রার্থনা করতে বলেছেন।"

"আর ভাইস প্রেসিডেন্ট? তিনি কি বললেন?"

বাবা কোর্টনির কথা পুনরাবৃত্তি করলেন। যদি ব্যাপারটা তার একান্ত সিদ্ধান্ত হতো তাহলে কালক্ষেপণ না করেই ইরাক থেকে সব সৈন্য ফিরিয়ে নিতেন তিনি। কিন্তু আমেরিকাকান প্রশাসন অপরাধিদের সাথে মধ্যস্থতা করে না। "তিনি বলেন, অপহরণকারি কারা এ সম্পর্কে তথ্য আছে তাদের কাছে। আর প্রেসিডেন্টের ক্ষতি হোক আর না হোক তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সকল জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে ঘোষণা করবেন।"

"কিন্তু এর পেছনে তো ওসব কোন সংগঠনের হাত নেই!"

বাবা আমাকে বনির কম্পিউটার যে ঘরে রাখা সেখানে নিয়ে আসলেন।

সেখানে দেখলাম বেশ কয়েকটা জঙ্গি সংগঠন প্রেসিডেন্টকে অপহরণের ঘটনাটা নিজেদের বলে দাবি করছে।

তবুও আমার বিশ্বাস হলো না ব্যাপারটা।

অবশ্যই তারা এসবের কৃতিত্ব নিতে চাইবে। আমেরিকাকার প্রেসিডেন্টকে অপহরণের ঘটনা তো আর অহরহ ঘটে না।

ভিডিওগুলো দেখা শেষ হলে খাবার নিয়ে আসার জন্যে উঠে গেলেন বাবা। জর্জ যখন আমার বিয়ের অতিথিদের বাড়ি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করছিল ইসাবেল ততক্ষণে স্প্যাগেটি রান্না করে রেখেছে আমাদের জন্যে।

কম্পিউটারের ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা এগারো বাজছে।

আর উনপঞ্চাশ মিনিট আছে।

আমার নিজের জন্যে গুণছি না এবার।

বিলি আর সুলিভানের জন্যে গুণছি।

BanglaBook.org

3:46 am

হুটোপুটির আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকালাম।

ল্যাসি ঘরে ঢুকে প্রথমে লাফ দিয়ে কম্পিউটার টেবিলের ওপর উঠে শেষে আমার কোলে আশ্রয় নিলো।

"কি খবর?" এই বলে ওর কানের পেছনটা চুলকে দিলাম।

মিয়াও।

"কি করলি তোরা সারাদিন?"

মিয়াও।

"মজা করলি? এর মধ্যে কি চেস্টারকে ভয় দেখনোও পড়ে?"

মিয়াও।

"হ্যাঁ, ঐ কঙ্কালের মত কুকুরটার কথাই বলছি।"

মিয়াও।

"গ্রেচেন? ওর কার কাছ থেকে দূরে থাকার কথা তোর, মনে আছে তো?"

মিয়াও।

"তাই নাকি? কিন্তু বনি আমার উদ্দেশ্যে একটা চিরকুট লিখেছেন সকাল বেলা," এই বলে নীল রঙের কাগজের টুকরোটা ওকে দেখালাম, "তুই কথা রাখিসনি।"

ল্যাসি লাফ দিয়ে আমার কোল থেকে পালিয়ে যাবার আগেই ক্যাঁক করে চেপে ধরলাম ওকে। এরপর গলা পরিস্কার করে পড়া শুরু করলাম :

'প্রিয় হেনরি, দয়া করে তোমার বদ বিড়ালটাকে গ্রেচেনের কাছ থেকে দূরে রাখবে। এমন অবস্থায় ওকে পেয়েছি আমি যেটা লেখার রুচি হচ্ছে না। বনি।'

"আমার বদ বিড়াল? লেখার রুচি হচ্ছে না?" ওর মাথায় একটা বাড়ি দিলাম, "তুই কথা দিয়েছিলি!" আরেকটা বাড়ি দিলাম। "গ্রেচেনের বয়স একশ তেত্রিশ বছর।"

যদি একটা বিড়ালের চেহারা লাল হয়ে যাওয়া সম্ভব তাহলে তাই হলো ল্যাসির সাথে।

মিয়াও।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, একশ তেত্রিশ বছর!"

মিয়াও।

"না, তোর চামড়াও এখন ওরকম ঝুলে যাবে না।"

এ সময় বাবা খাবার নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। সেখান থেকে কিছুটা নিয়ে ওকে খাওয়ালাম। এরপর প্রথম ভিডিওটা বের করে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। আসলে আমার দেখার ইচ্ছে কতবার ইউটিউবে দেখা হয়েছে ওটা। নিরানব্বই লক্ষ বার।

এই ভিডিওটাই ইন্টারনেটের সর্বকালের সবচেয়ে বেশিবার দেখা ভিডিও কিনা সেটা জানতে গুগলে সার্চ দিলাম।

পচিশতম এটা। সবচেয়ে বেশিবার দেখা ভিডিওটার নাম দেখলাম 'গ্যাংনাম স্টাইল।'

ক্লিক করলাম সেটাতে।

মজার ভিডিওটা!

এমনকি ল্যাসিও ওটা থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

মিয়াও।

"হ্যাঁ, এশিয়ান টিম্বারলেক লোকটা!"

আমার দিনের পাঁচ মিনিট দুই সেকেন্ড নষ্ট করে আবার আগের ভিডিওটা দেখায় ফিরে গেলাম।

ভিডিওটার মাঝখানে একটা শব্দের কারণে অপহরণকারিরা কিছুক্ষণের জন্যে জমে গিয়েছিল। ল্যাসিকেও দেখলাম ঠিক সেই মুহূর্তেই জমে যেতে। ওড় কান খাড়া হয়ে উঠেছে।

মিয়াও।

দশ সেকেন্ড পেছনে টানলাম।

চালু করলাম।

আবার কান খাড়া হয়ে গেলো ওর।

আবার একই কাজ করলাম।

একই ফল, প্রতিবারই কান আপনা আপনি খাড়া হয়ে যাচ্ছে ওর।

"কি হয়েছে?"

মিয়াও।

"কি বলছিস এসব?"

মিয়াও।

BanglaBook.org

আওয়াজ বাড়িয়ে দিয়ে স্পিকারের কাছে কান নিয়ে গেলাম।

আমার ভুঁজোড়া উঁচু হয়ে গেলো।

"ঠিক বলেছিস," ওকে বললাম।

পেছনের কিছু ফেঁটে পড়ার আওয়াজের পর আবছা ভাবে একটা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু ল্যাসির মতে ওটা অন্য কোন কুকুর নয়।

মারডকের আওয়াজ ওটা।

3:46am

নিশ্চিত হবার জন্যে আরও তিনবার শুনলাম।

আওয়াজটা কোন মিসাইল কিংবা এয়ার স্ট্রাইকের নয়, বরফের চাই ভেঙে পড়ার কারণে ওরকম বিকট শব্দ হয়েছিল।

ভিডিওটা মধ্যপ্রাচ্য কিংবা রাশিয়াতে নয়, বাবার বাসা থেকে দশটা বাসা দূরে ধারণ করা হয়েছে।

3:46am

"দাঁড়াও," বাবা বললেন, "আবার সবকিছু খুলে বলো আমাকে।"

লম্বা করে শ্বাস নিলাম একবার, "ঘটনার পরের দিন তিন মাস্তানকে বাইরে তুষারে খেলার জন্যে বের হয়েছিলাম আমি। রাস্তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলাম আমরা। সেখানে একটা বাসার ছাদ থেকে বরফের চাই ভেঙে পড়তে দেখেছিলাম। বেশ জোরে শব্দ হয়েছিল। মারডক ভয় পেয়ে ডেকে ওঠে সে সময়। ভিডিওটাতে বরফের পতনের শব্দ আর মারডকের ডাক, দুটোই কানে আসবে আপনার।"

"মানে," চশমাটা নাকের ওপরে ঠেলে দিয়ে বাবা বললেন, "সুলিভান আর বিলিকে এই রাস্তার একটা বাসাতে আটকে রাখা হয়েছে এটা বলতে চাচ্ছো তুমি?"

মাথা নেড়ে সায় জানালাম।

"গোটা কাজটা দীর্ঘ পরিকল্পনা করে করা হয়েছে," বললাম, "এক রাতের সিদ্ধান্তে করা হয়নি কিছু। কোনভাবে রাশিয়ানরা জানতে পেরেছিল, সুলিভাব আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে আসবেন। কিভাবে সেটা জানি না আমি, কিন্তু হোয়াইট হাউজের উদ্দেশ্যে একটা বিয়ের কার্ড পাঠিয়েছিলাম আমরা,

BanglaBook.org

সেখান থেকে হয়তো। যাইহোক, তারা কোনভাবে এই এলাকায় একটা বাসা ভাড়া নেয় এয়ার বিএনবি'র মাধ্যমে। কিংবা কিনেই নেয় হয়তো। এরপর সেখানে থেকে নজর রাখা শুরু করে। বিয়ের রাতে সুলিভান আর বিলিকে অপহরণ করে হয়তো শহর থেকে বেরিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল তাদের, কিন্তু তুষার ঝড়ের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। তাই সেই বাসাটাতেই ফেরত যায় তারা।"

"কথাটা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু তোমার এটা মনে হচ্ছে কেন, এখনও সেখানে আছে তারা? রাস্তা পরিস্কারের পর তো এখান থেকে বেরিয়ে যাবার কথা।"

"অসম্ভব। এফবিআই'র লোকজন প্রতিটা রাস্তায় চেকপোস্ট বসিয়েছে একটু পর পর। শহর থেকে বের হবার আর ঢোকার রাস্তায় কড়া তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এছাড়া আমাদের বাসার বাইরে তো ফেয়ারফ্যাক্স পুলিশ ডিপার্টমেন্টের গাড়ি পাহারা দিয়েছে ঘটনার পরের দু-দিন। তাদের একমাত্র সুযোগ ছিল গতকাল, কিন্তু সেটাও বেশি ঝুকিপূর্ণ হয়ে যাবে।"

"কিন্তু এফবিআই'র লোকজন এই এলাকার প্রতিটা বাড়িতে কড়া নেড়ে দেখেছে। কেউ যদি এয়ার বিএনবি'র মাধ্যমে বাসা ভাড়া দেয় তাহলে সেটাও তো জানতে পারার কথা তাদের।"

"যদি কেউ দরজা না খুলে তাহলে তো আর তাদের জানার কোন উপায় থাকবে না। তারা হয়তো ধারণা করেছে যে সেখানকার বাসিন্দারা ঝড়ের কারণে আটকা পড়েছে কোথাও।"

"হতে পারে।"

বাসার বর্ণনাটা দিলাম তাকে, "আপনি বুঝতে পারছেন কোন বাসার কথা বলছি আমি?"

"মনে হয়।"

"জানেন কে থাকে সেখানে?"

"ওখানে যে পরিবারটা থাকতো তাদের চিনতাম আমি, কিন্তু গত বছর চলে গেছে তারা। নতুন মালিকদের সম্পর্কে ধারণা নেই। এত বেশি বাসা বদল হয় এই এলাকায় যে সবার সাথে যোগাযোগ রাখা অসম্ভব।"

তাছাড়া খুব বেশি মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখার মত মানুষ নন তিনি। মারডকের সাথেই দিন চলে যায় তার।

ঘড়ির দিকে তাকালাম।

BanglaBook.org

তিনটা একত্রিশ বাজছে।

ইনগ্রিডকে জানাতে হবে।

এ ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা উচিৎ ওদের। ভুলও হতে পারে আমার, তবুও।

বনির ল্যান্ডফোনটা কানে ঠেকালাম।

কোন ডায়াল টোন নেই।

দৌড়ে কম্পিউটার ঘরে ফিরে এসে বাবাকে বললাম, "ফোনে লাইন নেই।"

বাবা মুখ কালো হয়ে গেলো। বললেন, "ওহ্! তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। বরফ জমে ভারি হয়ে যাওয়ায় কয়েক জায়গায় ছিড়ে গেছে বৈদ্যুতিক তার। আজ অর্ধেক বেলা বিদ্যুৎ পাইনি আমরা।"

"কারো মোবাইল ফোন আছে?"

কিছুক্ষণ ভাবলেন বাবা, এরপর মাথা নেড়ে না করে দিলেন। "মিনিস্টার রবার্ট বাদে অন্য সবার ফোন নিয়ে গিয়েছে অপহরণকারিরা। আর ওরটাও গাড়িতে ছিলো। তাছাড়া অর্ধেকের মত ফোন টাওয়ার বন্ধ হয়ে গিয়েছে বিদ্যুৎ স্বল্পতার কারণে। নেটওয়ার্ক নেই ওর ফোনে।"

"তাহলে আমাদের পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে এখন।"

"সে সময় নেই আমাদের হাতে। দশ মিনিট লাগবে এখান থেকে পুলিশ স্টেশনে যেতে আর সেটাও যদি গাড়ি জোরে চালাই তাহলে। এরপর আরো দশ মিনিট লাগবে পুলিশের এখানে আসতে। ততক্ষণে প্রেসিডেন্ট আর বিলির সময় শেষ হয়ে যাবে।"

"কি বলতে চাচ্ছেন?"

লম্বা একটা শ্বাস ছাড়লেন তিনি, বললেন, "যা করার আমাদের নিজেদেরই করতে হবে।"

3:46 AM

ইনগ্রিড আর ফেয়ারফ্যাক্স পুলিশ ডিপার্টমেন্টের উদ্দেশ্যে ইমেইল পাঠালাম আমরা। গুগল ফোনের সহায়তায় একবার চেষ্টা করলাম ইনগ্রিডের সাথে যোগাযোগ করার। কিন্তু সেজন্যে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফোন দেয়ার নিশ্চয়ই আরো মাধ্যম আছে, কিন্তু সেগুলো খুঁজে বের করতে করতে সুলিভান আর বিলি দু-জনের সময়ই শেষ হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

বাবার বেজমেন্টে যখন আমরা ঢুকি তখন তিনিটা আটত্রিশ বাজছে।

"আমি ভেবেছিলাম আপনার একটা বন্দুক আছে," বললাম।

"আছে তো," এই বলে বন্দুকের মত দেখতে একটা যন্ত্র আমাকে দেখালেন তিনি।

"ওটা একটা নেইল গান (পেরেক বসানোর যন্ত্র)।"

"বন্দুকের মতোই।"

"না, মোটেও না," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম।

মিয়াও।

ঘুরে দাঁড়ালাম।

ল্যাসিম, মারডক আর আর্চি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। ওরাও অংশ নিতে চায় অভিযানে।

মিয়াও।

"তোর কি আসলেও ধারণা, খুঁজলে একটা তলোয়ার পাওয়া যাবে এখানে?"

মিয়াও।

"হ্যাঁ, একটা তলোয়ার থাকলে তো ভালোই হতো।"

মিয়াও।

"কিংবা মেশিন গান।"

কিন্তু একটা অ্যান্টিকাটার ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পেলাম না। দেয়ালের এক পাশ থেকে লোহার রেঞ্চটা তুলে নিলাম।

আর বাবাকেও নেইল গানটা সঙ্গে নিতে বললাম।

একেবারে খালি হাতে যাওয়ার চেয়ে এগুলো সাথে থাকা ভালো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

"আমি মনে হয় কিছু একটা পেয়েছি," ন্যাটালি বললেন।

রেডের অন্য ক্রেডিট কার্ডটার স্টেটমেন্ট পেতে দু-ঘন্টার মত সময় লাগে। ন্যাটালি এরপর থেকে সেটার লেনদেনগুলো যাচাই করে দেখছেন।

ইনগ্রিড দৌড়ে গেলো, তার পেছনে কুপার এবং রিভস।

"এই খরচগুলো দেখুন," ন্যাটালি বললেন, "এয়ার বিএনবি'র উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এগুলো।"

কুপার বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে তাকালে ইনগ্রিড তাকে বোঝালো, "এয়ার বিএনবি হচ্ছে এয়ার বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট না কী যেন একটা। মূল কথা এটার মাধ্যমে লোকজন তাদের বাসা অপরিচিত লোকদের ভাড়া দিতে পারে।"

তিনি মাথা নাড়লেন।

ন্যাটালি বললেন, "ফেব্রুয়ারির সতের তারিখে সাত হাজার পাঁচশ ডলার পরিশোধ করা হয়েছে।"

"অনেকগুলো টাকা," কুপা বললেন।

"কোন জায়গার জন্যে এই লেনদেন করা হয়েছে সেটা জানা যাবে?"

এয়ার বিএনবি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আছে ইনগ্রিডের। হেনরির সাথে আলাস্কার ফেয়ারব্যাঙ্কসে ঘুরতে যাবার আগে অনেকগুলো বাসার খোঁজ নিয়েছিল ওরা এখান থেকে। ও জানে যে শুধু আমেরিকাকাতেই সীমাবদ্ধ না এয়ার বিএনবি'র কার্যক্রম। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় বাসার জন্যে টাকা পাঠাতে পারে রেড।

ন্যাটালি ডেস্কের ওপর রাখা তার ফোনের দিকে নির্দেশ করে বললেন, "সুরটা শুনতে পারছেন আপনারা?"

ফোনের স্পিকার থেকে ভেসে আসা মৃদু সুরটা কানে লাগলো ইনগ্রিডের।

ন্যাটালি খুলে বললেন যে এয়ার বিএনবি'র হটলাইনে ফোন দিয়ে একজনের সাথে কথা বলেছেন তিনি। কিন্তু সে কোন প্রকার তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর ন্যাটালিকে হোল্ডে রেখে উর্ধস্তন কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলতে যায়। সেটাও প্রায় দশ মিনিট আগের কথা।

BanglaBook.org

ইনগ্রিড ঘড়ির দিকে তাকালো।

তিনটা সাতাশ বাজছে।

আর তেত্রিশ মিনিট।

"তুমি কি তাদের বলেছো যে কেন তথ্যটা দরকার আমাদের?" কুপার জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ। 'জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে' এই বাক্যটাও ব্যবহার করেছি।"

রিভস জিজ্ঞেস করলেন, "ওর সার্চ হিস্টোরি দেখেছো?"

ন্যাটালিকে দেখে মনে হলো মজা করা হচ্ছে তার সাথে, "অবশ্যই ! সবার প্রথমে সেটাই করি আমি। কিন্তু কিছু পাইনি এয়ার বিএনবি সম্পর্কে।"

"তা বুঝলাম। কিন্তু সে তো এখনও ঐ অ্যাকাউন্টে লগইন করা অবস্থায় থাকতে পারে। অনেকেই এরকম করে থাকে। তার ব্রাউজার দিয়ে এয়ার বিএনবি'র পেজে ঢুকে দেখো।"

ন্যাটালি মাথা নিচু করে কাজে লেগে পড়লো। ইনগ্রিড দেখলো মহিলার গাল লাল হয়ে গেছে। তবে কিছু না বলে চুপচাপ এয়ার বিএনবি'র ওয়েব সাইটে ঢুকে পড়লেন তিনি।

রেডের ইউজার নেইম দেখা যাচ্ছে সেখানে, কিন্তু পাসওয়ার্ডের ঘর ফাঁকা।

ধুর!

কুপার ন্যাটালির ফোনটা নিয়ে একই নম্বরে ডায়াল করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। ঠিকানাটা বের করার চেষ্টা করবেন।

ইনগ্রিড পাসওয়ার্ড বক্সটার দিকে তাকালো। রেডের সাথে খুব কমই কথা হয়েছে ওর। আর প্রতিবারই ওদের পছন্দের খেলার দল রেডস্কিনসদের নিয়ে। এই রেডস্কিনস প্রীতিই রেডের এমন ডাকনামের মূল কারণ।

আর ইনগ্রিডের সকল পাসওয়ার্ড রেডস্কিনসের সাথে কোন না কোন ভাবে যুক্ত।

রেডের ক্ষেত্রেও কি একই কথা প্রযোজ্য?

"রেডস্কিনস চেষ্টা করে দেখুন তো," ইনগ্রিড বললো।

ন্যাটালি আর রিভস দু-জনই ওর দিকে কৌতূহলি চোখে তাকালেন। ন্যাটালি শব্দটা টাইপ করলেন পাসওয়ার্ড বক্সে। কিন্তু এরপর এন্টার না

BanglaBook.org

চেপে অন্য একটা ট্যাব খুলে এয়ার বিএনবি এর পেজে ঢুকে নতুন একটা অ্যাকাউন্ট খোলা শুরু করলেন। ইনগ্রিড প্রথমে বুঝলো না কি করছেন তিনি। কিছুক্ষণ পর বললেন ন্যাটালি, "নুন্যতম একটা সংখ্যা দরকার পাসওয়ার্ডের জন্যে।"

লম্বা একটা শ্বাস নিলো ইনগ্রিড।

একটা সংখ্যা।

"রেডস্কিনস ৭ চেষ্টা করে দেখুন," ইনগ্রিড বললো। "জো থেইসম্যানের জার্সি নম্বর।"

ন্যাটালি মাথা নাড়লেন, যদিও তাকে দেখে মনে হচ্ছে না জো থেইসম্যান নামের কাউকে চেনেন তিনি। টাইপ করে এন্টার চেপে মাথা নেড়ে না করে দিলেন। ভুল পাসওয়ার্ড।

"আমাকে ঝুলিয়ে রাখবেন না," কুপারের গলার স্বর কানে আসলো।

ইনগ্রিডের হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেছে।

ঘড়ির দিকে তাকালো।

তিনটা একত্রিশ।

উনত্রিশ মিনিট।

রেডের সাথে ওর কথোপকথনের বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলো। তিনি বলেছিলেন, জো থেইসম্যান তার প্রিয় খেলোয়াড়।

এছাড়া আর কি বলেছিলেন?

দু-বছর আগে একবার রেডস্কিনস দলের নাম নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিলো পত্র পত্রিকায়। অনেকের মতে রেডস্কিনস নামটা ন্যাটিভ আমেরিকাকানদের জন্যে অপমানজনক। তারা দলটার নাম দিয়েছিলো 'ওয়াশিংটন ফুটবল টিম।' রেডের সাথে যতবার কথা হয়েছে প্রতিবারই দলটাকে 'ওয়াশিংটন' বলেই উল্লেখ করেছিলেন তিনি। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ঠেকেছিলো ইনগ্রিডের কাছে।

ন্যাটালির উদ্দেশ্যে ঝুঁকে ইনগ্রিড বললো, "ওয়াশিংটন ৭ দিয়ে দেখুন।"

ন্যাটালি টাইপ করার সময় সেদিকে তাকিয়ে থাকলো ও।

ওর দিকে তাকালেন তিনি।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো ইনগ্রিড।

"হয়ে গেছে," উল্লাসে ফেঁটে পড়লেন।

BanglaBook.org

"সাব্বাশ," ইনগ্রিডের পিঠ চাপড়ে বললেন রিভস।

ন্যাটালি দ্রুত দেখতে লাগলো রেডের অ্যাকাউন্ট থেকে কোন ঠিকানার জন্যে টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

একবার রিফ্রেশ হলো পেজটা।

ঠিকানাটার দিকে তাকিয়ে চোয়াল ঝুলে গেলো ইনগ্রিডের।

"কুপার!" জোরে ডেকে উঠলেন রিভস, "এখানে আসো, দ্রুত!"

হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকলেন কুপার।

"ঠিকানাটা পেয়ে গেছি আমরা।"

ওর শ্বশুড়ের এলাকার ঠিকানা ওটা।

3:46 PM

বিলি ওর সামনে থাকা ভিডিও ক্যামেরাটার দিকে তাকালো। একজন অপহরণকারি সবকিছু ঠিকঠাক করছে ওটার। গতবারের চেয়ে এবারের ভিডিওটা ভিন্ন ধরণের হতে যাচ্ছে। এবার নিশ্চয়ই বন্দুকগুলোকে কাজে লাগানো হবে। লাখ লাখ লোক দেখবে যে ওকে মেরে ফেলা হচ্ছে। কোটিও হতে পারে সংখ্যাটা।

প্রেসিডেন্ট ওর উল্টোদিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন। ক্যামেরার পেছনের আলোয় তার চেহারাটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। গত তিন দিনে বিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে তার।

সুলিভানের চেহারা জায়গায় জায়গায় ফুলে গেছে। ডান চোখটা প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। সাদা শার্ট রক্তাক্ত। ভালো চোখটা দিয়ে বিলির দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

বিলি তার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে মাথা নাড়ার চেষ্টা করলো একবার। বোঝানোর চেষ্টা করলো, চুপচাপ বসে থাকবে না ও। মনে মনে একটা বার্তা পৌঁছুনোর চেষ্টা করলো প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে :

'আট ঘন্টার চেষ্টার পর টেপটা কব্জি থেকে খুলে ফেলতে সক্ষম হই আমি। এরপর টেপের বান্ডিলটা তুলে নিয়ে আবার বেঁধে ফেলি হাত। তবে এবার অনেক ঢিলে করে। যেকোন মুহূর্তে ওগুলো ছিড়ে ফেলতে পারবো আমি। শুধু সুযোগের অপেক্ষা।'

প্রেসিডেন্টের মাথা নিচু হয়ে গেলো।

কিছু বুঝতে পেরেছেন তিনি?

না, অবশ্যই না।

BanglaBook.org

বিলি দরজার কাছে বসে থাকা অপহরণকারির দিকে তাকালো। বন্দুকটা পায়ের ওপর রাখা তার, এ মুহূর্তে ওর চেয়ে বারো ফিট দূরে সে। বিলি দৌড়ে তার কাছে যাবার আগেই বন্দুক হাতে তুলে নেবার সুযোগ আছে তার। আর ক্যামেরার পেছনের লোকটাকে ইচ্ছে করলে এ মুহূর্তেই ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারে ও। কিন্তু কোন বন্দুক চোখে পড়ছে না লোকটার কাছে। একে আক্রমন করে নিজেকে আর প্রেসিডেন্টকে বাঁচাতে পারবে ও?

সন্দেহ আছে সে ব্যাপারে।

তবুও সুযোগটা নেবে ভাবছে বিলি।

এ সময় তৃতীয় অপহরণকারি ভেতরে ঢুকলো।

বেশি দেরি হয়ে গেছে।

3:46pm

"এই বাসাটায় তো খোঁজ নিয়েছিলাম আমরা, তাই না?" কুপার জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ," রিভস বললেন, "কিন্তু কেউ দরজা খোলেনি।"

"তাহলে আশেপাশের প্রতিবেশিদের কিছু জিজ্ঞেস করিনি কেন আমরা? অন্তত সেখানকার বাসিন্দাদের ফোন করে তাদের অবস্থান বের করার চেষ্টা তো করতে পারতাম।"

"কারণ আমাদের মাথায় এটা আসেনি, ওরকম একটা বাসাতে তাদের আটকে রাখা হতে পারে। আমরা শুধু কারও চোখে কিছু পড়েছিল কিনা সেটা সম্পর্কে খোঁজ নেবার জন্যে কড়া নেড়েছিলাম। তাছাড়া শুধু ঐ বাসাটাতেই কেউ দরজা খোলেনি এমন নয়। বিশটা বাসার মধ্যে পাঁচটা বাসা পুরোপুরি ফাঁকা ছিল, কারও আওয়াজ পাওয়া যায়নি। আমরা ভেবে নিয়েছিলাম ঝড়ের জন্য অন্য কোথাও আটকা পড়েছে তারা।"

"এর পরদিন অথবা তার পর দিন খোঁজ নেয়া উচিৎ ছিল আমাদের। বোকার মত ভুল হয়ে গেছে।"

"চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে," ন্যাটালি খোঁচা মারার স্বরে বললেন।

ঠিকই বলেছেন রিভস। ওদের কারও মাথাতেই আসেনি যে ওরকম একটা জায়গায় প্রেসিডেন্টকে লুকিয়ে রাখতে পারে অপহরণকারিরা। অন্তত ওর মনে হয়নি।

কিন্তু হওয়া উচিৎ ছিল।

BanglaBook.org

3:46 AM

"কত দূর?" কুপার জিজ্ঞেস করলেন।

"বারো মিনিট," ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে বললেন রিভস।

ইনগ্রিড ঘড়ির দিকে তাকালো।

তিনটা একচল্লিশ।

"আরো দ্রুত চালাতে হবে তোমাকে," রিভস বললেন কুপারের উদ্দেশ্যে।

কুপার চাপ বাড়ালেন গ্যাস প্যাডেলে। শব্দ করে সামনে এগিয়ে গেলো ফোর্ড এক্সপ্লোরারটা। সাত ফুট উঁচু বরফের স্তুপের মধ্য দিয়ে।

"আমরা নিজেরা মারা গেলে কিন্তু ওদের কোন লাভ হবে না," ন্যাটালি বললেন। ইনগ্রিডের সাথে পেছনের সিটে বসেছেন তিনি। "ফেয়ারফ্যাক্স পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে ফোন করছি না কেন আমরা?"

কুপার মাথা নেড়ে না করে দিলেন, "তাহলে রাশিয়ানদের সম্পৃক্ততার কথা ফাঁস হয়ে যাবে। কালকের সব খবরের কাগজের প্রধান শিরোনাম হবে ওটা।"

"তাতে কি?" ইনগ্রিড চিল্লিয়ে উঠলো, "বিলি আর সুলিভানকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া এর চেয়ে ভালো?"

"সেটার কারণে যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে রক্ষা করা যায় পৃথিবীকে তাহলে, হ্যাঁ, সেটাই ভালো।"

"ফালতু কথা।"

"যা খুশি বলতে পারো তুমি, কিন্তু আমেরিকাকার বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করতে হবে আমাদের। আর সেখানে তাদের খুঁজে পাবার সম্ভাবনা কতটুকু? পাঁচ ভাগ? দশ? হয়তো তোমার শ্বশুড়ের বাসার ওপর নজর রাখার জন্যে বাসাটা ভাড়া করা হয়েছিল। তাছাড়া আসলেই যদি সেখানে থেকে থাকে তারা, তাহলে আমরাই পুলিশের চেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারবো। একটা সোয়াট দল পাঠাবে ওরা। তখন দেখা যাবে ক্রস ফায়ারে প্রাণ হারিয়েছে বিলি আর প্রেসিডেন্ট সুলিভান।"

কুপারের কথায় যুক্তি আছে। তবুও রাগ কমলো না ইনগ্রিডের।

কুপারের ফোন বেজে উঠলে সেটা রিভসের দিকে ছুড়ে দিলেন তিনি।

"ধরো ফোনটা," বরফ আচ্ছাদিত রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন।

BanglaBook.org

রিভস ধরলেন ওটা।

দুই সেকেন্ড ফোনটা কান থেকে নামিয়ে ফেলে বললেন, "বিলি আর সুলিভানকে সরাসরি দেখানো শুরু হয়েছে।" এরপর ন্যাটালিকে ওয়েবসাইটটার ঠিকানা জানালেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড পর ন্যাটালির হাতের ট্যাবটাতে ভেসে উঠলো ওয়েবসাইটটার হোম পেজ।

ইনগ্রিড তাকালো সেদিকে। বিলি আর সুলিভান পিঠে দেয়াল ঠেকিয়ে বসে আছেন। বিলিকে কিছুটা ক্লান্ত মনে হলেও অন্য কোন সমস্যা আছে বলে মনে হলো না। কিন্তু প্রেসিডেন্টকে দেখে মনে হচ্ছে চলন্ত বাসের সামনে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো তাকে।

ঘড়ির দিকে তাকালো ইনগ্রিড।

তিনটা চুয়াল্লিশ।

"আর কতদূর?" কুপার জিজ্ঞেস করলেন।

"আট মিনিট," জবাব দিলেন রিভস, এরপর যোগ করলেন, "ধুর।"

"কি?"

"নেটওয়ার্ক চলে গেছে ফোনের।"

ইনগ্রিড নিজের ফোন বের করে দেখলো।

নেটওয়ার্ক নেই।

"বিদ্যুৎ স্বল্পতার কারণে অনেকগুলো ফোন টাওয়ার বন্ধ হয়ে গেছে," ন্যাটালি বললেন।

ইনগ্রিড ট্যাবটার দিকে তাকিয়ে বললো, "তাহলে ভিডিওটা চলছে কেন?"

ন্যাটালি ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, "গাড়িটার নিজস্ব ওয়াই-ফাইয়ের ব্যবস্থা আছে।"

কুপার এসময় বামে মোড় নিলে ইনগ্রিড জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো।

ওর কাছে মনে হচ্ছিল যে বেশি জোরে চলছে গাড়ি।

বরফে পিছলিয়ে সামনে এগোনো শুরু করলো ওটা।

"ধরে বসো সবাই," কুপার চেঁচিয়ে উঠলেন।

গাড়িটা পিছলিয়ে এগোতেই লাগলো এরপর সামনে রাখা একটা বরফের ঢিবির সাথে ধাক্কা খেলো।

কাত হয়ে গেলো এক পাশে।

BanglaBook.org

তিনটা আটচল্লিশ বাজছে।

এগার

আমি আর বাবা রাস্তায় নেমে এসেছি।

বাসাটা দেখা যাচ্ছে, একশ কদম দূরে।

"কয়টা বাজছে?" বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম।

থেমে ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি।

তিনটা উনপঞ্চাশ।

এগারো মিনিট।

তিরিশ সেকেন্ড পরে বাসাটার কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা।

"ভেতরে প্রবেশ করবো কিভাবে?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

সামনের দরজাটা চেষ্টা করে দেখলাম, যদি খুলে যায়। কিন্তু বন্ধ পেলাম সেটা।

"পেছনের দিকে চলুন," ফিসফিসিয়ে বললাম।

বরফ মারিয়ে পেছনে চলে আসলাম, এরপর বেড়া ডিঙিয়ে পা রাখলাম ভেতরে।

পেছনের কাঁচের স্লাইডিং দরজাটা খুঁজে পেতে দুই মিনিট সময় লাগলো আমাদের।

ওটা ধরে টান দিলেন বাবা

খুলে গেলো এক পাশে।

বাবা প্রথমে ঢুকলেন ভেতরে, নেইল গানটা সামনে বাড়িয়ে রেখেছেন, গুলি চালাতে প্রস্তুত। আমি তার পেছনে, রেঞ্চটা উঁচু করে ধরে রেখেছি।

আমি নিশ্চিত আমাদের দেখতে দু-জন রাজমিস্ত্রির মত লাগছে, আমেরিকাকান বীর নয়।

ডাইনিং রুমের একটা চেয়ারে বেঝে গেলো বাবার পা। শব্দ করে উল্টিয়ে পড়লো ওটা।

শক্ত হয়ে গেলাম আমি।

অপেক্ষায় আছি বেজমেন্টের দরজা খুলে অপহরণকারিদের বন্দুক হাতে বেরিয়ে আসার।

কিন্তু সেরকম কিছু হলো না।

বন্দুক দেখা গেলো ওপরে ওঠার সিঁড়ি থেকে।

"শুয়ে পড়ো এখনি," কেউ চিল্লিয়ে উঠলো।

BanglaBook.org

লোকটার দিকে তাকালাম আমি।

শ্বেতাঙ্গ। পঞ্চাশের মত হবে বয়স। একটা গেঞ্জি আর শর্টস পরনে। হাতে পিস্তল।

বাবা আর আমি একে অপরের দিকে তাকালাম।

"শুয়ে পড়ো মাটিতে," আবারো বললেন তিনি।

ওপর তলায় কারও পায়ের আওয়াজ শুনলাম।

"কি হয়েছে জন?" একজন মহিলা জিজ্ঞেস করলেন।

বাবা নেইল গানটা নামিয়ে রেখে চোখ পিটপিট করে তাকালেন। "জন? জন আরভিন?"

লোকটার দৃষ্টি স্থির হলো বাবার ওপর।

"রিচার্ড?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

বন্দুক নামিয়ে ফেললেন জন।

"আমি ভেবেছিলাম তোমরা চলে গেছো এখান থেকে," বাবা বললেন, "গত বছরের শেষ দিকে।"

"বাসাটা বিক্রি করতে পারিনি আমরা, তাছাড়া আমার অফিসে–" এটুকু বলে মাথা নাড়লেন তিনি, "এত রাতে চোরের মতো আমার বাসায় ঢুকেছো কেনো তোমরা?"

বাবা যত দ্রুত সম্ভব খুলে বললেন তাকে।

"তোমাদের ধারণা ছিল আমার বাসার বেজমেন্টে আটকে রাখা হয়েছে প্রেসিডেন্টকে?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

আমি তাকে ছাদ থেকে বরফের চাই পড়ে শব্দ হবার কথা আর মারডকের ভয় পেয়ে ডেকে ওঠার কথা বুঝিয়ে বললাম।

"মনে আছে আমার। তিনরাত আগের কথা, আমার স্ত্রীও ভয় পেয়েছিলো ভীষণ। ওকে বলেছিলেম যে বরফের চাই ভেঙে পড়েছে ছাদ থেকে।"

"কুকুরের ডাক শোনেননি আপনি?"

"আমি ভেবেছিলাম যে প্রতিবেশিদের কুকুরটা ডেকে উঠেছে ভয়ে।"

ভ্রু উঁচু হয়ে গেলো আমার।

প্রতিবেশি !

বরফের চাইটা জনের বাসার ছাদ থেকে পাশের বাসার সামনে খালি জায়গাটাতে পড়েছিল। দুটো বাসার মধ্যবর্তি দূরত্ব খুব অল্প হওয়াতে ওখান থেকেও নিশ্চয়ই একই পরিমাণ শব্দ শোনা গিয়েছিল।

BanglaBook.org

"আপনার প্রতিবেশি," পুর্ব দিকে দেখিয়ে বললাম, "তাদের শেষ কবে দেখেছিলেন আপনি?"

"নববর্ষের ছুটির আগে। ছুটিটা সাধারণত ফ্লোরিডাতে কাটায় তারা।"

"ওখানে অন্য কাউকে দেখেছিলেন?"

"এয়ার বিএনবি'র দায়িত্বে বাসাটা দিয়ে গিয়েছিলো তারা। জানুয়ারির প্রথম দু'সপ্তাহে এক দম্পতি ছিল। এরপর দু-জন লোককে দেখেছি কয়েক সপ্তাহ আগে। তোমাদের কি ধারণা? তারাই?"

মাথা নেড়ে সায় জানালাম আমি।

এরপর তার বন্দুকটা চাইলাম।

3:46AM

জনের কাছে পাশের বাসার একটা বাড়তি চাবি আছে। ওটার মালিক হেন্ডারসনদের সাথে ভালো খাতির তাদের।

যাওয়ার আগে তাকে জিজ্ঞেস করলাম ফোন কাজ করছে নাকি। মাথা নেড়ে না করে দিলেন তিনি। বললেন, "আমার ছেলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ফোন করতে পারে।"

তাকে ৯১১-এ ফোন দিতে বললাম আমি।

বাবা আর আমি হেন্ডারসনদের ড্রাইভওয়ে ধরে সামনের দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম।

তিনটা ছাপ্পান্ন বাজছে।

চার মিনিট আছে আমাদের হাতে।

বিলি আর সুলিভানকে উদ্ধার করার জন্যে।

আর এর মধ্যেই আমাকে একটা ঘুমোনোর জায়গা খুঁজে বের করতে হবে।

ঘটনাটার পরিণতি ভালো হতে যাচ্ছে বলে মনে হয় না।

চাবিটা দরজায় ঢুকিয়ে মোচড় দিলাম।

খুলে গেলো ওটা।

BanglaBook.org

3:46AM

গাড়িটা আপনা আপনি সোজা হয়ে গেলো, কিন্তু চার ফিট বরফের মধ্যে আটকে গেছে ওটা।

কুপার গত পাঁচ মিনিট কাটিয়েছেন ইঞ্জিন চালুর চেষ্টা করে। ন্যাটালিকে ড্রাইভারের সিটে বসিয়ে পেছন থেকে ঠেলেছে ওরা তিনজন। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। এক ইঞ্চিও নড়েনি ওটা।

এখানে ভালোমতোই আটকে গিয়েছে ওরা।

একটা ট্যাবের পর্দায় বিলি আর সুলিভানের মৃত্যু দেখতে হবে এখন।

সেখানে দেখা যাচ্ছে, হাটু গেঁড়ে বসে আছে বিলি আর প্রেসিডেন্ট সুলিভান। তাদের মাথায় বন্দুক ধরে রেখেছে অপহরণকারিরা।

আগেরবার যে কথা বলেছিল সেই লোকটাই কথা বলতে শুরু করলো ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে। ওয়েডস এবার নেই আরবি থেকে ইংরেজিতে রূপান্তর করে শোনানোর জন্যে। কিন্তু কথাগুলোর অর্থ বুঝতে বেগ পেতে হলো না ওদের।

সময় শেষ।

3:46 AM

ইনগ্রিড আমাকে দেখিয়েছিলো কিভাবে বন্দুক ধরতে হয়। যদিও আগে কখনো ব্যবহার করিনি তবুও আমার হাতে অপরিচিত ঠেকলো না ওটার স্বাদ। সেফটি বন্ধ করা আছে কিনা দেখে নিলাম, এরপর সামনের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

বাবার বাসার চেয়ে খুব বেশি ভিন্ন না এটার নকশা। বেজমেন্টে যাওয়ার দরজার নিচ দিয়ে আলো বের হতে দেখলাম।

ঘাড় ঘুরিয়ে বাবার দিকে তাকালাম।

মাথা নাড়লেন তিনি।

ধীরে ধীরে বেজমেন্টের দরজার হাতল ধরে খুলতে লাগলাম দরজাটা।

3:46 AM

ঠান্ডা বন্দুকের নল মাথার পেছনে অনুভব করতে পারছে বিলি।

ওর পেছনে একজন অপহরণকারি আর প্রেসিডেন্টের পেছনে আরেকজন। তৃতীয়জন ভিডিও ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে জোরে জোরে।

এখন নয়তো কখনোই নয়।

ওর পেছনে দাঁড়ানো লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ও। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো লোকটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে।

BanglaBook.org

ডিগবাজি খেয়ে সামনে এগিয়ে হাত বাঁধন মুক্ত করে ফেললো। এরপর ধাক্কা দিলো প্রেসিডেন্টের পেছনে দাঁড়ানো অপহরণকারিকে। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে সে।

3:46AM

বেজমেন্টে মৃদু আলো জ্বলছে।

কিন্তু বাবারটার মতো অসম্পূর্ণ না এটা। সবদিকে কংক্রিট চোখে পড়লো।

সিঁড়ি বেয়ে অর্ধেকটা নামার পর কোথাও থেকে গলার স্বর কানে আসলো আমাদের। অপরিচিত ঠেকলো ভাষাটা। কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম আরবিতে বলা হচ্ছে। তারমানে বিলি আর সুলিভান নিশ্চিতভাবেই এখানে কোথাও আছে। ভিডিওতে দেখে মনে হয়েছিল কোন বাঙ্কার কিংবা গুহাতে আটকে রাখা হয়েছে তাদের।

যখন নিচে পৌঁছুলাম আমরা ঠিক তখনই বন্ধ হয়ে গেলো কথা বলার শব্দ। হুটোপুটির আওয়াজ কানে আসলো আমাদের। মনে হচ্ছে মেঝেতে পড়ে গেছে কেউ।

বন্দুকটা দুই হাতে ধরে সামনে এগিয়ে গেলাম।

শেষ প্রান্তে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে।

"এখানেই থাকুন আপনি," বাবার উদ্দেশ্যে ফিসফিসিয়ে বললাম।

ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম আমি। এরপর গুলি চালালাম।

3:46AM

"হেনরি!" ইনগ্রিডের গলার স্বর প্রতিধ্বনিত হলো গাড়ির ভেতরে।

বিলির পেছনে লাফিয়ে পড়ার সময় চমকে উঠেছিলো ও। আরও চমকে উঠেছিল যখন উঠে দাঁড়িয়ে এক ঝটকায় হাত খুলে ফেলে সে। কিন্তু এখন...

ওর হেনরি একটা বন্দুক হাতে ভেতরে ঢুকে পড়েছে আর মনে হচ্ছে একজন অপহরণকারিকে গুলিও করেছে।

*

গুলির আওয়াজটা কানে গেলো বিলির। কোথাও নিশ্চয়ই বিঁধেছে ওটা। এরকম আগেও শুনেছে ও যে যুদ্ধের ময়দানে উত্তেজনার বশে অনেকে

BanglaBook.org

বুঝতেও পারে না তাদের গায়ে গুলি লেগেছে, কিন্তু পড়ে দেখা যায় গুলি এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে।

অপহরণকারির হাতে একটা ছুরি বেরিয়ে এসেছে। ওটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো ও। ওর ডানদিকে প্রেসিডেন্ট এখনও হাত পা বাঁধা অবস্থায় হাঁটু গেড়ে বসে আছেন।

লোকটার পায়ের মাঝ বরাবর হাঁটু চালালো বিলি। ছুরিটা পড়ে গেলো মাটিতে। ও সেটা তুলে নিয়ে বসিয়ে দিলো লোকটার গায়ে।

3:46 AM

চোখের এক পাশ দিয়ে বিলিকে ওর সামনে দাঁড়ানো অহরণকারির গায়ে ছুরি বসিয়ে দিতে দেখলাম।

আমার ছোড়া গুলিটা আরেক অপহরণকারির গলায় বিঁধেছে। ওখানটা হাত দিয়ে চেপে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে লোকটা।

তৃতীয় লোকটার দিকে তাকালাম।

দাড়িওয়ালা।

তার কাছে কোন অস্ত্র নেই।

"মুখোশ খুলে ফেলো," চিল্লিয়ে উঠলাম।

আমি সবাইকে দেখাতে চাই যে আসলে কারা আছে এই অপহরণের পেছনে।

বিলি ঘুরে তাকালো আমার দিকে। এখনও মুখ বাঁধা ওর। সেটা খুলে ফেললো ও এক হাত দিয়ে। মাথা এদিক ওদিক ঝাঁকাতে লাগলো অবিশ্বাসে।

ওর কোন দোষ নেই, বেচারা নিশ্চয়ই ভেবেছিলো, ওদের মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। অথচ ওর ধারণাই ছিল না আমার বাবার বাসা থেকে দশটা বাসা দূরে আটিজে রাখা হয়েছে ওদের।

সুলিভানের চেহারাতেও একই ভাবভঙ্গি।

"হেনরি?" বিলি জিজ্ঞেস করলো।

"ঠিক আছো তো?"

আবার অপহরণকারির দিকে দৃষ্টি ফেরালাম আমি।

"মুখোশ খুলে ফেলো," পুনরায় বললাম।

কথা শুনলো না লোকটা।

BanglaBook.org

ওর কাঁধের ওপর দিয়ে গুলি চালালাম। দরজায় গিয়ে বাঁধলো ওটা।

"খুলতে বললাম না মুখোশ!"

খুলে ফেললো সে।

মুখের দাড়ি সত্ত্বেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আরবিয় নয় লোকটা।

বরং শ্বেতাঙ্গ মনে হচ্ছে।

"এরা আরবিয় না," বিলির উদ্দেশ্যে বললাম, "রাশিয়ান!"

বিস্ময় ফুটে উঠলো বিলির চোখেমুখে। কিন্তু প্রেসিডেন্টের মুখভঙ্গির তুলোনায় সেটা কিছুই নয়

"ওনার মুখের বাঁধন খুলে দাও," বিলিকে বললাম।

এ সময় দেখলাম রাশিয়ান লোকটা তার হাত পেছনের দিকে নিচ্ছে। ঝটকা মেরে সামনে নিয়ে আসলো সেটা পরক্ষণেই। ধাতব কিছু চকচক করছে সেখানে।

এসময় রাজ্যের অন্ধকার নেমে আসলো আমার চোখে।

চারটা বাজছে।

আমার সময় শেষ।

3:46 AM

হেনরিকে হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে দেখলো ইনগ্রিড। বন্দুকটা ছিটকে গেলো হাত থেকে।

"ওহ্ ঈশ্বর," চেঁচিয়ে উঠলেন ন্যাটালি।

"কি হলো?" রিভস জিজ্ঞেস করলেন। "গুলি লেগেছে নাকি?"

না।

ওর সময় শেষ।

"থামো!" বিলির উদ্দেশ্যে বললো রাশিয়ান লোকটা। হাতে বেরিয়ে এসেছে বন্দুক।

কিছুক্ষণের জন্যে থেমে গেলো বিলি। হেনরির দিকে একবার তাকিয়ে আবার লোকটার দিকে তাকালো। ইনগ্রিড জানে কি ভাবছে বিলি–যদি দু-সেকেন্ড আগে ট্রিগার টেনে দিতো হেনরি!

"তুমি রাশিয়ান?" বিলি জিজ্ঞেস করলো।

দাড়িওয়ালা অপহরণকারি মুচকি হাসতে লাগলো।

"পুতিন একটা বেজন্মা!"

BanglaBook.org

ইনগ্রিডের বুঝতে কিছুটা সময় লাগলো, বিলি বলেনি কথাটা।

সুলিভান বলেছেন।

বিলি তার মুখ থেকে টেপ খুলে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

সামনের সিট থেকে কুপার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।"

ঠিকই বলেছেন তিনি। প্রায় এক কোটি লোক সরাসরি দেখছিল ভিডিওটা। আর এর পরের দু'দিনে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ দেখবে ওটা।

পুতিন একটা বেজন্মা।

তিনটা শব্দ যেগুলো আবার স্নায়ুযুদ্ধের নিভে আসা আগুনে ঘি ঢেলে দিলো।

রাশিয়ান লোকটা সুলিভানের বুক বরাবর বন্দুক তাক করে গুলি চালিয়ে দিলো। লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

চিৎকার করে উঠলেন ন্যাটালি।

3:46 PM

একজনের ছায়া দেখা গেলো পর্দায়।

"এটা কে?" রিভস জিজ্ঞেস করলেন।

কষ্টে হাসি চাপলো ইনগ্রিড।

রিচার্ড।

ওর শ্বশুর।

হাতে কিছু একটা ধরে রেখেছেন তিনি।

একটা বিশাল বন্দুক।

"ওটা কি একটা নেইল গান নাকি?" কুপার জিজ্ঞেস করলেন।

তার ধারণা ঠিক।

ওটা অপহরণকারির দিকে তাক করে রেখেছেন তিনি।

"বন্দুক ফেলে দাও," বললেন রিচার্ড।

লোকটা হেসে উঠলো।

সে বোধহয় জানে যে ওটা আসল বন্দুক নয়।

"আমি গুলি করবো কিন্তু!" ওর শ্বশুর চিল্লিয়ে উঠলেন।

আসলেও তাই করলেন তিনি।

অপহরণকারি লোকটা এক হাতে চেপে ধরলো তার চেহারা।

BanglaBook.org

এক চোখে পেরেক গেঁথে গেছে।

এরপর আরেকটা বিঁধে গেলো তার গায়ে।

আরেকটা।

বিলি লাফিয়ে পড়ে হেনরির বন্দুকটা তুলে নিয়ে গুলি চালালো লোকটার কপাল বরাবর।

বারো

"আরেকবার," ইনগ্রিডকে বললাম।

দুই মিনিট পিছিয়ে দিলো ও।

ভিডিওটা তিন কোটি বারের বেশি দেখা হয়েছে।

গ্যাংনাম স্টাইলকে ছাড়িয়ে গেছে।

প্লে বাটনে চাপ দিলো ইনগ্রিড।

দেখলাম মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছি আমি।

আটচল্লিশ ঘন্টা পরেও ঘাড়ে ব্যথা করছে আমার।

অবশ্য সেটার খুব একটা অসুবিধে হয়নি আমার আর ইনগ্রিডের। এখনও বিছানাতেই আমরা। জড়াজড়ি করে শুয়ে আছি। ল্যাপটপটা আমার পেটের ওপর রাখা। পর্দায় দেখলাম বিলি আর সুলিভানের দিকে তাকিয়ে আছে রাশিয়ান লোকটা। এরপরেই বিখ্যাত শব্দ তিনটা বললেন সুলিভান। যে শব্দ তিনটা আলোড়ন তুলেছে বিশ্ব জুড়ে।

পুতিন অবশ্য সুলিভানের অপহরণের সাথে সম্পৃক্ততার সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অনেকেই অপহরণকারি তিনজনকে তার লোক বলে আখ্যায়িত করছেন। তবে সেটা আমলেই নিচ্ছেন না তিনি। কিন্তু সুলিভানের বাক্যটা যে বিচলিত করেছে তাকে সেটা বোঝা গেছে স্পষ্ট। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু না হলেও সেটার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না।

পর্দায় লুটিয়ে পড়লেন সুলিভান।

তার বুকে বিঁধেছিল গুলিটা। ডান ফুসফুসে।

সৌভাগ্যবশত জন আরভিনের ছেলে পুলিশকে ফোন দিতে পেরেছিলো। এক মিনিট পরেই হাজির হয় তারা। সুলিভানকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জরুরি অস্ত্রোপচার চালানো হয় বুকে। এখনও আশঙ্কাজনক অবস্থা প্রেসিডেন্টের।

যদি বেঁচে যান তাহলে আসন্ন নভেম্বরের নির্বাচনে জিততে কোন সমস্যাই হবে না তার। অপহরণ, ঐ তিনটা শব্দ আর মৃত্যুর কাছ থেকে

BanglaBook.org

ফিরে আসার কারণে বেসরকারি পোল গুলোতে তার রেটিং বেড়ে গেছে বিয়াল্লিশ শতাংশ।

বাবাকে পর্দায় দেখা গেলো এ সময়। মুখ আপনা আপনি হাসি হাসি হয়ে উঠলো আমার।

"কি একটা জিনিস ধরে আছেন তিনি!" ইনগ্রিড মাথা ঝাঁকিয়ে বললো।

নেইল গানটা দু'হাত দিয়ে ধরে সামনে বাড়িয়ে রেখেছেন বাবা।

"কি? তোমাদের একাডেমিতে এভাবে বন্দুক ধরা শেখায় না?"

হেসে উঠলো ইনগ্রিড।

পর্দায় চোখ চেপে ধরলো অপহরণকারি।

"একদম চোখের মধ্যেখানে," বললাম।

আরো তিনবার গুলি চালিয়ছিলেন বাবা। গুলি না তো, পেরেক।

তখনই বন্দুকটা তুলে নেয় বিলি।

দুই সেকেন্ড পরে শেষ হয়ে যায় ভিডিওটা।

"আবার?" জিজ্ঞেস করলো ইনগ্রিড।

বিছানার পাশের টেবিলের ওপর রাখা ঘড়িটার দিকে তাকালাম।

তিনটা তেইশ।

আমি মাথা নেড়ে না করে দিলে ল্যাপটপটা বন্ধ করে রাখলো ইনগ্রিড।

আমার অ্যাপার্টমেন্টে এটা প্রথম রাত আমাদের। আগের রাতটা বনির ওখানে কাটিয়েছিলাম আমরা। মাত্র দু'মিনিট খুব কষ্ট করে চোখ খোলা রাখতে পেরেছিল ইনগ্রিড। টানা চার দিন অল্প ঘুমানোর কারণে প্রভাব পড়েছে শরীরে।

অবশ্য ঘুমোনোর আগে আমাকে জানিয়েছিল, কিভাবে ওরা ধরতে পারে যে, রেড ফাঁস করেছিলো প্রেসিডেন্টের অবস্থান। এরপর এয়ার বিএনবি'র অ্যাকাউন্টে ঢুকে ঠিকানা জানতে পারে। সেখানে যাওয়ার পথে গাড়ি উল্টে যায় ওদের। বিলি আর সুলিভানের সাথে পর্দায় আমাকে দেখে চমকে উঠেছিলো ভীষণ।

বাকি ঘটনা তো আপনারা জানেনই।

আমার এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, রেড অমন একটা কাজ করেছে।

কিন্তু তিনি ছাড়া অন্য কারো তো জানার কথা নায়, আমার বিয়েতে আসছেন প্রেসিডেন্ট।

BanglaBook.org

এটা থেকে ব্যাখা পাওয়া যায় কেন আমাকে কিছু করেনি লোকগুলো। রেড নিশ্চয়ই আমার অবস্থার কথা তাদের জানিয়েছিল আগেই। আমাকে হুমকি মনে হয়নি তাদের। কিন্তু রেডের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তারা। আমার সাথেও অমন কিছু হতে পারতো।

"আমাকে অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এসেছে কে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"বিলি।"

মাথা নেড়ে বললাম, "ওর কি অবস্থা?"

"প্রথম দিকে বেশ নাজুক অবস্থায় ছিল। কিন্তু বাসায় গিয়ে গোসল সেরে পরিবারের সবার সাথে কথা বলে আবার ঘটনাস্থলে ফিরে আসে ও। তারপর খুলে বলে সব।"

"ঐ আসল বীর।"

"হ্যাঁ, বেশ শক্ত ছেলেটা। তোমাকে ওর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাতে বলেছে জীবন বাঁচানোর জন্যে।"

হেসে উঠলাম, "বাবাকে ধন্যবাদ জানাতে বলো।"

ক্যাপ্টেন নেইল গান।

"সেটা করবে ও। তোমার বাবাকে নতুন কার্পেট লাগাতে সাহায্য করবে কিছুদিনের মধ্যেই।"

বিছানা থেকে উঠে পড়লো ইনগ্রিড।

মুগ্ধ নয়নে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি।

তাড়াতাড়ি একটা গাউন গায়ে চাপিয়ে নিলো ও, এরপর আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালো।

"বলতো কি করিনি আমরা?" জিজ্ঞেস করলো।

খাওয়া দাওয়া করিনি। বাথরুমে যাইনি, ব্রাশও করিনি।

"জানি না।"

"বিয়ের উপহারগুলো খোলা হয়নি!" উল্লাসের সাথে বলে উঠলো ও। এরপর দরজা খুলে বের হয়ে গেলো ঘর থেকে।

মাথা নেড়ে হেসে উঠলাম।

"কি খবর তোদের?" ওর চিকন গলার আওয়াজ ভেসে আসলো বাইরে থেকে। ল্যাসি আর আর্চির সাথে এভাবেই কথা বলে ও। "দুঃখিত, তোদের ঘরে ঢুকতে দেইনি। বাবা মা'র একটু একান্ত সময় দরকার ছিল।"

"একান্ত সময়!" হেসে উঠলাম।

BanglaBook.org

কিছু পরে ল্যাসি লাফিয়ে উঠে পড়লো বিছানায়।

ওর ঠিক পেছনে আর্চি।

দু-জনেই আমার বুকের ওপর উঠে গেলো।

আর্চি আমার গাল চেটে দিতে শুরু করলো।

"হয়েছে হয়েছে। বুঝেছি, আমার কথা অনেক মনে পড়েছে তোর।"

ল্যাসি আমার মুখের কাছে এসে বসলো।

মিয়াও।

"দেখবি?"

মিয়াও।

"না, এর পরের বার কিছু দেখতে পারবি না তুই।" ওর চোখের সামনে হাত নিয়ে গেলাম, এটা একদমই পছন্দ না ব্যাটার। আমার হাতে থাবা দিয়ে আস্তে করে কামড় বসালো।

আর্চিও আক্রমন করলো আমাকে।

এরকম আরো কিছুক্ষণ হুটোপুটি করি আমরা। ইনগ্রিড ফেরত আসলো এই সময়। এক হাতে উপহারের ব্যাগ আরেক হাতে নাচোসের প্লেট।

"নাচোস?" জিজ্ঞেস করলাম।

"অন্য কিছু খাওয়ার মত খুঁজে পেলাম না," হাসিমুখে বললো ও। "তোমারও দোকানে যাওয়া উচিৎ মাঝে মাঝে।"

"আমার স্ত্রী'ই দোকানে যায়।"

"তোমার স্ত্রী দুটো দোকানে গিয়েছিল গতকাল কিন্তু বন্ধ ছিল ওগুলো। তৃতীয়টাতে এত ভিড় ছিল যে গুলি ছুড়তে ইচ্ছে হয়েছিল তার।"

তুষার ঝড়ের পর প্রায় ছয় দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। এতদিনে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে সবকিছু।

"ইসাবেল ইমেইলে জানিয়েছে যে কালকে থেকে কাজে ফিরবে সে," বললাম।

"যাক," একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো ইনগ্রিড। এরপর ব্যাগটা নিচে নামিয়ে রেখে আমার মুখে একটা নাচোস তুলে দিলো। ওড় হাতের দিকে তাকিয়ে থাকলাম, একটা বড় আঙটি শোভা পাচ্ছে সেখানে।

সবার হারানো জিনিসপত্র খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল বাসাটা থেকে। ফোনগুলো একটা বালতিতে পানির ভেতর চুবানো ছিলো।

ও বিছানায় বসলে ল্যাসি ওর কোলে উঠে গেলো।

BanglaBook.org

"ও জানতে চেয়েছে, পরেরবার দেখতে পারবে কি না," ওকে বললাম আমি।

"তুই একটা," ল্যাসির দিকে আঙুল তুলে হেসে ফেললো ইনগ্রিড।

ওটা চেটে দিলো ল্যাসি।

পরের পাঁচ মিনিট খাওয়া দাওয়া করলাম সবাই।

আর্চি নাচোসের প্লেটের দিকে প্রথমে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো। ছোট একটা কামড় দেয় শুরুতে, এরপরে আগ্রহ নিয়ে খাওয়া শুরু করে।

"ঠিক আছে তাহলে, দেখা যাক কি কি উপহার পেয়েছি আমরা," এই বলে উপহারের ব্যাগটা উপুড় করে ধরলো ইনগ্রিড। চারটা বড় গিফট আর অন্য সবগুলো খাম।

ইসাবেল একটা বড় ব্লেন্ডার সেট দিয়েছে আমাদের। বনি দিয়েছে কোহল'স এর গিফট কার্ড।

"ওখান থেকে রান্নাঘরের জিনিস পত্র কিনতে পারি আমরা," ইনগ্রিড বললো।

"তুমি তো রান্না পারো না।"

"শিখে নেবো। তখন আর ইসাবেলকে দরকার হবে না তোমার।"

হেসে উঠলাম দু-জনেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসাবেলকে আমার চেয়ে বেশি দরকার হয় ইনগ্রিডের। এতটাই যে ওর বেতন চল্লিশ শতাংশ বাড়াতে হয়েছে আমাকে।

আর্চি ঝাঁপিয়ে পড়েছে ব্লেন্ডার সেটটার প্যাকেটের ওপর। ওর নতুন দূর্গ।

আমার গালে একবার চুমু খেয়ে আবার উপহারের দিকে মনোযোগ দিলো ইনগ্রিড।

ওর বাবা-মা নগদ টাকা দিয়েছেন আর বোন দিয়েছে একটা টোস্টার।

বিলি কিছু উদ্ভট সসেজ আর পনির দিয়েছে আমাদের। ওর বান্ধবিরা দিয়েছে দু-জনের বাথরোবের সেট।

একটা গায়ে চাপালাম আমি।

"এটা থেকে বের হবো বলে মনে হয় না," আরও আগেই বাথরোব কেনা উচিৎ ছিল আমার।

এসময় একটা কার্ড তুলে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো ইনগ্রিড।

ওটা যে ওর ক্যাপ্টেন দিয়েছেন সেটা না দেখেও বুঝতে পারলাম।

BanglaBook.org

"আর দু'দিন পরে তার শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান," চোখ মুছে বললো ও।

"আমার পক্ষ থেকে সমবেদনা জানিয়ো তার পরিবারকে।"

মাথা নেড়ে ঘড়ির দিকে তাকালো ও।

তিনটা তেতাল্লিশ বাজছে।

আমি জানি কি ভাবছে ও। সারাদিন পড়ে আছে ওর দুঃখ করার জন্যে। এই সময়টুকু একান্তই আমাদের।

"মন খারাপ করো না," বললাম।

ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। শেষ উপহারটা তুলে নিলো।

"এটায় শুধু তোমার নাম লেখা," বললো ও।

ওটা নিলাম ওর হাত থেকে। ছোট বাক্সটা, আয়তাকার। অনেকটা কলমের বাক্সের মত।

"কে দিয়েছে এটা?" জিজ্ঞেস করলাম।

কাঁধ নাচালো ও।

র‍্যাপিং পেপারটা ছিড়ে ফেললাম।

ছোট্ট সাদা বাক্সটার ঢাকনা খুলে ভেতরে উঁকি দিলাম। দুই সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলাম ভেতরের জিনিসগুলোর দিকে।

এরপর চোখ বড় করে ইনগ্রিডের দিকে তাকালাম।

মাথা নেড়ে সায় জানালো ও।

বাক্সটার ভেতরে একটা প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিট।

"আমরা বাবা-মা হতে চলেছি," বললো ও।

3:46 AM

দরজার সামনে গিয়ে ডাকা শুরু করলো মারডক।

"চুপ কর্, কলিংবেলের শব্দ আগে শুনিসনি নাকি?" রিচার্ড বিনস বললেন।

ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি।

সকাল দশটা পঁয়তাল্লিশ।

বিলি বলেছিল যে দুপুরের দিকে আসবে। হয়তো তাড়াতাড়িই এসে পড়েছে ছেলেটা।

দরজাটা খুলে ফেললেন রিচার্ড।

একজন পুরুষ আর একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন সিঁড়িতে।

BanglaBook.org

গত দু-দিন যাবত সংবাদ চ্যানেলের ভ্যানে ছেয়ে গেছে সামনের রাস্তাটা। আমেরিকাকার সব চ্যানেল প্রেসিডেন্টকে যেখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেটা সরাসরি দেখাতে চায়।

"যদি সাক্ষাৎকারের জন্যে এসে থাকেন," রিচার্ড বললেন, "তাহলে হতাশ হতে হবে আপনাদের।"

মহিলাটা মাথা নেড়ে না করে দিয়ে বললো, "আমরা রিপোর্টার না।"

একটা ব্যাজ বের করলেন তিনি।

সেটা দেখলেন রিচার্ড।

ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন কমান্ড।

জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন রিচার্ড, "প্রেসিডেন্টের অপহরণের ব্যাপারে যে আপনাদের আগ্রহ আছে সেটা জানতাম না।"

"সে ব্যাপারে আগ্রহ নেই আমাদের," লোকটা বললো।

রিচার্ডের আগেই বোঝা উচিৎ ছিল।

লোকটার দাঁড়ানোর ভঙ্গি। ছোট করে ছাটা চুল।

"আপনি জানেন কেন এসেছি আমরা," মহিলাটা বললো।

তিনি জানেন।

এই দিনটার জন্যে গত চল্লিশ বছর ধরে অপেক্ষা করছেন তিনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আমাকে কিভাবে খুঁজে পেলেন আপনারা?"

একে অপরের দিকে তাকালো সামনে দাঁড়ানো দু-জন।

"সেটা জরুরি না," লোকটা বললো।

কিন্তু রিচার্ড জানেন। হাতের ছাপ দিতে হয়েছিলো তাকে প্রেসিডেন্ট অপহৃত হবার পর।

"আমাদের সাথে আসতে হবে আপনাকে," মহিলাটা বললো তার উদ্দেশ্যে।

"ঠিক আছে।"

ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

মারডক বসে আছে তার পেছনে।

চোখ বড় বড় হয়ে আছে ওর। বুঝতে পেরেছে, কোন সমস্যা হয়েছে।

BanglaBook.org

"সমস্যা হবে না কোন। বনি খেয়াল রাখবে তোর। এরপর ল্যাসি আর আর্চির সাথে গিয়ে থাকতে পারবি।"

একবার লেজ নাড়লো মারডক জবাবে।

রিচার্ড ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি অভিযোগ আনা হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে?"

"দেশদ্রোহিতা," কঠোর স্বরে জবাব দিলো লোকটা, "আর খুন।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG